# আত্মিক সমাধান

সেপ্টেম্বর ২০০৯

Life Publishers International

## সূ চী প ত্র


১। **সহানুভূতি গ্রথিত থাকে রূপান্তরকারী সুসমাচারের মধ্যে** ৩
*বাইরণ ক্লেয়াস কর্তৃক রিচিত*
*বর্তমান যুগে মানুষ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে, সুসমাচার প্রচার কি ফলপ্রসূ হতে পারে? আদিযুগে কয়িন যে প্রশ্ন করেছিলেন (এবং তার স্পষ্ট উত্তর) আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক — "আমি কি আমার ভয়ের রক্ষক?"*

২। **ঈশ্বর মানুষের জন্য চিন্তা করেন ঃ লূক / প্রেরিত থেকে এক পেন্টিকোস্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি** ৮
*ক্রেইগ. এস. কিনার কর্তৃক রচিত*
*সুসমাচার শিক্ষা পরীক্ষা করে, প্রথম পেন্টিকোস্টিয় মণ্ডলীর সদস্যগণ কি প্রকার সহযোগিতার জীবনযাপন করতেন এবং আমাদের কি প্রকার জীবনযাপন করা উচিত, তা অবগত হওয়া।*

৩। **এখান থেকে সেখানে - আপনার মণ্ডলীতে সহানুভূতি মূলক পরিচর্য্যা বিভাগ শুরু করা** ১২
*হাইডি রোল্যাণ্ড আনরু ও ফিলিপ. এন. অলসন কর্তৃক রচিত*
*আপনার মণ্ডলী কি ধরনের সহানুভূতি বিভাগ পরিচালনা করে? মণ্ডলীর জনগণ কি সেই কাজ সমর্থন করে? যেহেতু সহানুভূতি মূলক পরিচর্য্যার কোন সহজ পন্থা নেই, এই প্রবন্ধটি সে বিষয়ে আপনাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করবে।*

৪। **আমার পুরোহিত গণকে অগ্রসর হতে দেওয়া - মণ্ডলীর জন্য সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ গঠন ও প্রস্তুত করা।** ১৬
*ব্যাড. স্মিথ কর্তৃক রচিত*
*শত শত কার্যকারী সুসজ্জিত মণ্ডলী পরীক্ষা করে, সবগুলির মধ্যে তিনটি মূল নীতি পরিলক্ষিত হয়েছে - যা মণ্ডলীর সদস্যদের সহানুভূতি মূলক পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে তুলতে, তাদের সজ্জিত ও বিন্যস্ত করছে।*

৫। **সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব চক্র ঃ এক নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতি** ২০
*র‍্যানডি হার্স্ট কর্তৃক রচিত*
*যারা খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যের নাগরিক হয়েছেন, তাদের কাছে পৌঁছাবার ও তাদের ধরে রাখার নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতি হল - সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব চক্র।*

৬। **সহানুভূতিমূলক সুসমাচার প্রচার** ২২
*জন লিনডেল কর্তৃক রচিত*

৭। **মিশ্র পরিবারে জীবন ঃ মিশ্র পরিবারের অভাব গুলির পরিচর্য্যা** ২৩
*ডোনাল্ড. আর. পারট্রিজ কর্তৃক রচিত*

৮। **একজন বার্ণবা হওয়া একজন পৌলের অন্বেষণ করা, একজন তীমথিয়কে শিক্ষাদান করা।** ২৮
*পল. আর. মার্টিন কর্তৃক রচিত*
*নূতন নিয়মের তিনটি পরিচর্য্যা বিভাগীয় উন্নয়ন সম্পর্ক, আজকের দিনে পরিচারকদের মধ্যে কিরূপ ক্লান্তিদায়ক অবনমনের সৃষ্টি করেছে, আবিষ্কার করুন।*

জনৈক কৃষক, তাঁর ষোল বৎসর বয়সী পুত্রকে নিয়ে মাঠে ভূমি কর্ষণ করছিলেন। এমন সময় এক জরুরী কারণে তাঁকে গৃহে ডেকে পাঠানো হল। পুত্রটি তখন নিজেই ট্র্যাক্টর চালাতে ইচ্ছুক হল। কৃষক মৃদুস্বরে তাকে একটি বিশেষ নির্দেশ দিলেন — "প্রথমে তুমি মাঠের ওদিকে একটা লক্ষ্য স্থির করে নেবে কারণ সোজাভাবে ট্র্যাক্টর চালাতে হলে, তোমাকে সেই লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৃষ্টি রেখে ট্র্যাক্টর চালাতে হবে।"

কুড়ি মিনিট পরে, কৃষক ক্ষেতে ফিরে এসে, সেখানকার আঁকাবাঁকা খাতগুলি দেখে, ভয়ংকর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "খোকা, আমি তোমাকে বলেছিলাম, যদি তুমি ক্ষেতে সোজা সোজা খাত কর্ষণ করতে চাও তোমাকে দূরের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রেখে, ট্র্যাক্টর চালাতে হবে, তুমি এটা কি করেছ?"

জল-ভরা চোখে ছেলেটি উত্তর দিল, "বাবা তুমি আমাকে যা বলেছিলে, আমি তাই করেছি। কিন্তু আমার লক্ষ্যবস্তু ঐ গরুটা কিছুতেই স্থিরভাবে এক জায়গায় দাঁড়াচ্ছিল না।"

হয়তো এই ছেলেটির মতো তোমরাও সঠিক লক্ষ্যবস্তুর প্রতি দৃষ্টি রেখে, সোজাভাবে চলতে পারছ না। সামনে উর্দ্ধে যাওয়ার জন্য, প্রভুকে বল, তুমি তাঁর প্রতি দৃষ্টি রেখেছ এবং তাঁর করুণাই তোমার একমাত্র ভরসা। তিনি খুব দূরে নয় কিন্তু তোমার খুব কাছেই তিনি উপস্থিত আছেন। কঠিন পরিস্থিতিতে, তোমার দৃষ্টি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ রাখো।

*(জর্জ ও. উড. দ্বারা নিজ অন্তরের এক গীত)*


**লাইফ পাবলিশারস ইন্টারন্যাশানাল**


লাইফ পাবলিশারস ২০০৯ এর কপিরাইট
লাইফ পাবলিশারস, স্প্রিংফিল্ড, মিসৌরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মুদ্রিত।
সব স্বত্ব সংরক্ষিত।


আপনি এখন অন-লাইনে এনরিচমেণ্ট পত্রিকাটি ১২টি ভাষায় লাভ করতে পারেন। ওয়েব সাইটের উপযুক্ত স্থানটি টিপে আপনি ঐ পত্রিকাটি পাবেন। এই বারোটি ভাষার মধ্যে, আপনার পছন্দমতো ভাষায়, আপনি পত্রিকাটি মনোনীত করুন — তামিল, বাংলা, মালায়ালাম, হিন্দি, ফ্রে ঞ্চ , রাশিয়ান, রোমেনিয়ান, ক্রোটিয়ান, জার্মান, স্প্যানিস, বা ইউক্রেয়ান।

তারপর আপনি অন-লাইনে পত্রিকাটি পাঠের সুযোগ পাবেন বা আপনার সুবিধামতো ফাইলটি বার করে নিতে পারবেন।
আপনার যোগাযোগের নম্বর হল ঃ http://www.enrichmentjournal.ag.org

আপনি যে কোন প্রশ্নের উত্তর বা খবরাদির জন্য খোলা মনে নিজের নম্বরে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ঃ
EnrichmentJournal@lifePublishers.org .

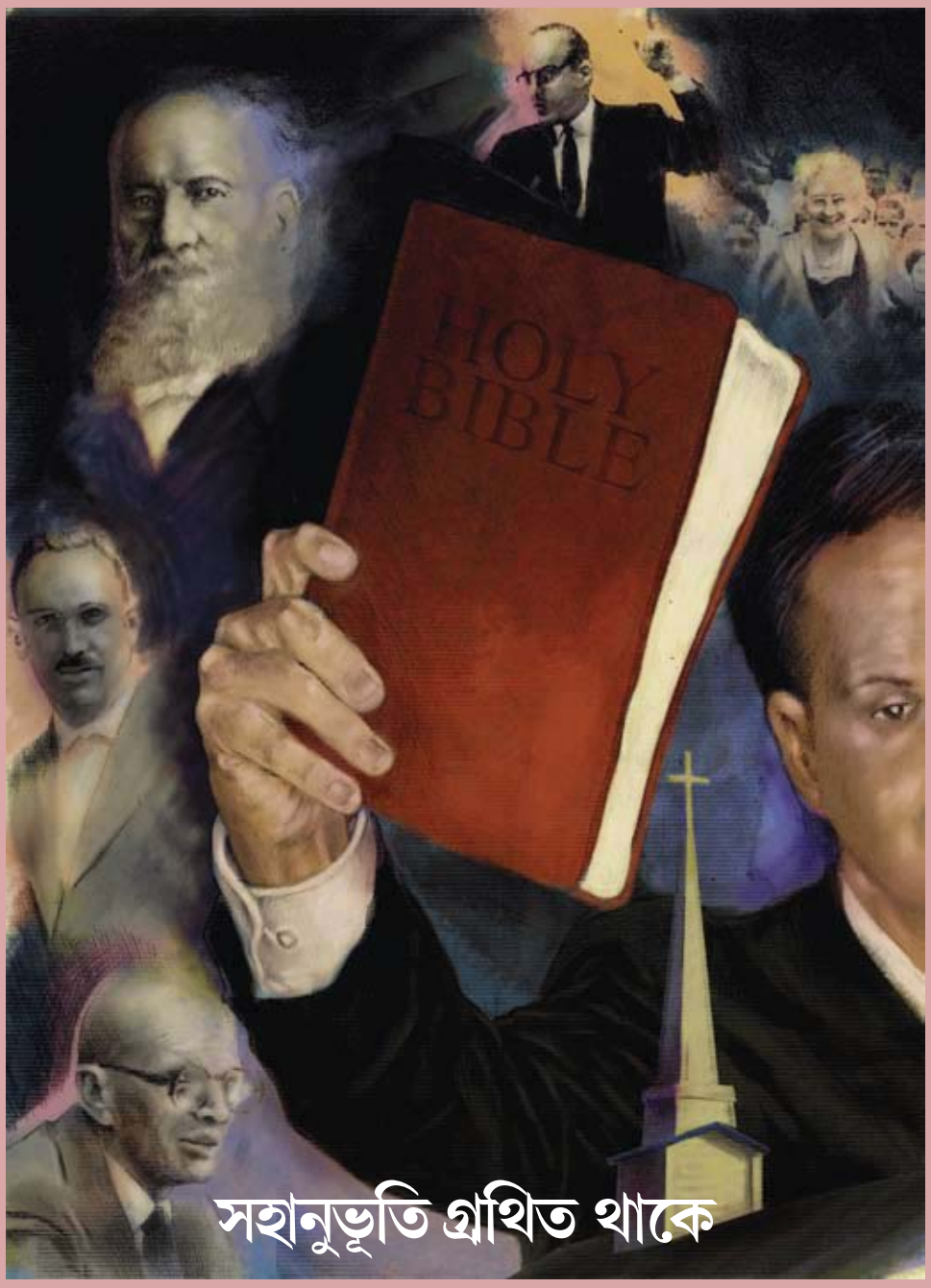


# রূপান্তরকারী সুসমাচারের মধ্যে

**বাইরণ ডি. ক্লেয়ার্স কর্তৃক রচিত**

বর্তমানকালে মানুষের বাস্তব দুঃখকষ্টগুলি অস্বীকার ক'রে, জগতের উপর তার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৫ সালের মধ্যে আফ্রিকায় প্রায় ১৬ লক্ষ ছেলেমেয়ে এডস্ রোগের কারণে অনাথ হয়ে ছিল। প্রতিদিন ৩৫,০০০ ছেলেমেয়ে, দূষিত জল ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার জন্য নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে —যে সব রোগ কিন্তু নিরাময়যোগ্য। পাশ্চাত্য জগতের বাইরে বহু দরিদ্র দেশে, শুধুমাত্র প্রাণ ধারণের জন্য বাবামায়েরা শিশুদেরকে যৌন পল্লীতে বিক্রি করে দিচ্ছে, ফলে সেখানে যৌন-ব্যবসা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে যায়, যখন আমরা শুনি যে আগামী বৎসরে ইথিওপিয়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ হারাবে। এই ধরনের সংবাদ শুনে, পেণ্টিকস্টাল খ্রীষ্টিয়ানরূপে, আমাদের যৌথভাবে শুধুমাত্র সহানুভূতিশীল হলেই চলবে না, আমাদের অবশ্যই অর্থবহ ও বাইবেলভিত্তিক সাড়াদানের জন্য, পেণ্টিকস্টালের ইতিহাস ও বৃহত্তর আমেরিকান খ্রীষ্টধর্মের পরিকাঠামোর প্রতি সৎ ও সংবেদনশীলন হয়ে উঠতে হবে।

## ঐতিহাসিক আলোকপাত

একেবারে শুরু থেকে এসেম্বলি-অফ-গড সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করে আসছে। "যতক্ষণ দিনমান ততক্ষণ, তাঁহার কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে, রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য করিতে পারে না" (যোহন ৯:৪ পদ) আমরা এই বাক্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছি কারণ আমরা বিশ্বাস করি, অতি শীঘ্র যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমন হবে। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মে শক্তিশালী হবে এই বিশ্বাসে এসেম্বলি অফ গড খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার কার্যের কেন্দ্ররূপে নানাদেশে অসংখ্য অসংখ্য মণ্ডলী বা গির্জা স্থাপন করতে উৎসাহিত হয়েছে। একেবারে শুরুতেই পেন্টিকোস্টিয়গণ এই মূল বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জে.রসওয়েল

***অবশ্য যাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁরা দরিদ্র ও দুর্নীতি ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, এ কথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।***

ফ্লাওয়ার *পেন্টিকোস্টাল সুসমাচার* প্রচার পত্রিকায় লিখেছিলেন — "পেন্টিকোষ্টিও দায়িত্ব হল, সাক্ষ্যদান, *সাক্ষ্যদান*, সাক্ষ্যদান.....উত্তম কার্য, সম্পন্ন করা খুব সহজ, কিন্তু তা সবসময় *পেন্টিকস্টাল সাক্ষ্যদানের উপযুক্ত* নয়।"

এসেম্ব্লি-অফ-গডের প্রথম দিকের একজন প্রধান প্রচারক - সংক্ষেপে পেন্টিকোস্টিয়দের মূল দৃষ্টিভঙ্গি এইভাবে প্রকাশ করেছেন — "যখন আমরা পূর্ণ সুসমাচার প্রচার করতে অগ্রসর হব, তখন আমরা কি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রচারকদের ন্যায় অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইব অথবা নানা চিহ্ন অনুসরণ করব?"

এটা স্পষ্ট যে পেন্টিকোস্টিয় খ্রীষ্টিয়ানেরা সুসমাচার প্রচারের জন্য পবিত্র আত্মার শক্তিতে মণ্ডলী স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আর ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এই প্রকার প্রচারকার্য তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিকগণের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীকে 'খ্রীষ্টিয় শতাব্দী' বলা যেতে পারে। এই শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম আধুনিক আন্দোলন সর্বাপেক্ষা গতিশীলতা লাভ করেছিল ও প্রসারিত হয়েছিল। অবশ্য এই মহান প্রচার কার্য, সমগ্র পৃথিবীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। তখন সমগ্র পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে, তাদের 'সুসভ্য' করে তোলা। আর সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচার প্রচেষ্টার অন্যতম অঙ্গরূপে বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করা হয়েছিল।

লুসি যখন 'পূর্ণ সুসমাচার' প্রচার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, তিনি স্পষ্টরূপে বলেছেন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর "সত্যকরণ ও ইমারত নির্মাণ" কৌশলের পরিবর্তে, আমাদের এখন এই প্রচার কার্য সম্পাদনের জন্য, চিহ্ন ও আশ্চর্য কার্য সম্বলিত, পবিত্র আত্মার শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। 'খ্রীষ্টিয় শতাব্দীতে' প্রচার অভিযানে যে বিষয়ে ন্যূনতম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, পেন্টিকোস্টিয়গণ সেই "চরম কার্যপন্থা" অবলম্বন করতে ইচ্ছুক। স্বর্গীয় জে.ফিলিপ হোগান, দেশীয় মণ্ডলী গঠন পরিকল্পনাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, বর্তমানযুগে পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের প্রকৃত সফল যাত্রা হল মণ্ডলী। সত্যই পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের প্রকৃত দায়িত্ব মণ্ডলীর কাঁধেই অর্পণ করা যায়। এই সময়ে সাক্ষ্যদানকারী গির্জা নির্মাণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা, ঈশ্বরের কাছে অভিপ্রেত হতে পারে না।"

হোগানের এই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের আত্মার সার্বভৌম গতিশীলতার ক্ষেত্রে নয় কিন্তু আমেরিকান খ্রীষ্টধর্মের বৃহত্তর কাঠামোর ক্ষেত্রেও সুপ্রযুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপের ধর্মীয় চিন্তাভাবনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গির্জাগুলিতে অনুপ্রবেশ করেছিল। এর ফলে সেখানে 'আধুনিকতা বনাম রক্ষণশীলতা' — এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্ট ধর্মের মূল বিশ্বাসের বিষয়, যেমন বাইবেলের কর্তৃত্ব, কুমারী গর্ভে জন্ম, খ্রীষ্টের দেবত্ব, পরিবর্ত-অনুতাপ এবং খ্রীষ্টের পুনরুত্থান- ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রভাবে অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই বিতর্কের ফলে যেসব খ্রীষ্টিয়ানেরা মানুষের হৃদয় জয় করতে চান এবং যারা সামাজিক পরিবর্তন ও সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, সামাজিক সুসমাচারের উপর আলোকপাত করেছিলেন, এই দুই দলের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়। ফলে আমেরিকার খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে একটা ফাটল দেখা দেয় এবং ১৯২৫ খ্রীঃ টেনেসিতে সংঘটিত স্কোপস মনকি ট্রায়ল (Scopes Monkey Trial) দ্বারা ঐ দুই দল সম্পূর্ণভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রতিবাদী আইনজ্ঞ, ক্ল্যারেখ ড্যারো আধুনিকতার সমর্থক ছিলেন - তিনি তাঁর বাগ্মিতার মধ্য দিয়ে পাবলিক স্কুলে শেখানো বিবর্তনবাদের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে রক্ষণশীলদের পক্ষ সমর্থন করেন উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান - যিনি নেব্রাসকার পপুলিষ্ট দলের সদস্য ছিলেন। বিচারালয়ে তাঁর বক্তব্য অনেকটা রবিবারে বিলির (গ্রাহাম) প্রচারমূলক বক্তব্যের সমতুল্য ছিল। সমগ্র জাতির দৃষ্টি এই মামলার প্রতি আকর্ষিত হয় কারণ এর সঙ্গে জাতির ধর্মীয় আনুগত্যের প্রশ্নটি জড়িত ছিল এবং এটি সুসমাচার প্রচার বনাম সামাজিক কাজ-এই বিভক্তিকরণের উপর আলোকপাত করেছিল। স্কোপ মামলার দ্বারা আমেরিকান খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে দু ধরনের ধর্মীয় মতবাদ গড়ে উঠেছিল এবং ১৯৪৭ খ্রীঃ কার্ল.এফ.এইচ হেনরী, তাঁর লেখা আনইজি কনসেন্স অফ মর্ডান ফানডামেনটালিজম *(The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism)* পুস্তকে বাইবেল বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয়ানদের সুসমাচারকে আরও বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন।

## একটি সৎ মূল্যায়ন

তাহলে এসেম্বলি অফ গড ও বৃহত্তর পেন্টিকস্টিয় মণ্ডলীর কাছে এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনার অর্থ কি? প্রথমতঃ আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে

সার্বভৌম ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে এক সংশোধিত প্রচার কার্য প্রদান করেছেন। সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার কার্যের জন্য পবিত্র আত্মার উপর ভিত্তিশীল এক "চূড়ান্ত পন্থা" অবলম্বন করা প্রয়োজন। সেইজন্য বিংশ শতাব্দীকে ঐতিহাসিকগণ অবশ্যই 'পেন্টিকস্টাল যুগ' রূপে স্বীকার করবেন। ১৯০০ শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবীর খ্রীষ্টিয়ানদের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ অপাশ্চাত্য দেশগুলিতে বাস করতেন। আজকের দিনে পৃথিবীর সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ অপাশ্চাত্য দেশগুলির বাসিন্দা। সে ভাবেই গণনা করা হোক না কেন, এলিস লুইস কথিত পেন্টিকস্টাল কর্মপন্থা ফলপ্রসূ হয়েছে।

আমাদের আরও স্বীকার করতে হবে যে পেন্টিকস্টাল ধর্মমতের একেবারে প্রাথমিক স্তরে আমেরিকার খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এক বিতর্কের মধ্য দিয়ে এই পেন্টিকষ্টাল চরম পন্থা আত্মপ্রকাশ করেছিল। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার ও সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে এক বিভেদের ফলে 'আধুনিকতা বনাম রক্ষণশীলতা' বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি আমাদের একান্ত আনুগত্য থাকার ফলে, আমরা বুঝতে পারি নি যে এসেম্বলি অফ গড, পূর্ণ মতবাদ ও পবিত্র আত্মায় সমৃদ্ধ প্রচার কার্যের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ লাভের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

অবশ্য যাঁরা সমগ্র পৃথিবীতে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাঁরা দারিদ্র ও দুর্নীতি ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি, সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, একথার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর বহু মানুষ গ্রাম্য সমাজ থেকে শহুরে সমাজে ভীড় করতে থাকে। এর সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপ থেকে অগণিত অভিসারীর আগমন এবং শিল্পায়নের ফলে পরিবর্তিত অর্থনীতি শহরের জীবনযাত্রা ভয়াবহ ক'রে তোলে। ইংল্যাণ্ডের সালভেসন আর্মির (মুক্তি ফৌজ) অনুকরণে, সুসমাচার প্রচার বিভাগ আমেরিকার শহরগুলির বস্তি অঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং তথাকার সামাজিক দুঃখকষ্ট নিরসনের চেষ্টা করে। মাদকাসক্ত, যৌনকর্মী, ক্ষয়রোগাক্রান্তদের সাহায্যের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেয়। সেই সময় যেসব পিতামাতা সপ্তাহে সাতদিনই কারখানার কাজে ব্যস্ত থাকতো, তাদের ছেলেমেয়েদের অভাব মোচনের জন্য রবিবাসরীয় বিদ্যালয়গুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এ.বি. সিম্পসন ও তাঁর খ্রীষ্টিয়ান সেবামূলক সংঘ প্রাথমিক স্তরে এসেম্বলি অফ গডের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি তাঁর চার-দফা সুসমাচার প্রচার দ্বারাই শুধুমাত্র পেন্টিকস্টিয়দের প্রভাবিত করেন নি, কিন্তু তিনি সুসমাচার প্রচারের সঙ্গে ঐশ্বরিক নিরাময় প্রক্রিয়া এবং যীশু খ্রীষ্টের সত্বর পুনরাগমনের ধারণাটিও যুক্ত করেছিলেন। সিম্পসন বিশ্বাস করতেন যে বাইবেলের মূল নীতিগুলি তাঁর দেখা পূর্ব আমেরিকার বিভিন্ন বৃহৎ শহরের জনগণের সামাজিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। ১৮৯৩ খ্রীঃ সিম্পসন তাঁর সুসমাচার প্রচার কার্য ও সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে বলেছিলেন যে শুধু মাত্র ঈশ্বরের আরাধনা, পবিত্র সত্য শিক্ষা ও পাপী মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করাই যথেষ্ট নয়, কিন্তু প্রত্যেক স্তরে বাস্তব মানব প্রেম প্রদর্শন করা দরকার। অতীতে অসুস্থ ও ক্লিষ্ট মানুষের জন্য নানাকাজ, পাপীদের পরিত্রাণ সাধন, যীশুর নামে সম্পাদিত আরোগ্যদান কার্য, নানা প্রকার দাতব্য কার্য, বেকারদের নানা কাজে যুক্ত করা, অনাথদের জন্য গৃহ নির্মাণ, মাদকাসক্ত পিতাদের জন্য আশ্রয় ও অন্যান্য সাহায্যদান-সবই ঈশ্বরের মণ্ডলীর সৌরভ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এই সকল বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি সম্পূর্ণ মণ্ডলী ব্যতীত আর কিছুই ঈশ্বরের গৌরব করতে পারে না।

প্রথম দিকের পেন্টিকস্টিয়গণ তাঁদের পরিচর্য্যা বিভাগ দ্বারা এ.বি.সিম্পসনের নির্দেশিত কাজ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সেই সময়কার পেন্টিকস্টিয় মিশরীয়দের মধ্যে অনেক অবিবাহিত স্ত্রীলোক ছিলেন যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর পবিত্র আন্দোলনে আগ্রহী হয়ে সেবাকার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। মিন্নি এব্রাম নামক এরূপ একজন মহিলা ভারতে এসেছিলেন। পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়ে তিনি ব্যাপটিসম অফ দ্যা হোলি গস্ট অ্যাণ্ড ফায়ার - (The Baptism of the Holy Ghost and Fire) শীর্ষক একটি প্রচারপত্র লিখেছিলেন। এর ফলে চিলিতে পবিত্র আত্মার গুরুত্বপূর্ণ মূল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি যে সব মানব গোষ্ঠীর কাছে যীশুর নাম পৌঁছায়নি, তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা ও অনাথদের পরিচর্য্যা করার কাজকে যুক্ত করেছিলেন।

লিলিয়ান ট্রাশার তাঁর সারা জীবন মিশরের বিধবাদের ও অনাথদের উন্নতি কল্পে ব্যয় করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর তিনি এসিওট অনাথ আশ্রমে অতিবাহিত করেন এবং পাপী মানুষকে জয় করতে ও হাজার হাজার মানুষকে সহানুভূতির সঙ্গে পরিচর্য্যা করার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। ফ্লোরেন্স ষ্টেইডেল লাইবেরিয়ার কুষ্ঠ রোগীদের সেবা করতেন। এসেম্বলি-অফ-গডের ইতিহাসে ষ্টেইডেল, সুসমাচার প্রচার, সেবাকার্য ও অর্থনৈতিক সামর্থ্যদান-এই তিনটি বিভাগকে যুক্ত করে, একটি ফলপ্রসূ সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে তোলেন। জর্জ ও কেরী জাড মন্টগোমারী সুসমাচার প্রচারের সঙ্গে আরোগ্যদান বিভাগ এবং অনাথদের সাহায্য ও বালিকাদের উদ্ধারগৃহ নির্মাণকেও যুক্ত করেছিলেন। এইভাবে আত্মা ও দেহের সংযুক্তিকরণ কার্যের উদাহরণ, আধুনিক যুগে কলকাতায় মার্ক ও হুডা বানটেইন এবং ল্যাটিন আমেরিকায়, জন ও লুই বুনো স্থাপিত শিশু-সদনের মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হয়।

অবশ্য এসব সত্বেও প্রশ্ন থেকে যায় যে এসেম্বলি-অফ-গড কোথায় গুরুত্ব আরোপ করেছে? পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের জন্য আমাদের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার কেন্দ্রে প্রচার ও সেবাকার্য বর্তমান। তথাপি এমন অনেক পেন্টিকোস্টিয় সম্প্রদায় আছে, যাঁরা প্রচারকার্য ও সমাজ সেবার মধ্যে আমেরিকার ঐতিহাসিক বিভক্তিকরণকে সমর্থন করতে চান না। এইরূপ সৎ স্বীকারোক্তি অবশ্যই ঠিক, পরবর্তী শতাব্দীর পৃথিবী নানা প্রকার চ্যালেঞ্জকে বিবেচনার সঙ্গে গ্রহণ করবে।

শস্যচ্ছেদক সর্বশক্তিমান প্রভু, ঊনবিংশ শতাব্দীর মিশনারী আন্দোলনকে এক শক্তিশালী সংস্কারের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করেছেন, যার ফলে পেন্টিকষ্টিয় জাগরণ উদ্দীপ্ত হয়ে বিংশ শতাব্দীতে খ্রীষ্ট ধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার সাধন করেছে। আরও ফলপ্রসূভাবে পেন্টিকস্টাল মণ্ডলীগুলিকে দূর্ভিক্ষ, এডস্ মহামারী, নানা অর্থনৈতিক পদ্ধতি, যুদ্ধ ও উৎপীড়ন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শস্যচ্ছেদনকারী প্রভু কিভাবে কথা বলেছেন?

অ-পাশ্চাত্ত্য জগতের বহু মানুষের কাছে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে শক্তিমান হওয়াই প্রকৃত আশার উৎস ও অর্থপূর্ণ জীবনের সম্ভাবনা। আমাদের, পেন্টিকস্টিয় ভাই ও বোনেদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে - তারা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত হয়ে শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে এবং দুঃখকষ্ট, দারিদ্র, অন্যায়, প্রান্তিক জীবনের মধ্য দিয়ে নিজেদের শোধিত করতে পেরেছে। এসেম্বলি-অফ-গডের জনৈক পেন্টিকস্টিও পণ্ডিত এলডিন ভিল্লাফেন সংক্ষেপে বলেছেন ঃ "আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে, বিশ্বাসী সত্যই এমন এক শক্তি লাভ করে যা তাকে অতিশয় সাহসিকতা, ব্যক্তিগত পবিত্রতার বর্ধিত ধারণা এবং আত্মমূল্য ও আত্ম শক্তির এক নূতন ধারণা দান করে। আত্মায় নানা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে, আত্মিক ক্ষমতা লাভের জন্য পেন্টিকস্টিয় মণ্ডলীর নানাবিধ আত্মিক সম্পদ আছে। আত্মায় বাপ্তিস্ম লাভের উদ্দেশ্য যদি মশীহকে প্রচার করা হয়, তাহলে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণের ভাববাদীমূলক ও কার্যকরী ভূমিকাটি অনুসরণ করার চ্যালেঞ্জটি পেন্টিকস্টিয় মণ্ডলীর জন্য অবশিষ্ট থাকে। সহজভাবে বলা যায়, ভিল্লাফেন স্বীকার করেছেন যে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে, সকল

পরিস্থিতিতে শক্তিলাভ করা সম্ভব হয়। প্রয়োজন ও প্রত্যাশার বাধা যাই হোক না কেন, আমরা আত্মার শক্তিতে যথেষ্ট পরিমাণ নির্ভর করতে পারি, যেন সকল চ্যালেঞ্জের উপর আমরা সেই রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভুর শাশ্বত রাজ্য গড়ে তুলতে পারি।

ভারতের জনৈক পেন্টিকস্টিয় তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন — "কোন সময় যখন নানাবিধ সামাজিক সমস্যা বাস্তবরূপ ধারণ করে তখন প্রচুর পরিমাণে পবিত্র আত্মার শক্তি প্রয়োজন হয়। পবিত্র আত্মার শক্তিতে মানুষ নিজেকে প্রকৃত শক্তিপূর্ণ ও ধর্মসম্মত সমাজ গঠনের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তুলতে পারে। আমরা যদি সমগ্র ভারতকে খ্রীষ্টের জন্য জয় করতে চাই, তাহলে আমাদের সব রকম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আসুন আমরা দারিদ্রসীমায় বাসকারী, সমাজচ্যুত, অস্পৃশ্য, যৌনকর্মী ও তাদের খদ্দের, যে সব শিশুর শৈশব লুণ্ঠিত, তাদের জন্য যুদ্ধ করি। আজকের দিনে সমাজ সচেতন খ্রীষ্টিয়ানের প্রয়োজন, যাদের জগতের নানা বিরুদ্ধ শক্তি দ্বারা আরোপিত, নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে।"

আমরা দেখতে পাই, পেন্টিকস্টিয়গণ নানা ধরনের সমাজ-সেবামূলক পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে তুলেছেন। আমাদের (আমেরিকানদের) কাছে এই সকল ভ্রাতা ও ভগিনীদের দৃষ্টিভঙ্গি কি ভাববাণীমূলক কণ্ঠস্বর বলে মনে হয় না?

## একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলার ভিত্তিমূল

পেন্টিকস্টিয়গণ তাঁদের পরিচর্য্যা কাজের আত্মিক অভিজ্ঞতা ও কর্তৃত্বকারী ভিত্তি স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য সর্বদা বাইবেলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সুসমাচার এক ব্যক্তিগত বিষয় কারণ সুসমাচারের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের সম্মুখীন হয় এবং তাঁকে গ্রহণ বা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সুসমাচার যখন কোন মানুষকে পরিবর্তিত করে, তখনই সেখানে সামাজিক প্রশ্ন জড়িত থাকে। মানুষ মাত্রই সমাজের অংশ এবং বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কাছের মানুষকে ঘৃণা করে, ঈশ্বরকে ভালবাসা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব' (১ যোহন ৪:২০,২১)। সুসমাচার দ্বারা ব্যক্তিগত পরিবর্তন হলে, তার একটা সামাজিক ফল দেখা যায় কারণ সমাজ থেকে দূরে নয়, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ঈশ্বরের উদ্ধার করণের অনুগ্রহ বর্ধিত হয়। সুসমাচার ও সমাজ-এ দুই এর বন্ধন কোন 'সামাজিক সুসমাচার' নয়।

***মানুষ মাত্রই সমাজের অংশ এবং বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কাছের মানুষকে ঘৃণা করে, ঈশ্বরকে ভালবাসা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব।***

যীশু খ্রীষ্টই মানুষকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করে, তার পরিত্রাণ সাধন করতে পারেন (ইব্রীয় ৭:২৫)।

এছাড়াও অন্য কতকগুলি ক্ষেত্রে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বাইবেলের উক্তি ও শেষ বিচারদিন সম্পর্কে আমদের ধারণা - এই দুই-এর পারস্পারিক সম্পর্ক সতর্কভাবে অনুধাবন করতে হবে। ক্রোয়েটিয়ান পেন্টিকস্টিয়, পিটার কুজনিক-এই দুই ধারণা সম্পর্কে বিশেষ অর্ন্তদৃষ্টি প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, পেন্টিকোস্টাল সহ সমস্ত সুসমাচার প্রচারকদের যীশুর শিক্ষা ও অন্যান্য জটিল বিষয়কে অতি সহজ করে তোলার একটা প্রবণতা আছে। তিনি আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে পৃথক না করার জন্য সতর্ক করেছেন। কারণ আমরা যখন "ইতিমধ্যেই পরিপূর্ণ" এবং "এখনও সম্পূর্ণ নাহওয়ার" মধ্যে বসবাস করি, যীশুর প্রথম আগমন হল সুসমাচার শিক্ষার। যীশু খ্রীষ্টে আমাদের ভবিষ্যৎ শুরু হয়ে গিয়েছে এবং শেষ দিন সম্পর্কেও কোন অস্পষ্টতা নেই। যেখানে আত্মা বাস করে, এমন এক মণ্ডলী (গির্জা) স্থাপনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রীষ্ট, একটি দৃশ্যমান চিত্র স্থাপন করেছেন যা দেখে বুঝতে পারা যায়, পরিত্রাণ কি ও কিভাবে পরিত্রাণ প্রাপ্ত মানুষ এই পাপপূর্ণ পৃথিবীতে বাস করছে (২ করিন্থীয় ৫:১৭-২০)। কুজমিক আমাদের সতর্ক করে বলেছেন ঃ ধার্মিক জীবনযাপনের জন্য নূতন নিয়মের নানা অংশ, বিশেষতঃ যীশুর পর্বতের উপরে দত্ত উপদেশের তাৎপর্য উপেক্ষা করলে, সুসমাচারের সম্পূর্ণ শক্তি ও তার বর্তমান প্রয়োজনীয়তার মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়। আর্জেন্টিনার সুসমাচার প্রচারক পণ্ডিত রেনে পাডিল্লাকে অনুসরণ করে কুজমিক বলেছেন, "বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে অন্য জগৎ বা পরলোক বলে এমন কোন স্থান থাকতে পারে না, যেখানে সুসমাচারের মূল কথা — প্রতিবাসীর প্রতি খ্রীষ্টিয়ানের প্রেমের কথা বলা হয় না। কোন সংখ্যাতত্ত্ব, প্রতিদিন কতজন মানুষ যীশুতে বিশ্বাস না করে মারা যাচ্ছে, সে হিসাব দেওয়া হয় না, যদি সেই হিসাবের মধ্যে কতজন না খেয়ে ক্ষুধার কারণে মারা যাচ্ছে; সে হিসাবের উল্লেখ থাকে না। সুসমাচার প্রচারের কোন মূল্যই থাকে না, যদি যিরূশালেম থেকে যেরিকো যাওয়ার পথে যে ব্যক্তি ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তাকেই অগ্রাহ্য করে, শুধু তার আত্ম রক্ষা করার কথা বলা হয়।"

আমাদের বর্তমান চিন্তাভাবনা ভবিষ্যতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। খ্রীষ্টের বাক্য এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থা ভীষণভাবে সমালোচনা করে এবং পরিত্রাণ প্রাপ্ত মানুষকে তার ভবিষ্যৎ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়। ভাই-এর সঙ্গে ব্যবহারে শুধু সুসমাচার নয় এবং সহানুভূতিমূলক বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, যেন আমাদের পূর্বের সুসমাচার ভিত্তিক দায়বদ্ধতা নিরপেক্ষ হয়ে যায়। আমি পূর্বানুমান নিয়েই এই আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করব, যেন সুসমাচার পরিচর্য্যার জন্য আমাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষ প্রয়োজন ও আমাদের সমাজের স্বাভাবিক পতন, আমাদের প্রচেষ্টা আরও তীক্ষ্ম করে, আমাদের বিনীতভাবে প্রভুর কাছে আনয়ন করে। আজকের দিনে চারিদিকে সমালোচনামূলক কঠিন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে? মানুষের বর্তমান সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি মনোযোগ না দিয়ে ফলপ্রসূভাবে সুসমাচার প্রচার করা সম্ভব? আদিতে কয়িন যেমন বলেছিলেন — "আমি কি আমার ভায়ের রক্ষক?" (আদি ৪:৯) এই বাক্য কি আমাদের খ্রীষ্টিয়ানদের সমগ্র বিশ্বে মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে আমাদের আহ্বান করে না? বিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির কি পরিচর্য্যার আহ্বান ও সরকারী অর্থ সাহায্যের নিয়মগুলির প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকা উচিত থাকতে পারে? ১০০ বৎসর পূর্বে পেন্টিকস্টিয় উদ্যোক্তাগণ এইভাবেই পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচর্য্যা কার্য ও সেই সময়ে সুসমাচার প্রচার সম্পর্কে নানা সমালোচনামূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। আর এইভাবেই আমাদের বর্তমান যুগের সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে ধর্মের ভিত্তিতে বিনম্রভাবে ও সমালোচনাসহ বিচার করতে হবে।

আমরা এখন উল্লেখযোগ্য সুবিধা নিয়ে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন করতে পারি। সারা পৃথিবীতে এসেম্বলি-অফ-গডের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই বৃদ্ধির অধিকাংশ বিশ্বে যারা অভাবগ্রস্ত ও অরক্ষিত তাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আমরা-সত্যই দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্র মণ্ডলী এবং সমগ্র পৃথিবীরত স্থানীয় মণ্ডলীগুলি, সেইসব অঞ্চলের মানুষের একান্ত প্রয়োজনগুলি মিটাবার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছি। এসেম্বলি-অফ-গড, দরিদ্র, দীনহীনদের প্রতি তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যায় না। স্বর্গীয়.জে.ফিলিপ হোগান, এই বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ-

> *"আমরা লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে এবং অগণিত জীবন উৎসর্গ করে, ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দিয়েছি, দরিদ্রদের বস্ত্র দিয়েছি — আশ্রয় দিয়েছি, শিশুদের শিক্ষা, প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষণ দিয়েছি এবং শারীরিক-দিক দিয়ে অসুস্থ সব বয়সের মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালে, যেমন হ্যারিকেন, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি সময়ে দুর্দশাগ্রস্ত বিদেশী রাজ্যের প্রয়োজনে উদারভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। বিদেশে সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মসচিবরূপে, আমি চেয়েছি সারা বিশ্ব যেন এই প্রকার কাজের কারণ বুঝতে পারে কারণ যীশু খ্রীষ্ট মানুষের প্রতি এরূপ কাজ করেছিলেন। এছাড়া আমাদের অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল না। সুসমাচারে সাক্ষ্যদান থেকে ত্রাণকার্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।"*

এইসব ত্রাণকার্যে অংশ গ্রহণ করে আমাদের বিখ্যাত মেলভিন হোজেসের জ্ঞানগর্ভ কথাও স্মরণে রাখতে হবে। এসেম্বলি-অফ-গডের অন্যতম যশস্বী প্রচারকরূপে তাঁর নাম স্থানীয় মণ্ডলী স্থাপন ও গঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আছে। অবশ্য হোজেস মধ্য আমেরিকায় কৃষক বিদ্রোহের সময় দরিদ্রদের মধ্যে কাজ করেছিলেন। তাঁর সামাজিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন তাঁর কথায় ফুটে উঠেছে, যেখানে তিনি বলেছেন ঃ- "খ্রীষ্টিয়ানেরা ধর্মসঙ্গতভাবে প্রতিবাসীকে প্রেম করে এবং পাপকে ঘৃণা করে। অতএব তারা ন্যায় কাজকে সমর্থন ক'রে মানুষের প্রতি সদিচ্ছা প্রদর্শন করে।" হেজেসের প্রিয় উক্তি ছিল — "মানুষ কান সহ শুধু আত্মাই নয়।"

*মণ্ডলীর ঈশতত্ত্ব ও পরিচর্য্যা কাজ* শীর্ষক পুস্তকে হোজেস সামাজিক উদ্বেগ সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতির উল্লেখ করেছেন ঃ-

- আমরা ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন করব এবং যতটা সম্ভব আমাদের চারিদিকের মানুষকে সাহায্য করব। ঈশ্বরের বাসনা এই যে আমরা তাঁর প্রেমের উৎপাদনশীল অভিব্যক্তি প্রকাশ করি।
- সকল প্রকার সামাজিক সমস্যা পরিচর্যার কেন্দ্র হল মণ্ডলী।
- সামাজিক সমস্যা সমাধানের যে কোন কর্মসূচী, যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা পরিত্রাণের মূল বার্তা নির্দেশ করবে।
- সামাজিক প্রয়োজনে গঠিত আমাদের পরিচর্য্যা বিভাগ, যেন কখনও সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষের মনে অগ্রহণীয়ভাবে বা আইনগত বাধ্যবাধকতার ভাব জাগিয়ে না তোলে।
- আমাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে আমাদের পরিচর্য্যা কাজ, প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে পারছে। আমরা নিরপেক্ষ সংস্থার সঙ্গে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হব না।
- আমরা এমনভাবে তাদের পরিচর্য্যা করব, যেন মানুষ নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে পারে।
- আমাদের মনে রাখতে হবে, যা কিছু মানুষের পরিত্রাণের জন্য সাধিত হয়েছে, শুধুমাত্র সেগুলি অনন্তকাল স্থায়ী হবে।

হোজেস, সামাজিক উদ্বেগ সম্পর্কে যে কথা ঘোষণা করেছেন, তা সংক্ষেপে এই — "এটা প্রমাণিত যে সুসমাচার প্রচারকেরা সমস্ত মানুষের জন্য চিন্তা করেন। অবশ্যই তাঁরা মানুষের আত্মিক প্রয়োজনের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করেন কারণ এটি অন্য সব কিছুর পথ উন্মুক্ত করে। সুসমাচার প্রচারকেরা বিশ্বাস করেন, প্রচার ও কাজ উভয় প্রকারে খ্রীষ্টের সুসমাচার সর্বত্র ঘোষণা করতে হবে, আর সেইভাবে /তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎ-ক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে, (মথি ৫:১৬)।"

এসেম্বলি-অফ-গডের মিশনারী, দুগ পিটারসন, ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র, লোকদের মধ্যে কাজ করা প্রসঙ্গে নট বাই মাইট নট বাই পাওয়ার *(Not by Might, Not by Power)* শীর্ষক এক মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য এই যে তাদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, কারণ এটা এক আমূল পরিবর্তনকারী সম্পর্ক, যা ঐ ব্যক্তিকে ঈশ্বরের নিয়মের প্রতি একনিষ্ঠ করে তোলে। এই আমূল আত্মিক নিক্ষেপ, যা ঐ সব ব্যক্তিকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে, শক্ত পৃথিবীতে যেন ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায়, আর তাঁরা বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে দরিদ্র, দীনহীনদের জন্য দায়িত্বশীল কার্যে নিয়োজিত হয়। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যায়। ফলে সেই ব্যক্তি সুসমাচার প্রচারের উপযুক্ত হয় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে ধার্মিকতার অন্বেষণ করে। পেন্টিকষ্টিয় বিশ্বাসীগণ যে সামাজিক পরিবেশে উপস্থিত হয়, সেখানকার প্রয়োজনগুলি তারা বর্ণনা করতে পারে না, বরং সেটি একটি সন্নিবেশিত ক্ষেত্র যেখানে পেন্টিকস্টিয় সম্প্রদায়কে সুসমাচারের পরিবর্তনশীল ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। তারা তখন আত্মার শক্তিতে সাক্ষ্যদান ও পরিচর্য্যা কাজের দ্বারা পুনরুত্থিত প্রভুর অনন্ত, জীবন পরিবর্তনকারী সুসমাচারের প্রমাণ দান করে। দুঃখকষ্ট ক্লিষ্ট মানুষের দুর্গতি সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা যায় না। কিন্তু এটা কি আমাদের সামনে পথ-পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত আহত মানুষের কাছে, যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য পরিবর্তন সাধনকারী বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দ্বারা উন্মুক্ত করে দেয় না? যার রাজ্যে আমরা বাস করি, সেই রাজ্যের সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে, আমরা যদি জীবনযাপন করি - বাক্যে, কার্যে, চিহ্নে - আমরা কি এই পৃথিবীতে এক অভূতপূর্ব মহান সুসমাচার প্রচার কার্য করে যেতে পারব না? ■

**বাইরন ডি. ক্লেয়ার্স,** *ডি. মিন*
*ইনি মিসৌরি স্প্রিংফিল্ডের*
*এসেম্বলি-অফ-গডের*
*ঈশতাত্ত্বিক বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট*

# ঈশ্বর মানুষের জন্য চিন্তা করেন ঃ

## লূক/প্রেরিত থেকে এক পেন্টিকস্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি

*ইর্ভাট ও এস্থার কুক নামে অবসরপ্রাপ্ত দুইজন পেন্টিকস্টিয় খ্রীষ্টিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে একাধিক মণ্ডলী স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা যখন ভাই কুকের অবসরকালীন আয় দিয়ে স্পিংফিল্ডের (মিসৌরির) ভিকট্রি মিশন পরিচালনা করছিলেন, সেই সময় তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁরা তখন সেন্ট্রাল বাইবেল কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে পরামর্শদান করেছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। আমি বাইবেল থেকে এবং এক ক্ষুধার যুগে রন. সিডারস্. রিচের ন্যায় খ্রীষ্টিয়ানদের কাছ থেকে যা শিখেছিলাম, সেগুলি বাস্তবে প্রয়োগ ক'রে পরিচর্য্যা বিভাগকে সাহায্য করতাম।*

ক্রেইগ এস. কিনার

পঞ্চাশত্তমীর দিন থেকে পেন্টিকস্টিয় ভক্তগণ পরিচর্য্যা কাজে সব সময় দীনহীন মানুষের সেবা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। ঈশ্বরের প্রথম পবিত্র আত্মাবর্ষণ ও পিতরের সুসমাচার প্রচারের পর, খ্রীষ্টিয়ানেরা আত্মায় শক্তিপ্রাপ্ত জীবন-যাপন করতে শুরু করেন (প্রেরিত ২:৪১-৪৭)। এই সময় তাঁরা শুধুমাত্র চিহ্ন ও আশ্চর্যকাজ, যৌথভাবে প্রার্থনা ও প্রেরিতগণের শিক্ষায় মনোনিবেশই করেননি কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁরা সেবা ও সহযোগিতামূলক এক সম্পূর্ণ নূতন জীবনযাপন পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। এই সব খ্রীষ্টিয়ানেরা নিজেদের ধনসম্পদ অপেক্ষা সহ-খ্রীষ্টিয়ানদের অধিক ভালবাসতেন, আর সেইজন্য অন্যের অভাব দূর করার জন্য নিজেদের ধনসম্পত্তি প্রদান করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করতেন না (প্রেরিত ২:৪৪)। নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু ছিল, তাঁরা তা বিক্রয় করে, অন্যদের অভাব পূরণ করার জন্য, তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন (প্রেরিত ২:৪৫)। যখন আমরা প্রেরিত ২:৪২ পদে লিখিত *(Koinonia)* কেইনিয়া (সহভাগিতার) কথা পাঠ করি, আমরা অনেক সময় মনে করি, তার অর্থ উপাসনার পর নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতা (যা বেশ আরামদায়ক) কিন্তু আদি খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে এর অর্থ ছিল আরও গভীর-শুধুমাত্র অপরের জীবন ও প্রয়োজন সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলাই নয়। প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষার *(Koinonia)* বলতে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব ও সহযোগিতার জন্য ব্যবহৃত দলিলপত্রকে বোঝানো হতো। নূতন নিয়মের কোন কোন স্থানে এই অর্থেই ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (২ করিন্থীয় ৮:৪; ৯:১৩)। পৌল সাধারণতঃ এই অর্থেই *(Koinonia)* কেইনিয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন (রোমীয় ১২:১৩; ১৫:২৭, গালাতীয় ৬:৬; ফিলিপীয় ৪:১৫)।

যখন থেকে মণ্ডলী নানা নির্যাতন ভোগ করতে লাগল, তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল, যেন তিনি তাদের সাহস প্রদান করেন। তখন ঈশ্বর পুনরায় তাদেরকে তাঁর আত্মা দান করলেন। এই আত্মা সিঞ্চনের ফলে, খ্রীষ্টিয়ানেরা, তাদের

মধ্যে যারা দরিদ্র তাদের প্রতি যত্নশীল হয়ে ওঠেন (প্রেরিত ৪:৩১-৩৭) দরিদ্রদের প্রতি এই যত্নশীলতা, সমগ্র প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে পরিলক্ষিত হয় (যেমন, ৯:৩৬,৩৯)। পরে সংস্কৃতির সীমা অতিক্রম করে, একই শহরের অন্যান্য দরিদ্রদের কাছে পৌঁছায় (৬:১-৬); শেষে তা ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করে, অন্যান্য অঞ্চলের অভাবী মানুষের কাছে ও মণ্ডলীর কাছে উপস্থিত হয় (১১:২৯,৩০;২৪:১৭)। এই ধরনের পরিচর্য্যা কাজের উদাহরণ প্রেরিতদের পুস্তকের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যদিও ঐ সহযোগিতা সহ-খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি অনুসৃত হতো (যেমন, যাকোব ৫:৪,৫; আমোষ ২:১), কিন্তু একাজ পূর্বেই শুরু করা হয়েছিল। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে ধনী পেগানরা (পরজাতিয়রা) খ্রীষ্টিয়ানদের বিদ্রূপ করতো কারণ তাঁরা শুধুমাত্র দরিদ্র সহ-খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্য করতেন তা নয় বরং তাঁরা দরিদ্র পরজাতিয়দেরও নানাভাবে সাহায্য করতেন। ধনী পেগানরা যখন খ্রীষ্টিয়ানদের দোষারোপ করছিল, তখন মণ্ডলীর অনেক দরিদ্র মানুষকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছিল।

আদি খ্রীষ্টিয়ানেরা কোথা থেকে এইভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতে শিখেছিলেন? পবিত্র আত্মা তাদের ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য স্বার্থত্যাগ করার শক্তি দান করেছিলেন। আমাদের জীবনে আত্মার প্রধান ফল হল প্রেম (গালাতীয় ৫:২২)। কিন্তু এই প্রেম কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, সে সম্পর্কে যীশু উপমার সাহায্যে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং লূক লিখিত সুসমাচারে সেই শিক্ষা বিস্তৃতভাবে লেখা আছে। যেহেতু সাধু লূক, একটি সুসমাচার ও প্রেরিতদের কার্যবিবরণী—এই দুটি পুস্তকেরই লেখক, আমাদের এই পুস্তকদুটি একযোগে পাঠ করতে হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারব প্রথম পেন্টিকস্টিয় মণ্ডলী কিভাবে সুসমাচারের শিক্ষা অনুসারে সেবার জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

## দরিদ্রদের জন্য শিশুর পরচর্য্যা কাজ।

আধুনিক লেখকদের ন্যায়, প্রাচীনকালের লেখকগণও, তাঁদের মূল বক্তব্য বলার পূর্বে, কাজের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করতেন। সেইজন্য আমরা দেখি প্রেরিত ১:৮ ও ২:১৭-২১ পদে, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকের মূল বক্তব্য বলা হয়েছে এবং লূক ৪:১৮-২৭ পদে লূকের সুসমাচারের মূল বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদের মূল কথা (যেমন যীশু পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন— প্রেরিত ৪:২৭; ১০:৩৮), পরেও লূক-প্রেরিতে উল্লেখিত হয়েছে। একজন বিদেশী বিধবা ও কুষ্ঠরোগীর প্রতি জনৈক ভাববাদির পরিচর্য্যার কথা উল্লেখ ক'রে, যীশু বিধবা ও কুষ্ঠরোগীদের প্রতি তাঁর পরিচর্য্যার কথাই শুধু বলেন নি (যেমন, লূক ৫:১২,১৩; ৭:১২) কিন্তু সেইসঙ্গে পরজাতীয়দের কাছে মণ্ডলীকে পরিচর্য্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন— যা বলা হয়েছে, প্রেরিতদের কার্যবিবরণী পুস্তকে। যিশাইয় ভাববাদী অঙ্গীকার করেছিলেন যে যীশু দীনহীনদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবেন — যীশু তা করেছিলেন (লূক ৬:২০-২৫) এবং পরে যোহন বাপ্তাইজককে বলেছিলেন যে স্বর্গরাজ্যের চিহ্ন হল, দীনহীন লোকেরা সুসমাচার প্রেরণ করছে (লূক ৭:২২)।

লূকের সুসমাচারে লিখিত যীশুর পরিচর্য্যা কাজ, কিভাবে আমাদের প্রভাবিত করে? কারণ লূকের সুসমাচারে লিখিত আছে যে যীশুর আত্মায় বাপ্তিস্মগ্রহণ ও পরচির্য্যা কাজ, প্রেরিতদের মাণ্ডলিক অভিজ্ঞতা ও পরিচর্য্যা কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর শিষ্যগণ ও যীশুর আদর্শ ও মিশন সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও লূকের দ্বিতীয় গ্রন্থে, আত্মায় শক্তিমান বিভিন্ন সংস্কৃতি সুসমাচার প্রচারের উপর আলোকপাত করা হয়েছে (প্রেরিত ১:৮), আত্মা বর্ষণের পর দরিদ্রদের পরিচর্য্যা-কাজ প্রদর্শন করে যে - এ বিষয়ে সুসমাচারের গুরুত্ব, আজকের দিনেও মণ্ডলীর ক্ষেত্রে একই ভাবে প্রযোজ্য (প্রেরিত ২:৪৪-৪৫; ৪:৩২,৩৪)। আমাদের সর্বপ্রথমে বিশেষরূপে সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, কিন্তু যে জগতে আমরা সুসমাচার প্রচার করছি, সেখানকার দীন-দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যও আমাদের আহ্বান করা হয়েছে।

যীশু ঘোষণা করেছিলেন - তাঁর পরিচর্য্যা কাজ শাস্ত্রে লিখিত যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকের উপর ভিত্তিশীল (যিশাইয় ৬১:১,২; লূক ৪:১৮,১৯)। তাঁর শ্রোতাগণ ভালভাবেই যিশাইয় ভাববাদীর বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা জানতেন যিশাইয় ভাববাদী দীনহীনকে সাহায্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের কথা বলেছিলেন। যদি ইস্রায়েল জাতি এই সব কাজ অবহেলা করেন, তাদের ধর্মাচরণ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না এবং তাদের প্রার্থনা তিনি শ্রবণও করবেন না (যিশাইয় ১:১১-১৭; ৫৮:৫-৭)। যারা নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করে কিন্তু দীনদরিদ্রদের নির্যাতন করে, যিশাইয় তাদের অগ্রাহ্য করেছেন (যেমন, যিশাইয় ১০:২)। তিনি এজন্য দায়ী করেছেন সমাজের সেইসব নেতাদের, যাদের উচিত সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা (যিশাইয় ৩:১৪,১৫)। অন্যান্য ভাববাদীগণ, এমন কি যিশাইয়র সমসাময়িক আমোষ ভাববাদীও এই সামাজিক ন্যায় দাবী করেছিলেন (আমোষ ২:৬,৭)। যীশুর প্রাথমিক শ্রোতাদের ন্যায়, আমরাও ভাববাদী পুস্তকের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের সঙ্গে পরিচিত। যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের স্বাভাবিক পথ হল, দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন করা (যিরমিয় ২২:১৬)। রাজা শলোমনের অন্যতম পাপ ছিল, তিনি দরিদ্র মানুষদের উপেক্ষা করেছিলেন (যিহিষ্কেল ১৬:৪৯)। আবার দীনদরিদ্রদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, একটি পরজাতীয় রাজ্য নিজ আয়ুর কাল বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন (দানিয়েল ৪:২৭)।

যীশুর সময়কার সমাজে-গৃহের শ্রোতাগণ কতকগুলি বিশেষ নিয়মের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন, যে নিয়মগুলি কথা যিশাইয় ভাববাদী প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করেছিলেন। যিশাইয় ভাববাদী উল্লেখিত 'বন্দিদের মুক্তি' ও 'সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর' — পূর্বের 'বিশ্রাম বৎসর' (লেবীয় ২৫ অধ্যায়) সম্পর্কে বাইবেলের উপদেশের প্রতিধ্বনি করে। কারণ প্রাচীন কালে ইস্রায়েল দেশে জমির ব্যক্তিগত মালিকানাসহ কৃষি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। একমাত্র যারা ভূমির মালিক ছিল, তারাই স্বাভাবিক সুষ্ঠ জীবন নির্বাহ করতে পারত। যারা সেটা করতে পারতো না, তাদের ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং অনেক সময় ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে, তাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে দেওয়া হতো অথবা যে সামান্য ভূমি তাদের থাকতো, সেটা তারা বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। ইস্রায়েল দেশেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলে, ঈশ্বর তাদের জন্য এক বিশেষ ধরনের ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেক প্রজন্মের মানুষের জন্য, একবার সমস্ত ঋণ মকুব করে দেওয়া হতো। ঈশ্বর চেয়েছিলেন প্রত্যেক প্রজন্ম নূতনভাবে তাদের জীবনযাত্রা শুরু করবে এবং প্রত্যেকেই জীবন নির্বাহের জন্য একই ভিত্তি অনুসরণ করবে। দারিদ্র যখন এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চক্রবৎ আবর্তিত হয়ে, এক শ্রেণীর মানুষকে চিরতরে নিচু শ্রেণীতে পরিণত করে। আজকের দিনে আমরা কৃষিভিত্তিক সমাজে বাস করি না। এখন মানুষ কৃষির উপর নির্ভর না করে; শিক্ষা, কম্পিউটার জ্ঞান ও অন্যান্য না উপায়ে জীবনধারণ করে থাকে। কিন্তু প্রতিবাসীর প্রতি ন্যায়পূর্ণ ব্যবহারের, মূল নীতিটি কিন্তু একই আছে।

যীশু তাঁর কার্যক্রম সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য এই শাস্ত্রাংশটি উদ্ধৃত করেছিলেন। যিশাইয় ভাববাদীর মতে যে কোন ব্যক্তিকেই তাঁর কার্যক্রমের (মিশন) জন্য পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হতে হবে। যীশু ঠিক সেইভাবেই পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন তাঁর অভিষেকের সময় তাঁর উপরে আত্মা অবতরণ করেছিলেন (লূক ৩:২১,২২)। তারপর আত্মায় যীশুকে প্রান্তরে পরিচালিত করেছিলেন (৪:১), সেখানে যীশু পরীক্ষিত হয়েছিলেন (৪:১৪)। যীশুকেও সেই সব মানুষের সেবা করতে হয়েছিল, যাদের কথা যিশাইয় উল্লেখ করেছিলেন, অভাবগ্রস্ত, বন্দি (লূক ১৩:১৫,১৬), অন্ধ (৭:২১,২২;১৮:৩৫-৪৩) এবং দীনহীন (দরিদ্র সীমার নিম্নে অবস্থিত মানুষজন সহ)। লূক লিখিত সুসমাচারে এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে দরিদ্রদের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে। যীশু তাঁর নানা দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় বিশেষভাবে এই দীনহীনদের সাহায্য

করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর সেইজন্য পঞ্চাশত্তমীর পর প্রথম খ্রীষ্টিয়ানেরা বুঝতে পেরেছিলেন কিভাবে তাঁদের পরিচর্য্যা কাজ পরিচালনা করতে হবে।

## লূকের সুসমাচারে উপায় সমূহ আলোচনা করার বিষয়ে নূতন শিক্ষা

যোহন বাপ্তাইজকে যীশুর পথ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের আগামী রাজ্য প্রস্তুত করার জন্য, মন-ফিরাবার (অনুতাপের) কথা প্রচার করেছিলেন, (লূক ৩:৩,৮)। আর ঠিক এইভাবেই পঞ্চাশত্তমীর পর পিতরও লোকদের কাছে প্রচার করেছিলেন (প্রেরিত ২:৩৮)। বাস্তবে এই মন ফিরানো বলতে কি বুঝায়? যখন জনতা যোহনকে ঠিক এই প্রশ্নটি করেছিল, তিনি উত্তর দিলেন, "যার দুটি পোষাক আছে সে, যার নেই, তাকে একটি দিক (লূক ৩:১০,১১)। যে কৃষকেরা যোহনের কথা শুনছিল তাদের মধ্যে অনেকের হয়তো একটি মাত্র জামা ছিল কিন্তু অনেকের হয়তো দুটি জামাও ছিল। আমরা কল্পনা করতে পারি, তাদের যখন এরূপ স্বার্থত্যাগ করতে বলা হয়েছিল, অনেকেই অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

আধুনিক পাঠকগণ এই পদটিকে এক অত্যুক্তি (আলংকারিক গুরুত্বদান) বলে মনে করতে পারেন। সত্যই এই পদটিতে একটু অত্যুক্তি করা হয়েছে কিন্তু আত্মাদের মনে রাখতে হবে, অত্যুক্তির দ্বারা, একটি মূল বিষয়কে স্পষ্টভাবে অন্যের কাছে প্রকাশ করা যায়। এই পদটি একটা অত্যুক্তি — এই বলে মূল সত্যটি সরিয়ে রাখা যায় না। যোহন এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে আমরা নিজেদের জিনিস যতটা যত্ন করব, অন্যের জিনিস তার থেকে বেশী যত্ন করতে হবে। আর যদি আমাদের প্রয়োজনের থেকে বেশী জিনিস থাকে, তাহলে যাদের তা নেই, তাদেরকে আমাদের কিছু জিনিস দিয়ে দিতে হবে।

কোনো কোনো দেশে মানুষ নিজের সম্মান বৃদ্ধির জন্য, ভোজে উচ্চ শ্রেণীর বা অন্য সম্ভ্রান্ত লোকেদের নিমন্ত্রণ করে। যীশু কিন্তু দরিদ্র ও প্রতিবন্ধীদের নিমন্ত্রণ করতে বলেছেন কারণ তারা প্রতিদানে নিমন্ত্রণ করতে পারে না (লূক ১৪:১৩,২১)। একই ভাবে দীনহীনদের ধনসম্পদ দান করে মানুষ স্বর্গে ধন সঞ্চয় করতে পারে (১২:৩৩,৩৪), এ জগতে এই ধরনের নিমন্ত্রণ, প্রতিদানে পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করে। যীশু বলেছেন, যারা প্রতিদানে তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে পারে না, তাদের নিমন্ত্রণ কর, তাহলে বিচার দিনে ঈশ্বর তোমাকে প্রতিদান দেবেন (১৪:১৪)। যীশু তাঁর শিষ্যদের যখন প্রথম প্রচার করার জন্য প্রেরণ করেন, তিনি তাদের অসুস্থ লোকেদের কাছে গিয়ে, সহজভাবে তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে বলেছিলেন (লূক ৯:৩; ১০:৪)। (গালীলের ৭০-৯০ শতাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র কৃষক। ধীবরেরা খুব একটা ধনী না হলেও, অধিকাংশ গালীলীয়দের অপেক্ষা তাদের অবস্থা ভাল ছিল।) তারা তাদের কাজের পরিমাণের উপর নির্ভর করত, নিজেদের পদমর্যাদা বা মজুরীর উপর তারা নির্ভরশীল ছিল না।

যদিও যীশু দীন দরিদ্রের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতেন এবং অনুতপ্ত পাপীদের কাছে টেনে দিতেন, তিনি কিন্তু ধর্মীয় বা সামাজিকভাবে আত্মতুষ্ট মানুষের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। আমরা যখন খুব সন্তুষ্ট হই - আমাদের মন প্রসন্ন থাকে। আর তখন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কঠোর বাক্যের প্রয়োজন হয়। আমার মনে হয় তখনকার দিনের মতো আজকের দিনেও মানুষের জীবন আরামদায়ক হলে, তারা এইভাবেই বিপদগ্রস্ত হয়। আনন্দের বিষয় এই যে যীশু আত্ম-তুষ্ট মানুষদের কখনও ছেড়ে কথা বলতেন না। যীশু একজন ধনী মূর্খের কথা বলেছিলেন, যে অপরের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান না হয়ে — স্বর্গে নিজের জন্য ধন সঞ্চয় না করে, এ জগতেই প্রচুর ধন সঞ্চয় করেছিলেন। আর শেষে তাদের সব ধনসম্পত্তি ত্যাগ করে নরকে যেতে হয়েছিল (লূক ১২:১৬-২১) আরও একজন ধনী ব্যক্তির কথা যীশু বলেছিলেন, সেও কেন নরকে গিয়েছিল, যীশু স্পষ্ট করে না বললেও, মনে হয় যে তার দুয়ারের কাছে অভুক্ত লাসারকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখেও, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি (লূক-২৫)। যীশু এই দৃষ্টান্তটি কয়েকজন পাপী ধার্মিককে বলেছিলেন, যারা অর্থ ভালবাসতো (লূক ১৬:১৪)। আজকের দিনে কোন মানুষ আমাদের দরজার সামনে না খেয়ে মারা যায় না - এই কথা মনে করে আমরা সব সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের সমাজ খুবই সংসার-অভিজ্ঞ, আমরা আমাদের দরজার কাছে কোন দরিদ্রকে মরতে দিই না কিন্তু প্রয়োজন হলে, আমাদের সেই দায়িত্ব বহন করতে হবে।

দীনদরিদ্রের প্রতি যত্নশীল হওয়ার ব্যাপারে যীশুর এই সতর্কবার্তা প্রমাণ করে না যে আমরা আমাদের কাজ দ্বারা ধার্মিক গণিত হব। বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই আমরা ধার্মিক গণিত হই। কিন্তু আমরা জানি অনেক নামধারী খ্রীষ্টিয়ান আছে, যারা নিজেদের খ্রীষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিলেও, জীবনের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের ভাব প্রকাশ করে না। কিন্তু নূতন নিয়মের প্রায় সব লেখকই বলেছেন, প্রকৃত পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের ন্যায়, প্রকৃত খ্রীষ্টিয় সহানুভূতিও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে হবে। যাকোব আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, যদি বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব কাজের যোগ না থাকে, তবে সেই বিশ্বাসে প্রকৃত পরিত্রাণ সাধন করতে পারে না (যাকোব ২:১৪)। তারপর তিনি একটি প্রশ্ন করে, এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন - "কোন ভ্রাতা কিম্বা ভগিনী বস্ত্রহীন ও দৈবসিক খাদ্যবিহীন হইলে, যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে শরীরের প্রয়োজনীয় বস্ত্র না দাও, তবে তাহাতে কি ফল দর্শিবে? তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্মবিহীন হইলে, আপনি একা বলিয়া তাহা মৃত।" (যাকোব ২:১৫-১৭)।

যীশু এ কথাও বলেন নি যে তিনি ধনীদের বিরোধী। একজনের কত ধন আছে, বিষয়টি তা নয় কিন্তু বিচার্য বিষয় এই যে, যা তার আছে, সেটা দিয়ে সে কি কাজ করছে। যীশু করগ্রাহীদের পরিচর্য্যার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন। করগ্রাহীরা সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে অনুন্নত হলেও, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত ছিল না। রোম না হেরোদ এন্টিপাস দরিদ্রদের জন্য যে কর নির্ধারণ করতেন, কর-গ্রাহীরা তার থেকে একটু বেশী অর্থ লোকদের কাছ থেকে আদায় করত এবং অনেক সময় কর আদায়ের জন্য নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন করত। শোনা যায় যদি কোন ব্যক্তি কর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেত, তারা তাদের বৃদ্ধা মাকে প্রহার করত। তাদের এত দুর্নাম ছিল যে মিশরের কোন কোন গ্রামের লোকেরা যখন শুনতো যে কর-গ্রাহীরা আসছে, তারা তাদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে, অন্যত্র নূতন গ্রামের পত্তন করত। করগ্রাহীরা ধনী ছিল এবং যীশু যে গালালীয়দের পরিচর্য্যা করতেন, করগ্রাহীরা সেই গালীলীয়দের উপরেও অত্যাচার করতো, কিন্তু যীশু করগ্রাহীদের দূরে সরিয়ে দেন নি।

যীশু বলেছিলেন একজন ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অপেক্ষা সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ করা সহজ (যদিও কয়েকজন আধুনিক লেখক যীশুর এই উপমার বিরোধিতা করেছেন, তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে, সূচের ছিদ্র বলতে আজকের দিনে যা বোঝায়, তখনকার দিনেও তাই বোঝাত। তাদের প্রস্তাবিত যিরূশালেম মন্দিরের 'সূচের ছিদ্র দ্বার' মধ্য যুগের পূর্বে নির্মিত

*দীনদরিদ্রের প্রতি যত্নশীল হওয়ার ব্যাপারে যীশুর এই সতর্কবার্তা প্রমাণ করে না যে আমরা আমাদের কাজ দ্বারা ধার্মিক গণিত হব। বাইবেলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, একমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই আমরা ধার্মিক গণিত হই।*

হয় নি)। অবশ্য যীশু এখানে একটু অত্যুক্তি করেছেন কারণ অনেক ধনী ব্যক্তিও তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। একজন ধনী করগ্রাহী সক্কেয়, তাঁর ধনসম্পদের অর্ধেক দরিদ্রদের দান করতেন এবং ভুল ক্রমে বেশী আদায় করলে, তার চারগুণ ফিরিয়ে দিতেন, (সম্ভবতঃ এইজন্য অন্য অর্ধাংশের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যেত - লূক ১৯:৮)। ধনী অরামাথীয় যোষেফ, পীলাতের কাছ থেকে যীশুর দেহ ভিক্ষা করে, যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্যদের থেকে অধিক দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করেছিলেন। যাঁকে রাজাদ্রহের (যীহূদিদের রাজা' - এই দাবী করার জন্য) অপরাধে ক্রুশোবিদ্ধ করা হয়েছিল সর্বসমক্ষে নিজেকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করার অর্থ নিজের জীবন বিপন্ন করা, যদিও তিনি অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন।

## সমস্ত শিষ্যদের কাছে যীশু দাবি করেন

আমরা একথা মনে করব না যে যীশু শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিদের কাছেই দাবী করেছিলেন। অনেক সময় এই সব অতীত ঘটনা পাঠ করে আমরা ভাবি এখানে আমাদের কিছু বলা হচ্ছে না। ডেটরিচ বনহোফার নির্দ্দিষ্টভাবে বলেছেন, যীশু যখন একজন ধনী ব্যক্তিকে তার ধনসম্পদ দরিদ্রদের দান করতে বলে (লূক ১৮:২২), আমরা ব্যাখ্যা করে বলি, যীশু শুধুমাত্র ধনীদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন - আমরা ভুলে যাই এই পদটি আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বনহোফার ছিলেন একজন জার্মান ঈশতত্ত্ববিদ, যিনি হিটলারের বিরোধিতা করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনকালে সাহসিকতার সঙ্গে বাইবেল পাঠ করতেন এবং প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে ঈশতত্ত্ববিদগণ, আমাদের যীশুর শিক্ষার বাধ্য হতে সাহায্য করার পরিবর্তে, আমাদের তাঁর শিক্ষার কাছটুকুতে যেতে সাহায্য করে মাত্র।

যীশু শুধু ধনী শাসকদের দান করার উপদেশ দিয়েছিলেন আমাদের এ ধারণা ঠিক নয়। তিনি শিষ্যদেরও যা কিছু আছে তা বিক্রয় করে স্বর্গে ধনসঞ্চয় করার কথা বলেছিলেন (লূক ১২:৩৩) যীশু অর্থকে মন্দ মনে করেন নি কিন্তু তিনি বলেছিলেন ধনসম্পদের কোনই মূল্য নেই যদি না আমরা অপরের জন্য ঐ অর্থ ব্যয় করে অনন্তকালীন বিনিয়োগ করি (লূক ১৬:৯-১৩)। তিনি অঙ্গিকার করেছিলেন যে আমরা যদি ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করি, তিনি আমাদের প্রয়োজনের সবকিছু প্রদান করবেন (লূক ১২:২২-৩২) এবং সঠিক ভাবে ধনসম্পদ বিনিয়োগ করে, আমাদের আধুনিক ভাবে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান করেছেন (লূক ১২:৩৩-৪০)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর জনৈক সুসমাচার প্রচারক, চার্লস ফিন্‌নে বোস্টনের এক সমৃদ্ধশালী গির্জায় লূক ১৪:৩৩ পদের উপর প্রচার করে, প্রায় অর্ধ লক্ষ মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতি পরিচালিত করেছিলেন। এই পদে যীশু স্বর্গরাজ্যের মূল্য বর্ণনা করে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার যথাসর্বস্ব সমর্পন না করে, সে তাঁর শিষ্য হতে পারে না। আর একজন পুরোহিত, লেম্যান বিচার, ফিন্‌নের উপদেশ সমাপ্ত করে, তাঁর মণ্ডলীকে বলেছিলেন যে ঈশ্বর কখনও চান না যে আমরা আমাদের সমস্ত ধনসম্পদ অপরকে দান করে দেব, আমরা কেবলমাত্র প্রয়োজনে সব কিছু দেওয়ার নিমিত্ত 'ইচ্ছুক' থাকব। ফিন্‌নে আরও বলেছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে তিনি আমাদের সবকিছু চাইতে পারেন। আমরা রূপান্তরের মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত ধনসম্পত্তি হারিয়ে ফেলি না — আমরা শুধুমাত্র ধনসম্পদের মালিকানা চ্যুত হই। তিনি বুঝে ছিলেন, যদি খ্রীষ্ট সত্যই আমাদের প্রভু হন, তিনি আমাদের সমস্ত ধনসম্পদের মালিক হবেন।

আমাদের পরিচর্য্যা বিভাগে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা যীশুর প্রথম ধীবর শিষ্যদের ন্যায় (লূক ৫:১০,১১), ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লোভনীয় চাকরীর মায়া পরিত্যাগ করেছেন। আমরা দেখেছি জাগতিক সম্পদ অপেক্ষা ঈশ্বরের রাজ্য কত মূল্যবান। তথাপি পরিচর্য্যা বিভাগে যোগ দিয়ে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে যে সব পীড়াদায়ক দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হই, তখন বরং কখনও কখনও একটু অন্য ধরনের চিন্তাভাবনাও আমাদের মাথায় আসে।

কোন কোন সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ হাজার ছেলেমেয়ে অপুষ্টি ও নিরাময়যোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়। আবেগের সঙ্গে চিন্তা করলে এই সংখ্যা যেন আমাদের অসাড় করে দেয় — অসম্ভব বলে মনে হয়। একটু অন্যভাবে আমরা যদি বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলে নিউ ইয়র্ক শহরের যুগ্ম স্তম্ভের, কয়েক মিনিটের মধ্যে ৩০০০ হাজার মানুষের প্রাণনাশ স্বাভাবিকভাবে আমাদের ক্রুদ্ধ করে তোলে। কিন্তু তার থেকে প্রায় দশগুণ অর্থাৎ, ৩৫,০০০ হাজার ছেলেমেয়ে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। দূরত্ব আমাদের সহানুভূতির পরিমাণ হ্রাস করতে পারে না। পৌল জগতের এক অংশের মণ্ডলীগুলিকে অন্য অংশের মণ্ডলীগুলির তত্ত্বাবধান করতে বলেছিলেন (রোমীয় ১৫:২৬; ২ করিন্থীয় ৮:১৩,১৪)।

আমাদে দেশেও এরূপ সংখ্যাতত্ত্বের অভাব নাই। প্রতিদিন শত, শত, হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ এবং বয়ঃসন্ধির গৃহ থেকে পালিয়ে যাওয়া ছেলেমেয়ের যৌনকার্যে, বলপূর্বক নিয়োগ, আমাদের অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। সংখ্যাতত্ত্বের ন্যায় ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সংখ্যাতত্ত্বের থেকে আরও বেশী, মানুষের প্রয়োজন মিটাবার কাজে নিয়োজিত করে কারণ ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর প্রেম প্রদান করেছেন। শাস্ত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে খ্রীষ্ট কিভাবে আমাদের জন্য তাঁর জীবন দান করেছিলেন এবং আমরা কিভাবে খ্রীষ্টে আমাদের অভাবী ভাই ও বোনেদের যত্ন করার বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে পারি? (১ যোহন ৩:১৬,১৭)। প্রাথমিক বৎসরে, মিসৌরির স্প্রিংফিল্ডের পরিচর্য্যা বিভাগে এবং আরও পরে দরিদ্র দীনহীনদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ, মাদকাসক্তদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে যে সব হতাশ মুখের দেখা পেয়েছি, সংখ্যাতত্ত্ব থেকে মুখ লুকালেও, সেই মুখগুলি আমি উপেক্ষা করতে পারিনি।

যীশু তাঁর রাজ্য বিস্তারের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে আহ্বান করেছেন। মানুষের অভাব পূরণ করে, আমরা আংশিকভাবে তাঁর রাজ্য বিস্তারে সাহায্য করতে পারি কারণ মানুষই চিরদিন থাকবে। তারা হয়তো এখনই আমাদের ভাই ও বোন অথবা ঈশ্বর তাদের আমাদের প্রিয় ভাই-বোনরূপে গড়ে তুলতে ইচ্ছুক, (অর্থাৎ সকলেই, ১ তীমথিয় ২:৪; ২ পিতর ৩:৯)। টীন চ্যালে (Teen challege to calcutta's Mission of Merey)-র পরিচর্য্যা কাজের ন্যায়, আমাদের সহানুভূতিমূলক কার্য্যাবলী খ্রীষ্টকে এমন ভাবে প্রকাশিত করে, যেন সমগ্র পৃথিবীর মনোযোগ প্রভুর প্রতি নিবদ্ধ হয়। আজকের দিনে আত্মা আমাদের শক্তিশালী করুন - যেমন পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রথম পেন্টিকস্টিয়দের শক্তিশালী করেছিলেন, যেন আমরা সমগ্র জগতে তাঁর হৃদয়কে প্রকাশিত করতে পারি। ■

**ক্রেইগ. এস. কিনার** পি.এইচ.ডি কর্তৃক রচিত
ইনি পেনসিলভেনিয়ার, উইনিউডের পালামোর নূতন নিয়মের ঈশতাত্ত্বিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং দশটি পুস্তকের লেখক, যার মধ্যে দুটি পুস্তক খ্রীষ্টিয়ানিটি টুডে শীর্ষক পুরস্কার জয় করেছে। ঐ পুস্তক দুটির নাম — ভি আই পি বাইবেল ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড কমেন্‌ট্রি; নিউ টেস্টামেন্ট (১৫০,০০০ কপি) এ কমেন্‌ট্রি অন্ দ্যা গসপেল অফ ম্যাথিউ (আরডম্যানস) মুদ্রিত হয়েছে।

# এখান থেকে সেখানে

## আপনার মণ্ডলীতে সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ শুরু করা

হাইডি রোল্যাণ্ড আনরু এবং ফিলিপ. এন. অলসন কর্তৃক রচিত

*যে অভিযান সুসমাচার প্রচার কার্য ও সেবামূলক কাজকে যুক্ত করে, আপনারা বিশ্বাস করুন, ঈশ্বর তার মধ্য দিয়ে ভগ্ন জীবন পুনরুদ্ধার ও বিপদ্‌গ্রস্ত প্রতিবাসীদের পুর্নগঠন করতে চান। আপনারা নিজেদের মণ্ডলীকে শুশ্রূষার ও লোকসমাজে খ্রীষ্টের পরিবর্তনকারী উপস্থিতির এক পাত্ররূপে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু প্রয়োজনের আতিশয্য ও মণ্ডলীকে পরিচর্য্যার জন্য গড়ে তুলতে গিয়ে নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে, নিরুৎসাহ হয়ে যাওয়া সহজ। প্রশ্ন জাগে ঃ- কি ধরনের পরিচর্য্যা কাজ আমরা করব? মণ্ডলীর জনগণ কি সেটা সমর্থন করবে? কোথা থেকে আমরা অর্থ ও কর্মী লাভ করব? কিভাবে আমরা শুরু করব? কোন পদক্ষেপে আমাদের পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাব?*

*কার্যকরী অভিযানের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা দরকার। সেই স্বপ্ন হল সেই দৃঢ় বিশ্বাস, যে ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীকে এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য ঈশ্বরের রাজ্যের লক্ষ্যের চারিদিকে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা। পরিকল্পনা সেই স্বপ্ন পূর্ণ করার জন্য আমাদের পদক্ষেপ রচনা করা।*

কিভাবে একটি মণ্ডলী এই সব আবশ্যক বিষয়গুলি অন্বেষণ করবে? ফলপ্রসূ স্থানীয় অভিযানের জন্য সব মণ্ডলী একই পথ পরিক্রম করতে পারে না। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় সমাজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুরু হয় ঃ প্রত্যেকের অতুলনীয় গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং মণ্ডলীকে এক নির্দ্দিষ্ট জনসমাজে পরিচর্য্যা কাজ শুরু করতে হয়। সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যায় যদিও কোন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সহজ পদক্ষেপ নেই, অধিকাংশ মণ্ডলীর কার্যধারাতে তিনটি প্রধান স্তর দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক স্তরে আবার পাঁচটি কাজ থাকে। প্রত্যেক স্তরে কতকগুলি কাজ ক্রমানুসারে হয়ে থাকে— অন্যগুলি আপনা থেকে যুগপৎ গড়ে ওঠে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পাঠ করার সময়, নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন ঃ- এই প্রক্রিয়ায় আমার মণ্ডলীর স্থান কোথায়? কোথায় আমাদের শক্তি ও দুর্বলতা? এটাই আপনাকে আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ দেখিয়ে দেবে।

## প্রথম স্তর ঃ ভিত্তিমূল স্থাপন

মনে করুন আপনার মণ্ডলী যেন একটি উদ্যান (১ করিন্থীয় ৩ অধ্যায় দেখুন)। আপনাকে বীজের জন্য যত্ন সহকারে মাটি প্রস্তুত করতে হবে। একইভাবে যদি মণ্ডলীকে প্রস্তুত করা যায়, তাহলে দয়ার পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে উঠবে। বাধ্যতামূলক প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়ে বহু মণ্ডলী প্রথমে একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করে। কিন্তু সেই কর্মসূচী যদি মণ্ডলীর বৃহত্তর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরপেক্ষার দিকে অগ্রসর হয়, তাহলে তার আত্মিক কেন্দ্র হারিয়ে যায়।

সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ যদি সমর্থনকারী, সুস্থ জনসমাজের মধ্যে গ্রথিত না থাকে, তাহলে সেটি কার্যকরী ও আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে না। সেইজন্য প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো, একটু পিছন ফিরে একটা সামাজিক পরিচর্য্যা গড়ে তোলা, যেন সেটি একদল বিশ্বাসীরূপে মণ্ডলীর অনবদ্যতার উপর আলোকপাত করে। কারণ ঐ বিশ্বাসী দলকে খ্রীষ্টের সেবার দৃষ্টান্ত ও সমগ্র পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেম বিতরণের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। মণ্ডলীর পরিচর্য্যা বিভাগ অবশ্যই তার বিশ্বাসের কেন্দ্র থেকে প্রবাহিত হবে। সুদক্ষ নেতৃত্ব, মণ্ডলীতে প্রেমপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক, আত্মিক বল এবং লোকসমাজের অভাব ও সম্পদের সঙ্গ পরিচিতির উপর ভিত্তি করে, পরিচর্য্যা বিভাগের সেবামূলক অভিযান চালাবার জন্য মণ্ডলীর দায়বদ্ধতাকে শক্তিশালী করুন।

### নেতৃত্ব-দল গঠন করা

পরিচর্য্যার সবথেকে উর্বর বীজরোপণক্ষেত্র হল একদল পালক ও সাধারণ নেতাগণ- যাঁদের মধ্যে আত্মিক ভালবাসা, স্থানীয় মিশনের জন্য একটা সাধারণ দায়বদ্ধতা ও ঈশতাত্ত্বিক কাঠামো এবং ইতিবাচক কার্য সম্পর্ক বজায় থাকবে। (জিসাস অন লিডারশিপ) পুস্তকে সি.জেনে উইলকেস বলেছেন, "যখন ঈশ্বরের প্রকাশিত মিশন কোন ব্যক্তিকে বন্দী করে, তখনই নেতৃত্ব শুরু হয়।" শিক্ষাদান, পরামর্শদান, ব্যক্তিগত আদর্শ অনুসরণ ও অন্যান্য আদর্শস্থানীয় পরিচর্য্যা বিভাগের দ্বারা 'বন্দী' হওয়ার জন্য মণ্ডলীর নেতাদের সাহায্য করুন। পরিচর্য্যার কাজ সম্পর্কে নেতাদলের মতান্তরের মধ্য দিয়েই কাজ করতে থাকুন। প্রার্থনা সহকারে, যারা নূতন কর্ম প্রচেষ্টা পরিচালনা করতে পারে, এমন লোকেদের নিযুক্ত ও প্রতিপালন করুন।

### মণ্ডলীর জনসমাজকে জ্ঞাত হওয়া

আপনাদের মণ্ডলী অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস ও প্রবণতা স্মরণে রেখে আপনাদের মণ্ডলীর পরিচর্য্যা বিভাগ কিরূপে গড়ে উঠবে, সেটা আপনারা স্থির করবেন। মণ্ডলীর লোকসমাজের একটা আত্মসমীক্ষা আপনাদের বর্তমান কর্মসূচীর মূল্যায়ন ও মণ্ডলীর নূতন উদ্যমের শক্তি ও দূর্বলতাগুলি প্রকাশিত করবে। এই ধরনের সমীক্ষা আমাদের মণ্ডলীর আত্মিক পরিপক্কতা, সেবাকার্যের দায়বদ্ধতা ও পরিবর্তনের উদারতা বুঝতেও আপনাদের সাহায্য করবে। ফলে আপনারা শিক্ষনের প্রয়োজনীয়তাগুলি সঠিকভাবে ধরতে পারবেন। একটি কার্যনির্বাহী গঠন করুন জনগণের অনবদ্য বৈশিষ্ট্য, ইতিহাস, সদস্য-পদ, ঈশতত্ত্ব, কার্যসূচী, নেতৃত্ব, সংগঠন, সম্পদ, আত্মিক জীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক ও অংশীদারত্ব সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য। সাক্ষাৎকার সহ সমস্ত পদ্ধতি পরীক্ষা করুন, দলগত আলোচনা এবং/অথবা জরিপ কার্যের উপর গুরুত্ব দান করুন। (একটি জরিপ কার্যের নমুনা সহায়ক বস্তু রূপে www.Network 935.org দেওয়া আছে। তাছাড়া " সেল্‌ফ্‌ স্টাডি রিফ্লেকশন কোয়েসচেনস" এই পার্শ্বঅংশটিও দেখুন)।

### জন-সমাজকে প্রস্তুত করা

মণ্ডলীর জনগণের সকলেই হয়তো এই সেবামূলক অভিযানের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। সুসমাচার প্রচার ও সমাজসেবামূলক কাজের ঐশ্বরিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে, শিক্ষণ সহ ক্ষেত্র প্রস্তুত করুন। এইজন্য তাদের উপদেশ, রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, শিক্ষণ, সদস্যদের উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ দান করবে এরূপ ভ্রমণ ব্যবস্থা করতে হবে। মণ্ডলীর সদস্যগণের আত্মিক শক্তি ও সম্পর্কগত স্বাস্থ্য গড়ে তুলুন।

*মণ্ডলীতে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে মণ্ডলী কেবলমাত্র তার সভ্যসভ্যাদের অভাব অনটন দূর করবে - বহু মণ্ডলীকে এই প্রচণ্ড বাধা জয় করতে হয়।*

### লোক সমাজের প্রসঙ্গটি নিরূপণ করা

ফলপ্রসূ পরিচর্য্যা বিভাগ, ঐ পরিচর্য্যা কাজের প্রসঙ্গটির সঠিক খবরাদির উপর নির্ভর করে। যে সব অঞ্চলে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন এবং সমস্যাসঙ্কুল যে সব অঞ্চলের পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন, সেই সব বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মণ্ডলীর লোক সমাজের মূল্যায়ন করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপ হল, লোকসমাজের সীমা নিরূপণ করা - এটা কি একটি নির্দ্দিষ্ট অধিবাসী, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী অথবা বিশেষ অভাব যুক্ত জনগোষ্ঠী। এর ভৌগলিক অবস্থান, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, সম্পদ ও প্রয়োজনের সঙ্গে পরিচিত হন। পদব্রজে ও গাড়ীতে ভ্রমণের ব্যবস্থা, লোকসংখ্যা গণনা, বাড়ী বাড়ী পরিদর্শন, সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন দলের সঙ্গে কথা বলুন "টুলস ফর কমিউনিটি স্টাডি" - এই পার্শ্ব অংশটি দেখুন)। অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের সঙ্গে যোগদান করে, আপনারা কাজের বাহুল্য বর্ণনা করতে পারেন। অনুধাবন ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সেতু নির্মাণ করুন এবং অংশীদারত্বের বীজ বপন করুন।

### সেবাভিযানে দায়বদ্ধতা পোষণ করা

মণ্ডলীতে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে মণ্ডলী কেবলমাত্র তার সভ্যসভ্যাদের অভাব অনটন দূর করবে - বহু মণ্ডলীকে এই প্রচণ্ড বাধা জয় করতে হয়। নেতাদের অবশ্যই একটি সেবামূলক মণ্ডলী গড়ার জন্য সদস্যদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। এর অর্থ মণ্ডলীর সভ্যসভ্যাদের বিশ্বাস ও আরাধনার কেন্দ্রিয় অভিব্যক্তি স্বরূপ, গির্জার চার দেওয়ালের বাইরে গিয়ে তাদের মধ্যে একটা দায়বদ্ধতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। লোকসমাজ থেকে আপনার মণ্ডলীর জনগণকে পৃথক করে, এমন জাতিগত, শ্রেণীগত ও দক্ষতাগত বাধা দূর করার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষণ ও কার্য্যাবলী যোগান দিন।

## দ্বিতীয় স্তর — নির্দ্দিষ্ট স্বপ্নটির তুলে ধরা

স্বপ্ন হলো ভবিষ্যতের একটি চিত্র, যেটি পবিত্র আত্মার শক্তিতে, আনয়ন বা স্থাপন করার জন্য আপনার মণ্ডলীকে আহ্বান করা হয়েছে। এই স্তরে মণ্ডলী একটি সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগের স্বপ্ন স্থির করে ও সেটা অর্জন করার জন্য প্রস্তুত হয়। আপনার জনমণ্ডলীর অনবদ্য বৈশিষ্ট্যের উপর নির্মিত এই স্বপ্ন জনসমাজের প্রয়োজন ও সুযোগসুবিধার প্রতি সাড়া দিয়ে গড়ে ওঠে, যেন আপনারা বাক্যে ও কাজে ঈশ্বরের প্রেম লোকসমাজে ছড়িয়ে দিতে পারেন। একবার যখন আপনার মণ্ডলীতে একটি আত্মা-অভিষিক্ত পরিচর্য্যা বিভাগের প্রতি আলোকপাত করা হবে আপনি কার্য পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা তৈরী করতে পারবেন।

### পরিচর্য্যা কাজের জন্য ঈশ্বরের স্বপ্নের অন্বেষণ করা

পরিচর্য্যা কাজ অব্যাহত রাখার জন্য ধ্যানধারণার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন, ('আপনার মণ্ডলী কি কাজ করে' - এই পার্শ্ববিষয়টি দেখুন) আপনার মণ্ডলীকে কি একটা নির্দ্দিষ্ট বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে? যেমন — অপ্রতুল বাসস্থান, বিপদগামী যুবশক্তি, কল্যানকামী পরিবার, বা অভিবাসী সদস্যা? কোথায় ফাঁক রয়েছে? এই সময়ে কোন দরজাগুলি উন্মুক্ত করতে হবে? আপনার দৃষ্টি একটি কি দুইটি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ করুন। পরবর্তী কয়েক বৎসরে গড়ে তুলতে হবে

> *সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ যদি সমর্থনকারী, সুস্থ জনসমাজের মধ্যে গ্রথিত না থাকে, তাহলে সেটি কার্যকরী ও আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারে না।*

— আপনার মণ্ডলীর পরিচর্য্যা বিভাগের নির্দ্দিষ্ট এমন কতকগুলি লক্ষ্য স্থির করে একটি স্বপ্নের বিবৃতি-তালিকা প্রস্তুত করুন ('স্বপ্নের বিবৃতি তালিকা প্রস্তুত করার উপায়' — পার্শ্ব বিষয়টি দেখুন)। এই স্বপ্নগুলি আপনাকে নূতন কোন্ কর্মসূচী শুরু করতে বা মণ্ডলীর বর্তমান কার্যসূচী সংশোধন করতে বা অন্য কোন্ মণ্ডলী বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছে, তা স্থির করুন।

### মণ্ডলীর সভ্যসভ্যাদের কাছে আপনার স্বপ্ন আলোচনা করা

নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য চিহ্নিত করার পর মণ্ডলীর সভ্যসভ্যাদের আপনার স্বপ্নগুলি লালনপালন করার দায়িত্ব প্রদান করুন। সুচারুভাবে, স্পষ্টভাবে ও সৃজনশীলভাবে আপনার স্বপ্নটি তাদের কাছে ব্যক্ত করুন। এটা করার জন্য লক্ষ্যসূচী স্থির করা প্রয়োজন — যার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অর্ন্তভুক্ত করতে হবে ঃ *লক্ষ্যের মূল বক্তব্য, একটি লোগো* (চিহ্ন) যা আপনার লক্ষ্যের নির্য্যাসটিকে পরিস্ফুটিত করবে, *বিশেষ বিশেষ ঘটনা,* যেমন আরাধনা পর্ব উদ্‌যাপন, লক্ষ্য পূরণের জন্য বিশেষ সমাবেশ, নির্জন প্রার্থনা বা সেবা অভিযানের উপর আলোকপাত করে গানবাজনার ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক কর্মসূচী — যেমন আপনার মণ্ডলীর পরিকল্পনা অনুসারে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের একাধিক কর্মসূচী এবং আপনাদের সম্প্রদায়ের বা আদর্শ কোন পরিচর্য্যা বিভাগ থেকে জনৈক অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা — যিনি তাঁর কাহিনী আপনাদের জানাতে পারবেন। যেমন যদি আপনার মণ্ডলী বাসস্থানের সমস্যাটি ঠিক মতো বুঝতে না পারে, তাহলে কোনো এক সপ্তাহশেষে মানবিক কাজের লোকেদের জন্য একটা পরিকল্পনা বা গৃহহীনদের সাময়িক আবাসস্থল দেখার জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

### পরিচর্য্যা গঠন

একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা গড়ে তুলুন (পরিচর্য্যা বিভাগ যে সেবামূলক ও অন্যান্য কাজ করতে চায়, প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ ও লোকজন যা দরকার, এটা কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত হবে) এবং এটি রূপায়িত করার জন্য যে সব পদক্ষেপের প্রয়োজন (কে এই প্রস্তাবিত বিষয়গুলি অনুসরণ করবেন, এটি কবে থেকে শুরু করা হবে, কিভাবে অন্য মণ্ডলীর কর্মচারী বা ব্যবস্থাদি কাজে লাগান হবে?)। মণ্ডলী এটি প্রত্যক্ষভাবে পরিকল্পনা করবে অথবা কোন পৃথক অলাভ-জনক যৌথ প্রতিষ্ঠানের উপর এই কার্যভার অর্পিত হবে, স্থির করতে হবে। উত্তম অনুশীলন দ্বারা আপনাদের পরিকল্পনা পরিচালিত করতে শিখুন এবং কর্মচক্রে যেন কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। এরসঙ্গে এটাও ভেবে দেখুন মণ্ডলীর বর্তমান পরিকাঠামো ঐ পরিচর্য্যা পরিকল্পনায় সাহায্য করবে, না বাধার সৃষ্টি করবে।

### অর্থসম্পদ ও অংশীদার সংগ্রহ করা

আত্ম-সমীক্ষা করে দেখুন মণ্ডলীর ঐ কর্মসূচীর জন্য একটা ধন-সম্পদ আছে — অর্থ, স্থান, কর্মীবৃন্দ (কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী) এবং কাজের জন্য কোন বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি এবং তার সঙ্গে বহিঃস্থ কোন উৎস থেকে সাহায্য নেওয়া যায় কিনা। একটা ভাল উপায় হল সাময়িকভাবে কোন পেশাদার অনুদান লেখক বা অর্থ-সংগ্রাহকের সাহায্য গ্রহণ করা। সাময়িকভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক কর্মচারীর সম্ভাবনা চিন্তা করুন। স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়োগ ও পরিদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সমাজে যদি অন্য কোন দল থাকে, যাদের লক্ষ্য একই, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। যারা ইতিমধ্যেই ভাল কাজ করছে তাদের সঙ্গে কিভাবে একযোগে কাজ করা যায় চিন্তা করুন।

### মণ্ডলীর সভ্যসভ্যাদের দলবদ্ধ করা

বাস্তবসম্মতভাবে সেবা-অভিযান করার জন্য মণ্ডলীর সদস্যাদের নিয়োগ ও প্রস্তুত করুন। প্রত্যেক সদস্যই পরিচর্য্যা কাজের জন্য আহূত ও অনুগ্রহ দান প্রাপ্ত, এ বিষয়ে জোর দিন। সংখ্যাতত্ত্ব, কাহিনী, শাস্ত্রাংশ, নিয়মনীতি ও আবেদনগুলি একসঙ্গে মিশিয়ে সদস্যদের হৃদয় জয় করতে ও তাদের কার্যে প্রবৃত্ত করতে চেষ্টা করুন। আপনার মণ্ডলীর জনগণের পরিচর্য্যা কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আত্মিক দানগুলি, অতুলনীয়ভাবে যন্ত্রের কাজ করে। তাদের অনুগ্রহ-দান, প্রবণতা ও পরিচর্য্যা এবং জীবনের অভিজ্ঞতায় উপযুক্তভাবে কাজ করার জন্য সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করুন। তাদের কাছে স্বেচ্ছামূলক কাজের স্পষ্ট বর্ণনা দান করুন। উপযুক্ত শিক্ষণ স্বেচ্ছাসেবীদের নিষ্ক্রিয়তা, অনভিজ্ঞতা ও অনিরাপত্তার বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে। সুসমাচার প্রচারমূলক শিক্ষণ ব্যবস্থা করুন, তাহলে স্বেচ্ছাসেবীগণ তাদের ধর্মবিশ্বাসের কথা আস্থা সহকারে অন্যদের কাছে বলতে পারবে।

## তৃতীয় স্তর ঃ স্বপ্নটি বহন করা

একটি পরিচর্য্যা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হওয়ার কালেও এর মূল লক্ষ্য সম্পূর্ণ হয় না। একটি পরিচর্য্যার স্বপ্ন বহন করতে হয়, তা না হলে মণ্ডলীর জীবনে তা এক ভাসমান পর্য্যায়ে পরিণত হয়। সি.এস.লুইসের শেষ পুস্তক ক্রনিকলস অফ নারনিয়া তে এসলানের উপদেশ অনুসারে বলা যায় ঈশ্বর সবসময় তাঁর

মণ্ডলীকে তাঁর কাজ করার জন্য ডাকছেন — উপদেশটি এই — 'জেগে ওঠো, এগিয়ে যাও'। ঠিক যে ভাবে আমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য ব্যক্তিগত আহ্বান সারা জীবন পবিত্র হওয়ার পথে আমাদেরকে পরিচালিত করবে, তেমনি বিশেষ লক্ষ্যে মণ্ডলীকে আহ্বান করা হল রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়া, যেরূপে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর লোকদের পরিপক্ক, শোধন করতে পারেন ও অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিতে পারেন।

### ভয়ভীতি ও সংঘর্ষের মোকাবিলা

স্বপ্নদর্শী নেতাগণ পরিবর্তন করার কাজে অনেক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন। নূতন কোন কিছু করতে গেলে উদ্বেগ ও দ্বিমত সৃষ্টি হতে পারে। মণ্ডলীকে মূল্য ও উপকার নির্ধারণ করতে সাহায্য করুন। সেবাকার্য ও আরাধনা, শিষ্যত্ব ও সহভাগিতার মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ভারসাম্য বজায় রাখলে কলহ বিবাদ হ্রাস পায়। সংঘর্ষ ও চিন্তাভাবনার প্রতি গঠনমূলকভাবে সাড়া দিতে হবে — উদ্বেগকে কাজে লাগিয়ে মণ্ডলীর প্রাধান্যগুলির পুর্ণমূল্যায়নে সাহায্য করুন। আমরা প্রস্তাব করছি জিম.হেরিংটন, মাইক কেনেম ও জেমস এইচ ফার লিখিত লিডিং কন্‌গ্রিগেশনস্ চেন্‌জ্ : এ প্র্যাক্‌টিকল গাইড ফর ট্রান্সফরমেশনল জার্ণি বইটি পাঠ করুন — এই বইটিতে আরও বিস্তৃত ভাবে মণ্ডলীর জাগতিক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতিটি বলা হয়েছে ("পরিচর্য্যার উন্নতিসাধনে বাধাসমূহ" শীর্ষক পার্শ্ব অংশটি দেখুন)।

### কাজে দায়িত্বশীলতা গড়ে তোলা

প্রচেষ্টা নির্ধারণের মাপকাঠি স্থির করুন। পরিচর্য্যা বিভাগ কি তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছে? সব সম্পদ কি উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে? স্বেচ্ছাসেবী ও যারা তাদের কাজ করাচ্ছেন, তাদের মধ্যে কি সঠিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে? লোকেরা কি নূতন ও পূনর্নবীন বিশ্বাস গ্রহণ করতে পারছে? জনগণের সাহায্য নিয়ে, ঐ সম্প্রদায় ও পরামর্শদাতাগণ মূল্যায়ন করবেন পরিচর্য্যা বিভাগ আপনার আহ্বানে পবিত্র, ফলদায়ক ও বিশ্বস্ত হচ্ছে কিনা। আপনার মণ্ডলীর জন সভায় যীশুর নামে যে ভাল কাজগুলি হয়েছে, সেগুলিকে স্বীকৃতি দিন (২ করিন্থীয় ৯:১২)। আপনার মণ্ডলীর সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা কাজের ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের গৌরব করার ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর একটি আরাধনা-সভা পরিকল্পনা করুন।

### নূতন নেতৃবর্গ গড়ে তোলা

নূতন নেতৃবর্গ চিহ্নিত ও শিক্ষিত করার বিষয়টি উপেক্ষা করবেন না। পরবর্তী প্রজন্মের যুবকদের সঙ্গে কাজ করে তাদের মধ্যে একটা সেবার মনোভাব গড়ে তুলুন। বর্তমানের সম্ভাবনাপূর্ণ বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন।

### স্বপ্নকে সতেজভাবে রাখা

মূল সেবাব্রতের প্রতি দৃষ্টি রেখে, মণ্ডলীর জনগণ ও লোকসমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনবরত প্রধান কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। যে সব ব্যক্তি আত্মিক প্রতিফলন ও নির্জন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে, বিশ্বাসের সঙ্গে নানা কাজের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন, তাঁদের কাজে সাহায্য করুন। সদাসর্বদা প্রার্থনায় নিমগ্ন থেকে, পবিত্র আত্মার অভিযোজনের অন্বেষণ করুন। বোর্ডের সদস্যগণ ও প্রধান কর্মচারীগণ আপনার মণ্ডলীর সেবাকার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এই কথা ভেবে আপনার স্বপ্নকে সংক্ষিপ্ত হতে দেবেন না।

### বৃদ্ধিলাভ বজায় রাখা

আপনার পরিচর্য্যা বিভাগকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উপায় নির্ধারণ করুন। যদি আপনার মণ্ডলী একটি সুপ-তৈরীর রান্না ঘর তৈরী করে, পরে হয়তো সেটাকে একটা রন্ধন-শিক্ষালয় রূপে গড়ে তোলা যায়, সেখানে লোকে রন্ধন কার্য শেখার জন্য প্রস্তুত হবে। একটি স্থানীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে একটি টিউটোরিয়েল হোম তৈরী করা যেতে পারে। অভিযান নীতি সম্পর্কীয় একটি পত্র লেখার প্রচার ব্যবস্থা করার জন্য পরিচর্যা বিভাগে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়াও আপনারা পারস্পরিক সম্পর্ক ও আত্মিক গভীরতায় বৃদ্ধি লাভের চেষ্টা করুন। ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শনের জন্য যাঁরা সেবাকার্য করছেন, তাদের আরও বেশী সুযোগসুবিধা দিতে হবে, যেমন - বাইবেল অধ্যয়ন, প্রার্থনা চক্র এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সুসমাচার প্রচারাভিযান। অন্য মণ্ডলী বা সমস্বপ্ন বিশিষ্ট সেই মণ্ডলীর অর্ন্তবিভাগের সঙ্গে যোগাগোগ করুন, যেন তাঁরা আপনাদের পরামর্শ, পারদর্শিতা ও উৎসাহ দান করতে পারেন।

## উপসংহার

ছোট করে হলেও, কাজ শুরু করুন। পরিচর্য্যা বিভাগের উপর সব দায়িত্ব দিয়ে দেবেন না, যতক্ষণ না মণ্ডলীর জনগণ স্বপ্নটি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছেন। একজন পুরোহিত এই উপদেশ দিয়েছেন - যদি আপনি মণ্ডলীর সভ্যসভ্যাদের মধ্যে আগুন জ্বালাতে চান, তাহলে "কাজই হল অক্সিজেন।" প্রার্থনা করুন, তারপর এগিয়ে যান। এই কার্য প্রণালীতে আপনার মণ্ডলীর জনগণ হয়তো একটি জীবন-দায়ক বাক্য অথবা স্পর্শ এমন কাউকে দিতে পারে, যার ঈশ্বরের দয়ার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। খ্রীষ্টে প্রত্যেক মণ্ডলীকে অভিষিক্ত করা হয়েছে যেন "ফলবান হয়.....আর তাদের ফল যেন থাকে," (যোহন ১৫:১৬)। এই প্রতিজ্ঞা যেন আপনার মণ্ডলীর জনগণকে, সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যার যাত্রাপথে প্রতি পদক্ষেপে ধরে থাকে। ■

**হাইডি রোল্যাণ্ড আনরু** পূর্বে পেনসিলভেনিয়ার, সেণ্ট ডেভিডস, পূর্বাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের মণ্ডলীর জনগণ, লোকসমাজ ও নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মসূচীর যুগ্ম পরিচালক ছিলেন। এছাড়া তিনি সামাজিক কাজের জন্য প্রচারাভিযান সহ কল্যাণকামী ও বিশ্বাসভিত্তিক সমাজসেবার কাজে নীতি নির্ধারকরূপে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি রোনাল্ড.জে.সিডার এবং ফিলিপ এন অলসনের সঙ্গে সুপ্তভাবে এই বইটি লিখেছেন "চার্চ্চেস দ্যাট মেইক এ ডিফারেন্স : ক্যাচিং ইয়োর কমিউনিস্ট উইথ্ গুড নিউস অ্যাণ্ড গুড ওয়ার্কস" (বেকার বুক্স ২০০২) তিনি ও তাঁর স্বামী জিম, ফেইথ মেনোনাইট গির্জা - ক্যানসাসের হাচিসনের পালক ছিলেন।

**ফিলিপ এন অলসন** ইতি পূর্বে মণ্ডলী সম্পর্কের প্রেসিডেণ্ট সামাজিক কার্যের প্রচারক এবং ৯:৩৫ নেটওয়ার্কের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি পেনসিলভেনিয়ার উইনিউডে বাস করেন।

# আমার পুরোহিতগণকে অগ্রসর হতে দেওয়া

## সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যার জন্য মণ্ডলীগুলিকে গঠন ও প্রস্তুত করা

**ব্র্যাড স্মিথ কর্তৃক রচিত**

*আমার বন্ধু পালক সবে মাত্র একটি প্রকাণ্ড, বহুতল ইমারত কার্য সমাপ্ত করেছেন। এটি তাঁর, একটি মণ্ডলীতে দীর্ঘকাল থাকার মূল লক্ষ্য ছিল। এখন তিনি আরও বয়স্ক, আরও জ্ঞানী ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।*

*অনেকেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "এখন এই নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছে, আপনি নিশ্চয় এই গির্জার জন্য প্রকৃতই আনন্দিত?"*

তিনি উত্তর দিলেন - "আশা করি আমাকে একটু কম আনন্দ করতে হবে। মনে হচ্ছে গির্জাটি যদি আরও বড় হতো, আমরা আরও ভালভাবে আমাদের কাজ করতে পারতাম। অনেক সময় আমার মনে হয় কি বিশাল গির্জা আমি তৈরী করেছি। রবিবার সকালে লোকেরা এখানে এসে শুধুমাত্র নিজেদের যেন প্রকাশ করতে চায় ঃ "আমাকে হাসান, আমাকে কাঁদান! আমাকে বাইবেলের এমন শিক্ষা দিন, যেন আমার বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।' আমার একটি জনমণ্ডলী ছিল। এখন আমি একজন ভোক্তা পেয়েছি — যারা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা ও উপাদান ভোগ করতে চায়। আমার কর্মচারীরা তাদের কর্মসূচী ঘোষণা করতে ব্যস্ত থাকে। আমি অনুভব করি তারা যেন আমাকে আকাশে তুলে, বিজ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করছে। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মধ্যে ক্ষুদ্র সৈন্যদল আছে কিন্তু তারা নানা বাধার চারিদিকে ঘুরছে, ছড়িয়ে পড়ছে না। কিভাবে লোকসমাজে সেবামূলক কাজ করতে হবে, সেইজন্য তাদের ১৩-সপ্তাহের ক্ষুদ্র দলের পাঠ্যসূচী দিয়ে পূর্ণরূপ দিয়েছি। তারা এতে এত আনন্দিত হয়েছে যে, নিজের দলের জন্য অপেক্ষা না করেই, পরবর্তী কর্মসূচী শুরু করেছে। আমরা লোকদের প্রস্তুত করার জন্য কর্মী ভাড়া করি যেন লোকেরা আরও বেশী পরিচর্য্যা করতে পারে। কিন্তু এর ফলে কর্মচারীরাই তাদের কাজ করে দেবে, লোকেদের এই আশা বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

তিনি আরও বলেছেন — "আমার কাছে উদ্দেশ্যমূলক গির্জা, ক্ষুদ্র দলের গির্জা, সুস্থ গির্জার ১০টি চাবি এবং সুসমাচার প্রচারমূলক পাঁচটি ব্লকের বৃহৎ গির্জা বিষয়ক পুস্তক আছে। আমি এখন শুধুমাত্র ভোক্তা-মণ্ডলীর প্রতিশেধক চাই। আমরা বৃহৎ মণ্ডলী গড়ে তোলার আত্মাটাই এখন হারিয়ে ফেলেছি।" এই পুরোহিতের মণ্ডলীর স্বপ্ন ও নেতৃত্ব ছিল কিন্তু একটা লুকানো দুষণ-এর স্বাস্থ্য ধ্বংস করে দিয়েছিল। তিনি কখনও কখনও চোখে-জল নিয়ে, প্রতি রবিবারে সেবা, স্বার্থত্যাগ ও বশ্যতার কথা প্রচার করতেন। কিন্তু তাঁর সপ্তাহে-এক-ঘণ্টার প্রভাব, অন্য ১৬৭ ঘণ্টার জোয়ারকে প্রতিহত করার উপযুক্ত ছিল না যখন লোকে তাদের সংস্কৃতির ভোক্তামূলক বার্তার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত। এটা সত্য যে, ভৌগলিকভাবে ও সময়কেন্দ্রিক পরিচর্য্যার চারিদিকে গড়ে ওঠা যে গির্জা, রবিবারের প্রাতঃকালীন কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করে, সেখানে ঐ গির্জা বিপর্যস্তকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

অনেক ব্যক্তি সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যাকে, তাদের শহরে আরও পরিচিতি লাভের আরও গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক বিভাগ বলে মনে করে, শুধু তাই নয় দরিদ্রদের খাদ্য, নগ্নদের বস্ত্র এবং বন্দিদের দেখাশুনা করার জন্য যীশুর আদেশের বাধ্য হওয়া এবং অসুবিধাজনক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাসকরা মানুষের জীবনে শারীরিক আবেগজনিত ও আত্মিক দিকের পরিবর্তন সাধনও তাদের কাছে সুনাম অর্জনের উপায় বলে বিবেচিত হয়। তথাপি, অধিকাংশ গির্জায়, যতদিন সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যাবিভাগ সেখানকার মানুষদের উপকার সাধন করে, সেখানে সব সময় গির্জার কয়েকজন ব্যক্তি অবাক চোখে আনন্দলাভ করে কিন্তু আরও কিছু থাকে যার থেকে মণ্ডলী সব সময় নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখে।

যখন প্রবীণ পালক ও গির্জার নেতাগণ বোঝেন যে সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ, তাদের মণ্ডলীর ২৪/৭ জন লোককে শিষ্যত্ব যুদ্ধে আনার গোপন অস্ত্র এবং মণ্ডলীর বাইরে লোকেদের আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গি ও সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যার প্রতি তাদের মনোভাব অবশ্যই পৃথক। কারণ এটা এক অতিরিক্ত কর্মসূচী। এখন এটি এক প্রস্তুতকারী সংস্কৃতিতে ও প্রস্তুতকরি ব্যবস্থায় মণ্ডলীকে যেন জ্বালানী যুগিয়ে দেয়। এই সকল প্রস্তুতকারী ব্যবস্থা শুধুমাত্র নূতন লোকেদের আসা যাওয়ার পিছনের দরজা বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয় না, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদান ক্ষেত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা পূর্ণ করেনা কিন্তু শিষ্য তৈরী করে।

সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যার মধ্য দিয়ে লোকেদের ভোক্তা মনোভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে, কেবলমাত্র আত্মিক দান ও পরিচর্য্যা বিষয়ে উপদেশ দানই যথেষ্ট নয়। বিগত শতাব্দীতে, আত্মিক দান আবিষ্কার ও সেগুলি সেবার কার্যে নিয়োজিত করার উপরে প্রচুর উপদেশ দান করা হয়েছে। তথাপি অধিকাংশ মণ্ডলীতে দেখা গেছে, যারা সেইসব উপদেশ শুনেছেন, তাদের মধ্যে দশ শতাংশ মানুষও স্বেচ্ছায় সেই সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছেনা।

এর ফলে সর্বপ্রথম পুরোহিতগণই নিজেদের দোষী করেছেন। কোন না কোনভাবে হয়তো তাদের উপদেশ অবশিষ্ট ৯০ শতাংশ মানুষকে কাজে উদ্দীপ্ত করতে পারে নি। তখন ইফিষীয় ৪ অধ্যায়, রোমীয় ১২ অধ্যায় বা ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায় থেকে আরও উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আজকাল মণ্ডলীতে, সেবার কাজের মঞ্চ থেকে যে আমন্ত্রণ করা হয়, তাতে সাড়া দিয়ে ব্যাপকভাবে পরিচর্য্যা কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব প্রদর্শনীতে প্রায় ৫০ শতাংশ লোক প্রচারের দিন উপস্থিত থাকে, দীর্ঘকালীন প্রদর্শনের পর দেখা যায় মাত্র ১০ শতাংশ লোকের জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। মণ্ডলীর জনসমাজে রবিবারের প্রাতঃকালীন ঘটনা, সাতদিনের জন্য একমাত্র উদ্যম সৃষ্টি করতে পারে না।

যে মুহূর্তে মণ্ডলীগুলিতে সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যার উপর গুরুত্ব দিয়ে জনগণকে সেই কাজের জন্য ক্ষমতাশালী করা হয় — সাধারণ লোকেদের মধ্য থেকে অযোগ্যতা ও অপ্রস্তুতের মনোভাব দূর হয়ে যায়। বাস্তবিক পুরোহিতদের ক্ষমতাশালী করার ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য - তাদের নিজেদের অবাস্তব প্রত্যাশা ও তাদের প্রতি মণ্ডলীর অসম্ভব প্রত্যাশাগুলি এখন মুক্ত হতে থাকে।

শত শত ফলপ্রসূ সুসজ্জিত মণ্ডলীকে পরীক্ষা করার পর আমি প্রত্যেক মণ্ডলীতে যে তিনটি নীতি দেখতে পেয়েছি, সেটা হল প্রত্যেক মণ্ডলীতে সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা কাজে লোকেদের প্রস্তুত ক'রে নিয়োজিত করতে চেষ্টা করা হচ্ছে।

## লোকদের সেবার কাজে উৎসাহিত করার জন্য মণ্ডলী নেতাগণের দৃশ্যমান সমর্থন।

উপদেশ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে সেবাকার্য ব্যতীত পরিপক্কতা আসতে পারে না। এরজন্য দরকার আহ্বান, অনুগ্রহ-দান ও সেবাকার্যের উপর ধারাবাহিক উপদেশ প্রদান। এটাও স্বাভাবিক যে মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও যদি উপদেশ শ্রবণ করে, ফলপ্রসূ শিষ্যত্বের জন্য তার আত্মিক পরিপক্কতা, শুধু রবিবারের উপাসনায় সেবাদান করলেই হয় না, তাকে সারা সপ্তাহে সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে।

যেখানে মণ্ডলীর সদস্যগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা হল সেবাকার্য, সেখানে একটা আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রত্যাশা থেকেই যায়। মণ্ডলীর নেতাগণ তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করে, এমন এক মিশ্র বার্তা পাঠাতে পারেন, যা অনীহা সৃষ্টি করে; তারপর তাঁরা ব্যক্তিগত উদাহরণ দিয়ে প্রকাশ করেন, জনসমাজে সেবাকার্যের স্বরূপ কি। তাঁরা লোকদের কাছে আদর্শ, পরিণত খ্রীষ্টিয়ানকে প্রদর্শন করার জন্য তাদের উপদেশের উদাহরণ, গির্জার সংবাদপত্রে নানা কাহিনী ও নূতন সদস্যদের কাছে নানান দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন।

লিটিল রকের একটা গির্জা একবার তাদের প্রেরিত বড়দিনের কার্ডে - মণ্ডলীর কর্মীদের ছবি দিয়েছিল। তারা ক্রীড়াপ্রিয় পোষাক পরিধান করে একটা পতাকা উড়াচ্ছে, যাতে এই বাক্যটি লেখা ছিল "আপনারা যেভাবে পরিচর্য্যা কাজ করছেন, তার জন্য আপনাদের উৎসাহিত করছি।" লস এঞ্জেলসের একটি মণ্ডলী শুধুমাত্র জগতের মিশনারীদের সেবাকার্যের জন্য আহ্বান করে নাই কিন্তু তার সঙ্গে সমস্ত শিক্ষক, পুলিশ, কৃষক ও গৃহ নির্মাতাদের, তাদের কাজের যন্ত্রপাতিগুলি গির্জার সামনে প্রতীকরূপে অর্পণ করেছেন কারণ তাদের কার্যস্থলে মিশনারীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যান্য গির্জায় এটা অবশ্যই দেখান হয় যে

নূতন সদস্যদের কেবল পুরোহিতই অভিবাদন, দেখাশোনা বা খোঁজ খবর করেন না, অন্যান্য নেতাগণও তা করে থাকেন। নূতন সদস্যদের প্রতি পুরোহিতের এই অভিবাদন যদি বিশ্বস্ত হয় ও মণ্ডলীর স্বপ্ন ও সাধনা সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন স্থায়ী সদস্যদের কাছে উচ্চকিত স্পষ্ট ইঙ্গিত পৌঁছে যায় যে এই গির্জায় পুরোহিত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন না, বরং অন্যদেরও ক্ষমতা দান করেন।

## একটি অপ্রতিহত পদ্ধতি, যা মানুষকে সেবার কাজে অনুপ্রাণিত করে

পুরোহিতের কার্য অপেক্ষা এমন আরও অনেক জীবিকা আছে যেখানে পদ্ধতি আরও উত্তমরূপে শিক্ষণ দেওয়া হয়। কৃষকেরা জানেন যে সকল কৃষি কার্য শুধু মাত্র চারারোপণ ও শষ্যচ্ছেদনের উপর নির্ভর করে না কিন্তু তারজন্য ভূমি প্রস্তুত, বীজ পছন্দ, পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং শষ্যচ্ছেদনের পর বণ্টন চুক্তি প্রভৃতি এক সামগ্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। কৃষকজন বোঝেন যে, কয়েকটি স্তর বাদ দিয়ে, কয়েকটি স্তরে A+ কাজ করা অপেক্ষা বরং সব স্তরেই 'C' কাজ করা ভাল। এই কার্যে কয়েকটি মাত্র অংশের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, সব কাজটাই নিরবিচ্ছিন্নভাবে করতে পারলেই সাফল্য পাওয়া যাবে।

মণ্ডলীকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ অংশ আছে, যার কোনটিই বাদ দেওয়া যায় না। রিক ওয়ারেন তাঁর দ্যা পারপাস্ ড্রিভেন চার্চ্চ (The Purpose Driven Church) গ্রন্থে এই প্রস্তুতি পদ্ধতি বোঝাবার জন্য বেসবলের একটা হীরে ব্যবহার করেছেন। সেখানে অনেকগুলি নীচু পথ আছে এবং প্রত্যেক অবতলেএ একটা দিকচিহ্ন আছে। নিম্নে যোগাযোগের সেই সহজ নক্সাটি দেওয়া হয়েছে, যেন সেটি কাজ করতে পারে।

**আত্তীকরণ ঃ** এই স্তরে নূতন লোকেদের মণ্ডলীকে জানাতে সাহায্য করে এবং তারা মণ্ডলীতে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এগুলি নূতন মুখগুলিকে চেনার ও অভিবাদন করার সহজ উপায়। ফেরার পথে বাজার করার সুবিধা, গাড়ী রাখার বিশেষ ব্যবস্থা, রবিবার সকালের অভ্যর্থনা, দেখাশোনার লোকদল, পরিচয়-জ্ঞাপন ভিডিও এই আত্তীকরণে সাহায্য করে।

**বাইবেলের ভিত্তিমূল ঃ** এখন সদস্যদের অনুগ্রহ-দান, আহ্বান ও সেবা-কার্যের শিক্ষা দান করা হয়েছে। লোকে পূর্বে মনে করত যে, স্বেচ্ছাসেবার ধারণা-"আমি সেবামূলক কাজ করতে পারি" - এটি শাস্ত্রের অনুল্লোখিত ধারণা। আমাদের সেবামূলক কার্যের জন্য তৈরী করা হয়েছে। মণ্ডলীর মূল নীতি ও কর্মসূচীর সঙ্গে এবং শিষ্যত্ব ও বৃদ্ধিলাভের মতাদর্শের সঙ্গে, রোমীয় ১২:৩-৮, ইফিষীয় ৪:১১-১৬; ১ করিন্থীয় ১২; যাকোব ১:১২-২৭ পদগুলি থেকে ভিত্তিমূলের ধারণা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

**আবিষ্কার ঃ** লোকে তাদের আত্মিক দান ও আহ্বান সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। যেহেতু পরবর্তী বৎসরগুলিতে বিভিন্ন স্তরে এই শিক্ষা পুনরায় দেওয়া হবে, প্রাথমিক স্তরে অনুগ্রহ-দানের শিক্ষা সেবামূলক কাজের উপর গুরুত্ব দান করবে। তখন কোন মূল্যায়ন পন্থা ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই, ক্ষুদ্র দল বা সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা তাদের অনুগ্রহ দান আবিষ্কার করতে হাব। "আমাদের পরিপূর্ণতা ও ভাসাভাসা ধারণা" থেকে নয়, দান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে, এই ধারণার ভিত্তিতে — "এটা ঈশ্বরের মণ্ডলী ও তিনি কিভাবে অপরের সেবা করার জন্য আমাকে বিভিন্ন সামর্থ্য দেওয়া দিয়েছেন।"

**সংযোগ ও নিয়োগ ঃ** এই স্তরে ব্যক্তিগত অনুগ্রহ দান ও আহ্বানের সঙ্গে কোথায় তারা সেবাকার্য করতে পারবে, এ দুইয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হয়। গড়ে তোলার পদ্ধতিতে, এটাই সবথেকে কঠিন অংশ। মণ্ডলী যদি ক্ষুদ্র হয়, তখন যে ব্যক্তি আবিষ্কৃত দান পরিচালনা করছেন এবং পরিচর্য্যা বিভাগের যে নেতাকে তারা মনোনীত করেছেন উভয়ের মধ্যে এক দ্রুত ফোনালাপ বা উন্মুক্তস্থানে করমর্দন করেই ঐ সংযোগ করা হয়। বৃহৎ মণ্ডলীতে নাম ও পছন্দের একটা তালিকা প্রস্তুত করতে হয়। পরিচর্য্যার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিচর্য্যা-সংযোজক নামে একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় (কখনও কখনও পরিচর্য্যা কাজের কার্যনির্বাহক), যিনি সেইসব নূতন লোকদের আহ্বান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যারা পরিচর্য্যাকাজে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই পরিচর্য্যা-সংযোজককে তাঁদের শিক্ষণ ও দেখাশোনার দায়িত্বও বহন করতে হয় এবং কখনও কখনও ত্রৈমাসিক অধিবেশন করে, অন্যান্য সংযোজকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

**শিক্ষাদান ও স্বীকৃতিদান ঃ** লোকেরা শ্রেণীতে বসে নয় কিন্তু কাজের মধ্য দিয়েই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তথাপি শিক্ষণ ও মতামত প্রকাশের জন্য সময় দিতে হবে। তাছাড়া ঈশ্বর লোকদের প্রশংসা করার কথাও বলেছেন। এর ফল আশ্চর্যজনক হতে পারে, যদি নেতাগণ নিয়মিত তাদের প্রশংসা করেন।

যেসব মণ্ডলী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের চারিদিকে গঠিত হয়, সেখানে দেখা যায় নেতাদের আভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের আধিক্য হেতু, ঐ' ক্ষুদ্র দলের স্বাস্থ নষ্ট হয়। তখন কিন্তু এই পদক্ষেপ উত্তম প্রতিশোধকের কাজ করে। যখন সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা কাজ, ঐ ক্ষুদ্র জনসমাজের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হয় তখন সেটি জীবন-পরিবর্তনকারী, নিঃস্বার্থ কাজের এক শক্তিশালী শিষ্যত্ব কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। তথাপি ক্ষুদ্র জনসমাজ কখনও তাদের নিজেদের প্রয়োজনের উর্দ্ধে দৃষ্টি দেয় না, যদিনা তাদের উপযুক্ত নেতৃত্ব শিক্ষণ ও দায়িত্ব বোধ শেখানো হয়। আর প্রস্তুতিমূলক পদ্ধতিতে এটাই তাদের শেখানো হয়।

**উন্নয়ন ও পরিবর্তন সাধন ঃ** যেহেতু বহু মানুষই, সর্বপ্রথম, মণ্ডলীর মধ্যেই কোন কাজের উপযুক্ত হয়ে, নিযুক্ত হতে চান, সেইজন্য মণ্ডলীর বাইরের নানা সুযোগ সুবিধার সঙ্গে তাদের যুক্ত করা, এই অভিপ্রেত পদ্ধতির এক প্রয়োজনীয় অংশ। এইজন্য ঐ লোকসমাজের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অবিরত যোগাযোগ স্থাপন করে, লোকদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে হবে, যেন তারা সমাজে ও কর্মস্থলে সেবার কাজ করতে পারে।

এই ষষ্ঠ পদক্ষেপ একটা কব্জার মতো। এটি সমগ্র প্রস্তুতি পদ্ধতিকে মণ্ডলীর লোকেদের ধর্ম শিক্ষা ও ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত করার অপর এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হওয়ার জন্য পদ্ধতিটিকে ঠিক পথে ধরে রাখে। একটি মণ্ডলীতে বিস্তৃত প্রস্তুতি ব্যবস্থা গড়ে তোলার চার পাঁচ বৎসর পর মণ্ডলী ও সমাজের মধ্যে অগণিত সংযোগস্থল গড়ে ওঠে। যখন প্রত্যেক নূতন ও বর্তমান সদস্যদের নিয়মিত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, মণ্ডলী জানতে পারে, তাঁদের মধ্যে অনেকে গির্জার বাইরে সহানুভূতিমূলক কাজের জন্য আহূত হয়েছেন। যদি প্রস্তুতি পদ্ধতি ঠিক মতো কাজ করে, তাহলে সাক্ষাৎকারের শেষে সদস্যদের কোন ফোন নম্বর বা ঠিকানা দেওয়া হয় না কিন্তু যে সদস্য ইতিমধ্যেই সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগে কাজ করছেন, তিনি তাঁদের ডাকবেন এবং গাড়ী চালিয়ে তাদের প্রথম সভায় নিয়ে যাবেন। যখন তাঁরা একটি সহানুভূতিমূলক প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হবেন, সেখানকার কর্মীরা, তাদের অনুগ্রহ দান ও আহ্বানের কথা জ্ঞাত হয়ে, তাদের দিকে বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বাড়িয়ে দেবেন। তাদের ইচ্ছা অনুসারে, তাদেরকে শিক্ষণ ও নিয়োগ করা হবে। শিক্ষণ ও নিয়োগ অভিপ্রায় গত, শিষ্যত্ব গ্রহণ আদর্শ। প্রত্যাশা ও ভূমিকা সুস্পষ্ট।

অবশ্য সমগ্র পদ্ধতিটির জন্য যদি ৪/৫ বৎসর সময় দরকার হয়, তাহলে বিশেষতঃ আপনাদের মণ্ডলী যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, কিভাবে আপনারা উন্নয়ন পদ্ধতির কাজ শুরু করবেন? সহানুভূতিমূলক ১৫টি পরিচর্য্যা বিভাগে যদি ১৫ জন ব্যক্তি কাজ করেন, তাহলে একসঙ্গে কাজ করার শিষ্যত্ব সুযোগ অনেকখানি হারিয়ে যাবে এবং তাদের কাজের প্রভাব এত হারিয়ে যাবে যে তা মণ্ডলীর জনগণকে ঐ কাজে উদ্দীপ্ত করতে পারবে না। শুরু করার সর্বোত্তম উপায় হল, পরিচর্য্যা বিভাগে একটা মণ্ডলী সমর্থিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত লক্ষ্য স্থির করা — আর

এটাও স্বীকার করতে হবে যে আপনারা বহু লোককে তাদের অনুগ্রহ-দান ও আহ্বানসহ মণ্ডলীর সীমাবদ্ধ কয়েকটি সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা কাজ করার জন্য আহ্বান করছেন।

প্রাথমিক স্তরে পরিচর্য্যার একটা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে, মণ্ডলী যেসব সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, কর্মীদের দিয়ে সেগুলি সবথেকে ভালভাবে করার জন্য আটটি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন —

*১) এটা কি এমন একটি বিষয়, যেখানে সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যাবিভাগ সবে মাত্র যোগ দিয়ে, কর্মীগণ সেটা যত শীঘ্রই অনুধাবন করতে পারবেন?* সহজ পরিচর্য্যাকাজে যোগদানের জন্য কমবয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান করুন। বয়স্কদের কাজের শিক্ষণ খুব বেশী নিরাপত্তার মধ্যে শুরু করবেন না।

*২) এটি কি এমন একটি বিষয়, যা বিশেষজ্ঞ দক্ষতা ছাড়াই, অনেক লোককে কাজে নিয়োজিত করতে পারবে?* ব্যবহৃত আসবাব পত্রের গুদামঘরে বিভিন্ন ও সাধারণ গুণযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটি চিকিৎসা ক্লিনিকে বিশেষ দক্ষতাযুক্ত অল্পসংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন।

*৩) ঐ বিভাগটির অবস্থান কি মণ্ডলীর পক্ষে সুবিধাজনক?* অনেক শহরে, অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এলাকায়, বাসগৃহ নির্মাণের বেশী সুযোগ থাকে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে, নির্দিষ্ট সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগের অবস্থান কাছে হলে, মণ্ডলীর অনেক বেশী সদস্য সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

*৪) এটি কি এমন একটি স্থান, যেখানে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আমাদের মণ্ডলীর নানা-সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষকে আবেগ, পারস্পরিক সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা নিয়ে নেতা হওয়ার উপযুক্তরূপে গড়ে তুলেছেন?* বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন কর্মীদের মধ্যে, বিশ্বাস গড়ে তোলার অধ্যায়ে, তাদের নানা কর্মসূচী সঠিকভাবে বোঝার জন্য কমপক্ষে ৫ বৎসর সময় প্রয়োজন। সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা থেকে সাহায্যগ্রহণকারী অনেকেই ইতিমধ্যে দেখেছেন, এমন অনেক কর্মী আছেন, যারা গ্রহীতার অবস্থা, গুণ বা সম্ভাবনা না দেখেই তাদের সাহায্য দান করেন। অবস্থা তখনই গড়ে ওঠে, যখন লোকে শুদু সম্পদ লাভ করে না - কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের নিজেদের গুণাবলী, স্বপ্ন ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর কোথায় পূর্বেই বিভিন্ন-সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করুন, আপনি হয়তো আপনার মণ্ডলীর সেইসব লোকদের সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাদের দৃষ্টান্ত থেকে সহানুভূতিমূলক ও শক্তিবর্ধক পরিচর্য্যার বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হবে। ঈশ্বর যে ভালবাসাপূর্ণ ও বিশ্বস্ত দুই একজন ব্যক্তিকে দিয়েছেন যাদের সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা কাজের স্পষ্ট ধারণা আছে, তাঁদেরকে উপেক্ষা করবেন না।

*৫) যে প্রয়োজনের বিষয় আমরা আলোচনা করছি, সেটা এমন, যেখানে আমরা বিভেদমূলক পার্থক্য করতে পারি?* একটা শহরের সমস্ত দুষ্কৃতকারীদের সমস্যা সমাধান, একটা বৃহৎ মণ্ডলীর পক্ষেও একটা কঠিন কাজ। কিন্তু জেলার এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় ধাপের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা যদি লক্ষ্যমাত্রা হয়, তহালে সেটার ফলাফল পরিমাপ করা সহজ।

*৬) যে প্রয়োজনের কথা আমরা বলছি, সেটা কি বেশ কঠিন এবং সম্ভবতঃ পূর্বে কখনও সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি?* এই ধরনের প্রয়োজন ও প্রচেষ্টার উপর গবেষণা শুরু হয়েছে, যেখানে আপনি যোগ দিতে পারেন।

*৭) আমরা কি এই সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগের কাহিনী অন্যদের বলতে পারি, যেন তা আমাদের মণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির উপর অবিরত প্রভাব বিস্তার করতে পারে?* সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যার প্রাথমিক স্তরে, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ যে সমগ্র মণ্ডলী, প্রয়োজন ও লোকদের কতটা সেবা করা হচ্ছে তা যেন সহজেই বুঝতে পারে। মাদকাসক্ত বা যৌনকার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে পরিচর্য্যা কাজ করা হচ্ছে, সেটি লোকের চক্ষু গোচরে আনার দরকার নেই। কিন্তু শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য যে পরিচর্য্যা কাজ করা হচ্ছে, তা সহজেই সবার কাছে প্রকাশ করা যায়।

*৮) সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ দ্বারা আমরা এমন কিছু বিষয় গুরুত্ব দিচ্ছি, যা অন্য মণ্ডলীর সঙ্গে অংশীদারত্বে সহায়ক হবে?* সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগ একটি অতুলনীয়; ভীতিপ্রদ নয় - এমন একটি স্থান, যেখানে সমগ্র মণ্ডলী, সমগ্র শহরের সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। অন্যান্য মণ্ডলীর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার সময় ও সম্পদ উভয়ই বাঁচানো যায়। অন্যান্য মণ্ডলীর সঙ্গে যৌথভাবে, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত অঞ্চলে এমনভাবে এমন কিছু কাজ করতে হবে, যা পরিচর্য্যা কাজের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য।

মণ্ডলী প্রস্তুতি ব্যবস্থার এই ছয়টি অংশ (আত্তীকরণ, ভিত্তিমূল, আবিষ্কার, নিয়োগ, শিক্ষাদান ও উন্নয়ন) প্রশাসনিক ও নেতৃত্ব উন্নয়ন দান দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। বৃহৎ মণ্ডলীতে, মূল প্রস্তুতি দলের প্রতিটি অংশের সঙ্গে এক একটি দল যুক্ত থাকতে পারে। ছোট মণ্ডলীতে একজন অবৈতনিক ব্যক্তি থাকতে পারেন, যিনি ঐ পদ্ধতির একজন তৃতীয় ব্যক্তিরূপে, লোকদের পরবর্তী স্তরে পৌঁছাবার জন্য নিরপেক্ষভাবে কথাবার্তা চালাবেন।

## একজন মূখ্য ব্যক্তি, পদ্ধতিটি গড়ে তোলার জন্য দায়িত্বশীল থাকেন এবং প্রস্তুতির মূল্য সমর্থন করেন

একটি প্রস্তুতিমূলক পদ্ধতিতে, মুখ্য ব্যক্তি তিনিই হতে পারেন, যাঁর সাবলীল নেতৃত্বগুণ আছে। যখন কোন কাজ করতে হয়, তাঁর সহজাত প্রবৃত্তিরূপে তিনি নিজে সেটা না করে, উপযুক্ত গুণ সহ স্পষ্ট ধারণা ও লক্ষ্য আছে, এমন এটি দলের উপর সেই কাজের ভার অর্পণ করেন। ঐ ব্যক্তি অবিরত দল তৈরী করেন এবং স্পষ্ট প্রত্যাশাযুক্ত কাজ দেন এবং সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন করেন। এমন কি ৫০ জন সদস্যের একটি মণ্ডলীতে, এরূপ একজন ব্যক্তি থাকবেন, যাঁর সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব, দায়িত্বশীলতা ও গুণাবলী আছে, যার সাহায্যে তিনি লোকদের অনুগ্রহ-দান, আহ্বান ও অভিপ্রেত স্থানের কথা বলবেন, যেন লোকেরা উল্লেখযোগ্যভাবে নিজেদের সেবা কাজে যুক্ত করে। তাঁরা পরিচর্য্যা কাজের সংযোজক, যিনি অভাবের সঙ্গে লোকদের যেন বিবাহ দেবেন এবং উপদেশের বাক্যকে উপদেশমূলক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করবেন।

যখন প্রস্তুতির এই সাধারণ তিনটি নীতি একস্থানে যুক্ত হয়, তখন সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা কাজ সামনে এগিয়ে আসে — শুধু মাত্র মঞ্চ থেকে নয় কিন্তু লোকেদের জীবনযাপন প্রণালীতেও। সহানুভূতিমূলক পরিচর্য্যা বিভাগগুলি হল এমন স্থান, যার মধ্য দিয়ে মণ্ডলী লোকসমাজে পরিবর্তন আনয়ন করে এবং মণ্ডলীর জনগণের জীবনেও পরিবর্তন আনে কারণ তাঁদের আরামের জীবনের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তথাপি এটি যখন শুরু হয় এবং রবিবারের প্রাতঃকালীন ঘটনা দ্বারা সমর্থিত হয়, একমাত্র সেটাই তাকে ধরে রাখতে পারে না। এরজন্য প্রস্তুতির মনোভাব, পদ্ধতি ও নেতাদের দরকার হয়, যাঁরা শিষ্যগণকে পরিচালিত ও সজ্জিত করে, গির্জার অভ্যন্তর ও বহিঃস্থ ক্ষেত্র আনয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। ■

**ব্র্যাড স্মিথ**, ডালাসের ঈশতাত্ত্বিক বিদ্যালয়ের স্নাতক, তিনি টেক্সাসের অন্তর্গত ডালাসের নেতৃত্ব নেটওয়ার্কের কর্মকর্তা ছিলেন এবং পুরোহিত ও মণ্ডলী স্থাপকের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল।

# সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব চক্র ঃ

# এক নিরবচ্ছিন্ন পদ্ধতি

**র‍্যানডি হার্সট কর্তৃক রচিত**

যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের মহান আদেশ করেছিলেন, সেটি তাঁদের কাছে কোন নূতন বিষয় ছিল না। তাঁর শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে যীশু তাদের এই কাজের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

তখন মানুষকে আর একটি ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনের জন্য একত্রিত করছি, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরা সমগ্র জগতে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক কাজে অংশ গ্রহণ করবেন, হারিয়ে যাওয়া মানুষকে উদ্ধার করে ঈশ্বরের কাছে আনবেন! ঠিক যে ভাবে শিষ্যগণ, রুটি ও মাছ বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে দেখেছিলেন, সেইভাবে এখন তাদের প্রভু যীশুর প্রতিশ্রুত বার্তা চিরস্থায়ী ও বহুগুণ বৃদ্ধি করার কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

চারটি সুসমাচারের প্রত্যেকটির শেষে যীশুর সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, যা তিনি তাঁর জাগতিক পরিচর্য্যা কালে শিষ্যদের কাছে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন। যোহনের সুসমাচারসহ, অন্য তিনটি সংক্ষিপ্ত সুসমাচারে, যীশুর সেই মহান কার্যভারের অনুচ্ছেদটি লিখিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে যে মুখ্য উদ্দেশের কথা বলা হয়েছে, সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব তার অর্ন্তভুক্ত।

ক্যানটারবেরীয় ৯৮ তম আর্চ বিশপ (১৯৪২-৪৪) উইলিয়াম টেম্পিল সুসমাচার প্রচারের একটি ব্যাপক ও সঠিক সংজ্ঞা দান করে বলেছেন ঃ "সুসমাচার প্রচার হল, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যীশু খ্রীষ্টকে এমনভাবে উপস্থিত করা, যেন মানুষ তাঁকে পরিত্রাতারূপে বিশ্বাস করে এবং তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগিতায়, প্রভুরূপে তাঁর সেবা করে।"

সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব - এ দুটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করবেন, একটা কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি হবে। মেঘধনুর রংগুলির মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য রেখা টানা যায় না, ঠিক সেইভাবে শাস্ত্র সুসমাচার-প্রচারকে, শিষ্যত্ব থেকে পৃথক করা যায় না। সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব একই ক্রমবর্ধিত ধারার দুটি অংশ নয়, যা সুসমাচার প্রচারে শুরু হয়ে, শিষ্যত্বের চূড়ান্তে পৌঁছায়। বরং এদুটি একটা বৃত্ত রচনা করে। শিষ্য মনোনয়নের জন্য সুসমাচার প্রচার করতে হবে এবং শিষ্যত্ব বিশ্বাসীদের সুসমাচার-প্রচারের জন্য প্রস্তুত করবে।

## শিষ্যত্বের পূর্বে সুসমাচার প্রচার

বীজ বপনের দৃষ্টান্তে যীশু বলেছেন, ঈশ্বরের বাক্য বা বার্তারূপী বীজ বিভিন্ন ধরনের জমিতে পতিত হয়। অনেক মানুষ সেই বার্তায় সাড়া দেয় না। আবার অনেকে সাড়া দিলেও তাদের সাড়া স্থায়ী থাকে না।

অনেকে এই বীজ বপনের দৃষ্টান্তটি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, কারণ এতে বর্ণিত চার প্রকার ভূমির মধ্যে তিন প্রকার জমিতে কোন ফল উৎপাদিত হয় না। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে, ঈশ্বরের বাক্যে সকল বাধা অতিক্রম করে, উপযুক্ত ফলে ফলবান হয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে জয়ী হয়েছে। যদিও এই দৃষ্টান্তে, অনেক কথা সেই তিন ধরনের জমির উপর পতিত বীজ সম্বন্ধে বলা হয়েছে - যা কোন ফল উৎপাদন করতে পারেনি, তথাপি মুষ্টিমেয় কিছু বীজ উত্তম ভূমিতে পড়েছিল। দৃষ্টান্তে একথা বলা হয় নি যে বীজ বপনের সমস্ত কাজ ব্যর্থ হয়েছিল।

প্রায় সব ব্যাখ্যায় বীজ বপনের দৃষ্টান্তে, চার প্রকার জমির কথা বলা হয়েছে — কঠিন জমি, অগভীর জমি, কাঁটাবনে ছাওয়া জমি ও উর্বর জমি। কিন্তু বলা যায় এই দৃষ্টান্তে প্রধানতঃ দুধরনের জমির কথা বলা হয়েছে ঃ উর্বর ও অনুর্বর। এই দুই ধরনের জমির প্রতিটির জন্য তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে দুটির মধ্যে যে কোন একটি অদৃষ্টের মুখোমুখি হতে হয়। সুসমাচার-প্রচারের ফল হল উত্তম ভূমি - যে সব মানুষের জীবন শুধু শুরুই হয় না কিন্তু বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অনেক ব্যক্তি মনে করেন সুসমাচার প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই দেখা যে জনৈক অবিশ্বাসী, পাপীদের প্রার্থনা উচ্চারণ করছে। কিন্তু পরিত্রাণের সিদ্ধান্ত ছাড়াও সুসমাচার-প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সুসমাচার-প্রচারের উদ্দেশ্য হল জীবনধারা পরিবর্তন করা - একজন মানুষ যীশুর শিক্ষা ও আদেশের বাধ্য হয়ে, তাঁর অনুগামী হছে। চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল শিষ্যত্বলাভ খ্রীষ্টের একজন দায়বদ্ধ ও বিশ্বস্ত অনুগামী হওয়া।

দুঃখের বিষয় এই যে যদি কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার মূল্য অনুধাবন না ক'রে, পরিত্রাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে ভালভাবে শুরু করলেও খ্রীষ্টকে অনুসরণ ও তাঁর সেবায় রত থাকতে ব্যর্থ হয়। এই প্রকার পরিস্থিতির কথাই, বীজ বাপকের দৃষ্টান্তের প্রথম তিন প্রকার জমি দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষ তাঁর বাক্য গ্রহণ করে কিন্তু পাখী সেই বীজ নিয়ে যায়, সূর্য্যকিরণ তা হারিয়ে দেয় বা কাঁটাবন তার স্থান রুদ্ধ করে। যীশু ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন এই পাখী, সূর্য্য কিরণ ও কাঁটাগাছ, মানুষের আত্মিক জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতার প্রতিনিধিত্ব করে। এটা নির্যাতন বা ধনলাভের ইচ্ছা সব হতে পারে। এতগুলি বার্তাকে বা ঈশ্বরের বাক্যকে দীর্ঘস্থায়ী ফল উৎপাদনে বাধা দান করে।

লোকে খ্রীষ্টের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে — এটা যত আবেগের সঙ্গেই আমরা দেখতে চাই না কেন, সম্ভবত এটা তাদের অপরিণত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে কারণ তাদের পবিত্র আত্মার সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে তাঁর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে — প্রথমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তারপর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে।

শিষ্যত্ব-গ্রহণ, সুসমাচার-প্রচারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত - এটা অনুধাবন করলে পর, আমরা বুঝতে পারব, কিভাবে যীশুর বার্তা অন্যের কাছে বলতে হবে। যীশু শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্য হওয়ার মূল্য অবশ্যই তাঁর অনুগামীদের বুঝতে হবে। "যে কেহ নিজের ক্রুশ বহন না করে ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ না আইসে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। বাস্তবিক দুর্গ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা হইলে, তোমাদের মধ্যে কে অগ্রে বসিয়া ব্যয় হিসাব করিয়া না দেখিবে, সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কিনা"? (লূক ১৪:২৭,২৮)।

একজন অবিশ্বাসীকে অবশ্যই, খ্রীষ্টের ক্ষমা লাভ করে, তাঁর অনুগামী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাৎপর্য বুঝতে হবে। বিশ্বাসীগণকেও এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে তারা যেন আবেগের বশে কোন মানুষকে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত না করে, যার অর্থ তারা বোঝে না বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রস্তুত নয়। খ্রীষ্টকে লাভের জন্য কোন ব্যক্তির সঙ্গে প্রার্থনা করলে, আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে সে যা করছে, বুঝতে পারছে। এইজন্য জ্ঞানের প্রয়োজন এবং নিজেদের কিছুটা দান করাও প্রয়োজন।

আমরা খ্রীষ্টের কাজে তাদের জীবন উৎসর্গ করার জন্য লোকদের সম্মত করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি না। সুসমাচার প্রচার করে মানুষকে সম্মত করা যায় না। এটা পবিত্র আত্মার কাজ। যীশু প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন — "পবিত্র আত্মা তোমাদের 'পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতা সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে, জগৎকে দোষী করবেন (যোহন ১৬:৮)। আমাদের দায়িত্ব হল স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের বাক্য অন্যের কাছে প্রচার করা। কিন্তু পবিত্র আত্মা শ্রোতাদের হৃদয়ে আস্থা ও আহ্বান সৃষ্টি করবেন। যখন আমরা বুঝতে পারি, সুসমাচার প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ ক'রে, ঈশ্বরই এ বিষয়ে উৎসাহী হয়েছেন, তখন তাঁর অনুপ্রাণিত কাজের উপর নির্ভর করে, আমরা আরও সাহসী হয়ে উঠতে পারি। এছাড়া আমরা লোকদের অপরিণত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তাদের প্ররোচিত না করে, ঈশ্বরের সঠিক সময়ের জন্য, ধৈর্য্যপূর্বক অপেক্ষা করতে বলব। আমরা আমাদের সাক্ষ্যদানে দ্বিধাগ্রস্ত হব না বা তাড়াতাড়ি করব না।

## সুসমাচার পূর্ব শিষ্যত্ব

সুসমাচার-প্রচার ও শিষ্যত্ব গ্রহণের চক্র তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন শিষ্যগণ বার্তাবহরূপে তাঁর বাক্য প্রচার করেন ও আরও শিষ্য তৈরী করেন।

এই বিষয়ে আমেরিকার ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য মণ্ডলী, পৃথিবীর অপর অংশের মণ্ডলীগুলির কাছ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। বিগত ৫০ বৎসরে বিভিন্ন দেশে এসেম্বলি অফ গডের মণ্ডলী বৃদ্ধির সহভাগিতা, পশ্চিমের দেশগুলিকে অতিক্রম করেছে। এটি ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা অংশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এরূপ প্রচুর ও বিস্ফোরক মণ্ডলী বৃদ্ধির কারণ হলো, সেখানকার বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিয়ে সুসমাচার প্রচার কার্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। আমেরিকার বহু বিশ্বাসী আশা করেন, সুসমাচার প্রচারের জন্য মণ্ডলীর বেতনপ্রাপ্ত, সুদক্ষ কর্মী প্রয়োজন। কিন্তু যে সব দেশে মণ্ডলীর যথেষ্ট সংখ্যক বেতনভুক্ কর্মচারী নেই, সেখানে মণ্ডলীর সভ্যসভ্যাগণ, সুসমাচার-প্রচার অনেক বেশী সক্রিয় হন।

একজন ব্যক্তি কতকাল খ্রীষ্টকে অনুসরণ করছেন বা তিনি আত্মিকভাবে সত্যই পরিপক্ক কি না, এসবের উপর সাধারণতঃ কার্যকরী সাক্ষ্যদান নির্ভর করে না। হাজার হাজার মণ্ডলীতে ব্যাপক গবেষণা করে দেখা গেছে, সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে যারা ব্যক্তিগতভাবে সুসমাচার প্রচারে আগ্রহী, তাঁরা হয়তো মাত্র একবৎসরের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন। খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার একটি অত্যাবশ্যক বিষয় হল, ব্যক্তিগতভাবে সুসমাচার প্রচার করা। এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনধারার একটি অংশ হওয়া প্রয়োজন যেন তিনি তাঁর চারিদিকের অবিশ্বাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

## উদ্দেশ্য

কলসীয়দের প্রতি লেখা সাধু পৌলের পত্রে, সুসমাচার প্রচার ও শিষ্যত্ব গ্রহণ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি (তোমাদিগকে) এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করিলেন; যেন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করেন, যদি তোমরা বিশ্বাসে বদ্ধমূল ও অটল হইয়া স্থির থাক এবং সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা হইতে বিচলিত না হও;" (কলসীয় ১:২২,২৩)। সুসমাচার ঘোষণা করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পৌল আরও বলেছে — "তাঁহাকেও আমরা ঘোষণা করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি, সমস্ত জ্ঞানে প্রত্যেক মনুষ্যকে সচেতন করিতেছি ও প্রত্যেক মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছি যেন প্রত্যেক মনুষ্যকে খ্রীষ্টে সিদ্ধ করিয়া উপস্থিত করি," — (কলসীয় ১:২৮) লক্ষ্য করুন, প্রত্যেক শিষ্যকে পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ করে, খ্রীষ্টে সিদ্ধ করে, এ জগতের জীবন শেষে, প্রভুর কাছে উপস্থিত করা হবে।

যেহেতু পুরোহিতগণ স্থানীয় মণ্ডলীকে প্রচারকার্যে অনুপ্রাণিত করেন, এজন্য কতটা সময় ও সম্পদের প্রয়োজন, সেই সিদ্ধান্ত তাঁদের গ্রহণ করতে হবে। পৌলের ন্যায় আমাদেরও "সর্ব উপায়ে" সুসমাচার প্রচার করার জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে (১ করিন্থীয় ৯:২২)। কিন্তু আমাদের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্যটি, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা প্রকাশিত— "খ্রীষ্টে সিদ্ধ হওয়া" (কলসীয় ১:২৮) - শিষ্যদের সব সময় খ্রীষ্টে সিদ্ধ হতে হবে। কখনও কখনও এর অর্থ এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা প্রারম্ভিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য না করলেও, অনেক শিষ্য বা ভক্ত তৈরী করে।

যীশু প্রত্যেক মানুষের পাপের অনন্ত ফলাফল ও অনন্ত নিয়তি সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন। সুসমাচারে প্রত্যেক শ্রোতাকে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। যাঁরা খ্রীষ্টের বধূ — তাদের প্রত্যেকের পরিত্রাণের উপর,

> *ঠিক যে ভাবে শিষ্যগণ, রুটি ও মাছ বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে দেখেছিলেন, সেইভাবে এখন তাদের প্রভু যীশুর প্রতিশ্রুত বার্তা চিরস্থায়ী ও বহুগুণ বৃদ্ধি করার কাজে অংশ গ্রহণ করতে হবে।*

সুসমাচার আলোকপাত করেছে। খ্রীষ্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল "অনেক পুত্রকে প্রতাপে আনয়ন" করা - (ইব্রীয় ২:১০) এবং মণ্ডলীকে এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে।

সুসমাচার-প্রচার ও শিষ্যত্ব গ্রহণ চক্র এক নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতি, যার দ্বারা মানুষকে, খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যের নাগরিক হওয়ার জন্য সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয় ও স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ■

**র‍্যানডি হার্সট,** *মিসৌরির স্প্রিংফিল্ডের এসেম্বলি অফ গড ওয়ার্ল্ড মিশনের যোগাযোগের নির্দেশক এবং সুসমাচার-প্রচার কমিশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।*

# সহানুভূতিমূলক সুসমাচার-প্রচার

*আত্মা-অভিষিক্ত করুণা, মানুষকে পরিত্রাণের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করার একটি শক্তিশালী অস্ত্র।*

**জন লিণ্ডেল কর্তৃক রচিত**

**একটা স্প্রে - কেউ হয়তো আমার কার্য্যালয়ে ফেলে গিয়েছিল।**

গালে জিভ ঠেকিয়ে, আমি ঐ প্যাকেটের উপরে উৎপাদক-সংস্থার লেখা পড়লাম — "এই মুহূর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন — আশ্চর্যজনক পেপারমিন্টের গন্ধযুক্ত বিশ্বাস মুগ্ধকারক নিশ্বাসের স্প্রে।" মানুষের কাছে এইরূপ সহজভাবে পৌঁছে দিতে, আপনি কি ইচ্ছুক হন না?

যীশু খ্রীষ্টের জীবন-পরিবর্তনকারী বার্তা প্রচার করে ভক্ত মণ্ডলী গঠন করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন। কিন্তু আমাদের এই অত্যাধুনিক জগতে, শুধু বাক্য দ্বারাই আমরা শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে পারি না। এখানে সেই পুরাতন প্রবচনটি আরও বেশী সত্য হয়ে ওঠে ঃ 'আপনি কত জানেন, লোকে তা চিন্তাও করে না যতক্ষণ না তারা বুঝতে পারে, আপনি তাদের জন্য কতটা চিন্তা করবেন।'

যারা সুসমাচারে সঙ্গে পরিচিত এবং আমাদের আরাধনার সঙ্গে জড়িত, তারা হয়তো আসবে এবং আমাদের বার্তা শ্রবণ করবে। কিন্তু মানুষের প্রত্যুত্তরের জন্য, ঈশ্বরের বাক্যের অভিষিক্ত ও স্পষ্ট উপস্থাপন আমাদের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে, আমি কখনও বাইবেল প্রচার ও আমন্ত্রণ জানাতে বিরত হই না।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মুহূর্তে গির্জায় যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে না। তারা সুসমাচারের শক্তি অনুভব করতে পারছে না কারণ তারা কার্যকরী সুসমাচার দেখে নি। আমাদের এই আধুনিক জগৎ প্রয়োগবাদী এবং তা কেবলমাত্র কার্যে আগ্রহী। তথাপি এই অত্যাধুনিক যুগে, মানুষ তার অন্তঃস্থল থেকে চায় - যা প্রত্যেক যুগেই অপ্রতিরোধ্য - প্রকৃত সহানুভূতি ও দয়াশীলতা। আমরা এই দুটি শব্দকে যুক্ত করে সেটিকে মানুষের হৃদয়ের কথা বলে মনে করতে পারি। "আমরা অবশ্যই তাদের জীবনের একটা অভাব মিটিয়ে, এই চিন্তাকে কাজে রূপায়িত করতে পারি।"

আদি মণ্ডলী যে কারণে খ্রীষ্টিয়ানদের ঘৃণাকারী পেগান সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল— আদি মণ্ডলীর সহানুভূতি ও দয়া। তাঁরা মানুষের জীবন স্পর্শ করার জন্য দয়াশীলতার ক্ষমতা অনুধাবন করেছিলেন। আমাদের মতো তারাও এমন এক সমাজে বাস করতো, যেখানে জীবন ছিল মূল্যহীন। লোকে প্রতিবন্ধী ছেলেদের শহরের আবর্জনা স্তূপে ছুড়ে ফেলে দিল। যে মেয়েদের তারা চাইতো না, তাদের জঞ্জালের মতো পরিত্যাগ করতো। খ্রীষ্টিয়ানেরা সেইসব শিষ্যদের উদ্ধার করতেন, খাবার দিতেন ও তাদের ভরণ পোষণ করতেন।

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য মণ্ডলীর এত গভীর ভালবাসা ছিল যে, তাঁরা উপবাসের ঋতু পালন করতেন। এই সময়ে তাঁরা দরিদ্রদের জন্য শুধুমাত্র উপবাস বা প্রার্থনাই করতেন না কিন্তু খাবারের জন্য তাঁদের যে অর্থ ব্যয় করতে হতো, সেটা তাঁরা সঞ্চয় করতেন এবং দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দান করতেন। যে সংস্কৃতিতে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের জন্য কোন চিন্তাভাবনা করা হতো না, খ্রীষ্টিয়ানেরা সেখানে পথে নেমে এসেছিলেন ও তাদের জন্য চিন্তাভাবনা করেছিলেন।

আদি মণ্ডলীর ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে যখন রোমান সাম্রাজ্যে দুটি ধ্বংসশীল মহামারী দেখা গিয়েছিল (১৬৫ ও ২৫১ খ্রীষ্টাব্দে), প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিল। লোকে প্লেগের ভয়ে শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই মহামারীর সময়ে, খ্রীষ্টিয়ানেরা শহর ও নগরগুলিতে থেকে, মানুষের পরিচর্য্যা করেছিলেন। অনেক সময়, তাঁরা নিজেরা প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুপথ যাত্রীদের পরিচর্য্যা করে তাঁরা এক মহা প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন। কিছু দিনের মধ্যে একটা গোটা সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল কারণ খ্রীষ্টিয়ানেরা তাঁদের চারিদিকের মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও দয়াশীল সাড়া দান করেছিলেন।

প্রকৃত অর্থে, পৌল যখন কলসীয়দের সহানুভূতি ও করুণা (কলসীয় ৩:১২) পরিধান করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেটি ছিল সুসমাচার-পূর্ব এক আহ্বান, যখন মণ্ডলী মানুষের জীবনের অভাব মোচন করে, তাদের হৃদয় সুসমাচারের জন্য উন্মুক্ত করেছিলেন। আত্মা অভিষিক্ত করুণা, মানুষের পরিত্রাণের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন করার, এক অতি শক্তিশালী অস্ত্র। তখন ঈশ্বর আমাদের কাছে পৌঁছে যান। রোমীয় ২:৪ পদে, প্রেরিত পৌল আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের মধুর ভাব, আমাদের মন-পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়।

অনেক সময় মনে হয়, আমরা সুসমাচার প্রচারকে খুবই কঠিন করে তুলেছি। অনেক খ্রীষ্টিয়ানই অকার্যকরী সুসমাচার প্রচারক কারণ তাঁরা স্পষ্টভাবে কথা বলার জন্য ও প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দানের জন্য অপ্রয়োজনীয় বোঝা বহন করেন। অনেক সময় আমি উত্তরোত্তর ভাবতে থাকি যে, ঈশ্বরের প্রতি অসীম ভালবাসা ও তৎসহ মানুষের প্রতি সহানুভূতিমূলক করুণা, এত উজ্জ্বল এক বাতি জ্বালাতে পারে, যা অন্ধকারে আছে যারা, তাদের ঘরে ফেরার পথ দেখাতে পারবে। ■

**জন লিণ্ডেল,** *মিসৌরীর ওজার্কের জেমস রিভার এসেম্বলি অফ গডের প্রধান পুরোহিত।*

# মিশ্র পরিবারের জীবন ঃ

## মিশ্র পরিবারের

### অভাবগুলির পরিচর্য্যা

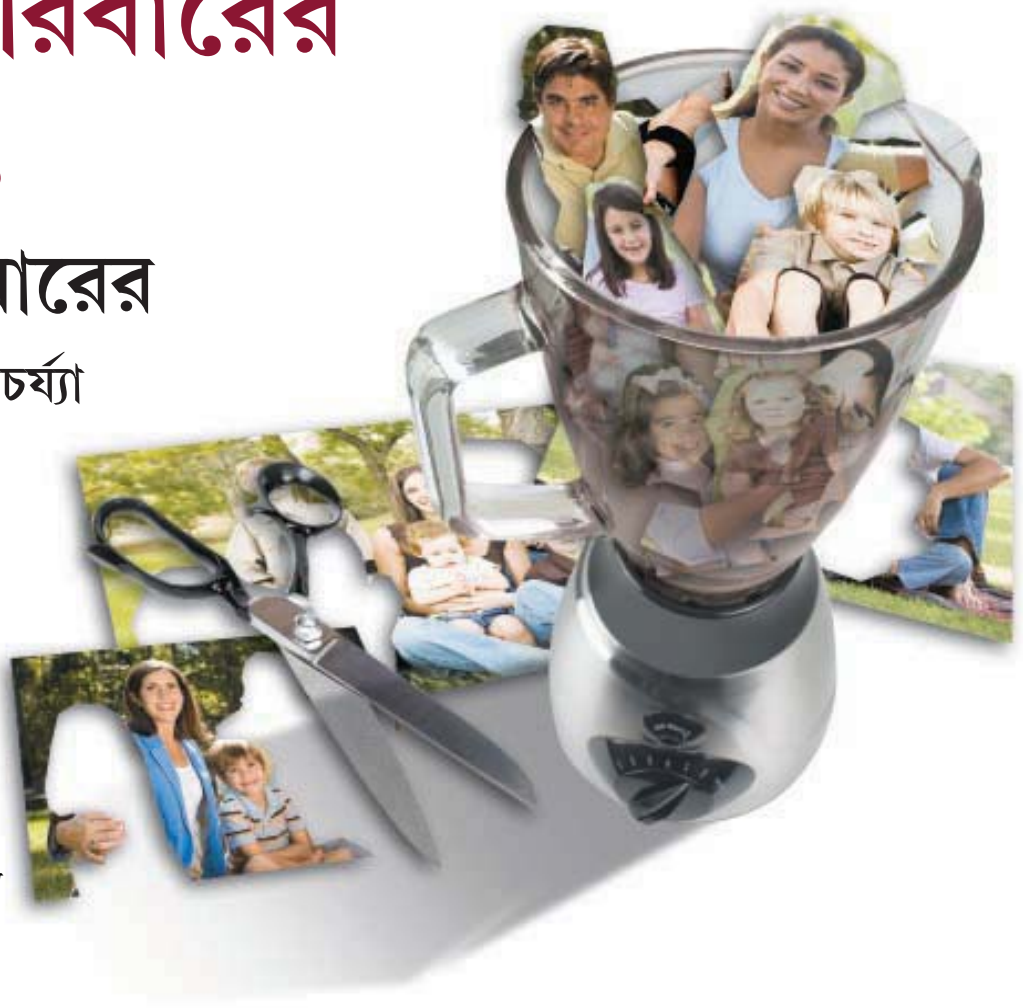

***প্রস্তুত থাকুন বা না থাকুন - এখন এগুলি দেখা যাচ্ছে - সৎ-পরিবার ও একক পিতা/মাতার পরিবার। এই ধরনের পরিবারগুলি, আজকের দিনে, আপনার মণ্ডলীতে সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কৃতিক পরিবর্তন আনয়ন করছে। এখন এই ধরনের পরিবারের জন্য আপনার চিন্তা করা কর্তব্য।***

ডন আর. প্যারট্রিজ কর্তৃক রচিত

এগুলি এখন আপনার পরিচর্য্যা বিভাগের কঠিন উদ্বেগের বিষয়। এই পদ্ধতি আপনার জানা প্রায় প্রত্যেককে, সম্ভবত আপনার পরিবারকেও প্রভাবিত করছে।

এই প্রকার পরিবারগুলি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রবন্ধে আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলব এবং তার সমাধান সূত্র দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনি জানেন না, হয়তো এমন আরও কিছু আপনি শিখতে পারবেন এবং বাইবেলের নানা উদাহরণও আমি প্রয়োগ করব। কিন্তু এই প্রবন্ধ আমাদের একটা চ্যালেঞ্জের কাছে নিয়ে যাবে। আপনি কি কোন পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে প্রস্তুত আছেন?

আপনি সংখ্যাতত্ত্বটি জানেন ঃ আজকের দিনে বয়স্কদের অর্ধাংশ একক, পুনরায়-একক বা একক পিতা/মাতা। বাকী অর্ধেক বিবাহিত এবং তারও অর্ধেক সৎ পরিবারে বিবাহিত। বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রথম বিবাহের শতকরা ৪৩ ভাগ ও সৎ পরিবারের শতকরা ৬০-এরও বেশী ব্যর্থ। বস্তুত সৎ পরিবারের সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থবার বিবাহ, অনবরত ঘটছে। কারণ যাই হোক না কেন, একক পিতা/মাতা ও সৎ পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেন আপনার মণ্ডলীতে এই সৎপরিবারের বা একক পিতা/মাতার সঙ্গে কাজ করার বিষয়টি, এক উল্লেখযোগ্য পরিচর্য্যায় পরিণত হয়েছে? আপনি যখন আপনার সমাজে পৌঁছান, সেখানে কি অবস্থা আপনি দেখতে পাচ্ছেন — একক পিতা/মাতা ও সৎ পরিবারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মণ্ডলীর মস্তক বলেছিলেন ঃ "প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই, যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি, যেন সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর.....ঘোষণা করি," (যিশাইয় ৬১:১,২)। খুব কম মানুষই, একক পিতা/মাতা ও সৎ পরিবারের সদস্যগণ অপেক্ষা অধিক ভগ্নচিত্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে থাকে।

অতএব আসুন এখন আমরা, আপনার মণ্ডলীতে সদ্য আসা, এমন এক দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। নাম ধাম ব্যতীত, এই কাহিনীটি কিন্তু সত্য।

ক্যানসাসের উইচিটাতে বারবারা বাস করতেন। বেদনাদায়ক বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সে তার দুই কন্যাকে নিয়ে যতদূর সম্ভব চলে যেতে চাইল। সে

ওয়াশিংটনের সিয়েটেলে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল। বিচ্ছেদের সময় তাকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, সেই দিয়েই সে অন্যত্র যেতে চাইল। কিন্তু যাওয়ার ঠিক পূর্বে, তার কন্যাদের পিতা, বারবারাকে কোর্টে নিয়ে গেল এবং ঠিক হল, সে তার কন্যাদের রাজ্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারে না। কাজেই বারবারা একাই পশ্চিমে চলে গেল। আর যে দিন তার বাৎসরিক চুক্তি শেষ হল, সে উইচিটাতে ফিরে এল।

সম্প্রতি মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুপস্থিতির কারণে অস্বাভাবিক হয়েছে। তাছাড়া তার অনুপস্থিতিতে তাদের বাবা, বারবারা সম্পর্কে নানা কুকথা তাদের বলেছিল। মেয়েরা তাদের বাবার সঙ্গে বসবাস করছিল। কিন্তু বারবারা তাদের নিজের কাছে এনে, তাদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তাদের বাবা এর বিরোধিতা শুরু করল। তখন মামলা শুরু হল।

আর একটা কথা এই যে, সিয়েটেলে থাকার সময় বারবারা, যাকোব এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেছিল এবং তার সঙ্গে উইচিটাতে ফিরে এসেছিল। বারবারার সন্তানদের নিয়ে, তারা দুজনে বেশ অসুবিধায় পড়ল। যাকোব চাইলো বারবারা আরও শৃঙ্খলাপরায়ণা হবে, যা বারবারার মনঃপূত ছিল না। সে তার মেয়েদের সঙ্গে পুনরায় নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করত এবং ভয় পেত যদি তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরিস্থিতি কি আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে?

যাকোব পূর্বে দুবার বিবাহ করেছিল এবং তার তিনটি সন্তান ছিল। প্রথম স্ত্রী দুটি সন্তান নিয়ে নিউ ইয়র্কে বাস করত, দ্বিতীয় স্ত্রী একটি পুত্র নিয়ে সিয়েটেলে বাস করত। যাকোব বেশ কয়েক মাস তার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলে নি। উভয় স্ত্রী ছেলেমেয়েদের তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করত। যখন সে নিউ ইয়র্ক থেকে মেয়েদের ডেকে পাঠাল, আর দ্বিধা করতে শুরু করল। অন্যদিকে সে এখন সিয়েটেলে তার পুত্রদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

এক রবিবারের সকালে বারবারা ও যাকোব, আপনার গির্জায় বসে আছে। তাদের ভালই দেখাচ্ছিল এবং তারা কথাবার্তা বলতে ইচ্ছুক ছিল। তথাপি তাদের আভ্যন্তরীণ জীবনে একটু দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সেখানে অনেক জটিলতা ও দুঃখের কথা জমে আছে। তারা আপনার সাহায্য চায়। কিন্তু কিভাবে আপনি তাদের সাহায্য করবেন?

প্রথমতঃ রবিবার প্রাতঃকালে আপনি যা বলছেন, তাই দিয়ে এই দম্পতিকে সাহায্য করতে পারেন। আপনি তাদের বলবেন যে আপনি তাদের সমস্যা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনার মণ্ডলীতে তাদের পরামর্শ ও পথ নির্দেশ লাভ করতে পারবে। এই দম্পতি তাদের নিজেদের, তাদের ছেলেমেয়েদের এবং অন্যান্য একক পিতা/মাতা ও সৎ পরিবারের সুস্বাস্থ্য ও স্থায়ীত্বের কেন্দ্র হতে পারবে।

যিশাইয় ভাববাদীর এই পরিচর্য্যার কথা যীশু উল্লেখ করেছিলেন। আপনি কি বারবারা ও যাকোবের ন্যায় দম্পতিদের বাতিঘর হতে ইচ্ছুক এবং আপনার মণ্ডলীকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত দেখতে ইচ্ছুক? যদি ইচ্ছুক থাকেন, এই পথে আমরা যাব।

## হঠাৎ - আরামের বিপদ

কোন একক পিতা ও একক মাতা কেন দ্রুত মিলিত হন ও বিবাহ করেন, তার মূল কারণ আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। বারবারা ও যাকোব দুজনেই পূর্ব বিবাহ-বিচ্ছেদ করে একক মাতা ও একক পিতারূপে সিয়েটেলে বসবাস করছিল। তাদের মিলনের প্রথা স্মরণ করুন, যা তাদের বিবাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এর ফলে আপনি প্রাথমিক স্তরে তাদের মধ্যে কি ঘটেছিল বুঝতে পারবেন।

বাইবেলে বেশ বিস্তারিতভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু মিলনের ফলে একটি দম্পতি এক দেহে পরিণত হয়, বিচ্ছেদের ফলে সেই এক দেহ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি অংশে পরিণত হয় — তাদের মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং দেহের অংশগুলি চারিদিকে পড়ে থাকে। বিবাহ-বিচ্ছেদের দ্বারা দম্পতিদের একজন বা তারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও শারীরিক ক্ষতির, প্রচণ্ড ও ভয়াবহ কাজ করে থাকে।

এর সঙ্গে অন্যান্য সমস্যাও যোগ করুন — বিচারালয়ের নানা বিষয়, ছেলেমেয়েদের দায়িত্বভার ও দেওয়ার অধিকার, অর্থনৈতিক সমস্যা, সন্তানদের কাছ থেকে বলপূর্বক পৃথকভাবে বাস করা ;হয়তো পূর্বের স্বামী/স্ত্রীর ন্যায় আরও একজন জীবন-সাথী পাওয়া, পূর্বের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এইসব উপাদানগুলি একসঙ্গে মিলিত হয়ে, ব্যক্তির জীবনে ভয়াবহ ক্ষতের সৃষ্টি করে।

এই প্রকার হৃদয়বিদারক ও আবেগময় ক্ষতির পরিবেশ, কল্পনা করুন, যখন বারবারা ও যাকোবের সাক্ষাৎ হয়, তখন কি ঘটল। হঠাৎই যেন তারা দয়া ও সাহচর্যের কাঙাল হয়ে উঠল। যে আবেগগুলি দীর্ঘ দিন ধরে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল, সেগুলি যেন হঠাৎ জেগে উঠল। এই আবেগগুলি বারবারা ও যাকোবকে যেন ভাসিয়ে দিল।

পরিবেশের এই অকস্মাৎ চরম পরিবর্তন, তাদের যেন অভিভূত করে তুলল। বারবারা বা যাকোব কেউই বুঝল না যে পরস্পরের প্রতি তাদের এই তীব্র অনুভূতি, প্রধানতঃ এই আকস্মিক পরিবর্তনের ফল। আবেগের এই মাদকতা সংবরণ করা, তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

পিতা বা মাতা, যারা হয় নি, তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু একক পিতা বা একক মাতা সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। যারা পিতা বা মাতা হয় নি, তারা সময় নিয়ে মিলিত হয় ও ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু একক পিতা/মাতা একবার একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়। তারা এক ঘণ্টার মধ্যেই 'কি, কেমন আছেন'-এর থেকে 'এই ব্যক্তিকেই আমি চাই-যার সঙ্গে আমি অবশিষ্ট জীবন কাটাতে পারব।' এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।

তাদের প্রথম মিলিত হওয়ার দিন থেকেই, বারবারা ও যাকোব বিশ্বাস করত যে, পরস্পর সম্পর্কে যা কিছু জানা দরকার, তারা সবকিছু জেনে গিয়েছে। যে কোন সমস্যা দেখলে, তারা তা বাতিল করে দিত এবং মনে করত, তাদের যৌথ জীবনের পরিকল্পনায়, এসব ছোটোখাটো বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। হিতোপদেশ ২৭:৭ পদে বলা হয়েছে — "তৃপ্ত প্রাণ মৌচাক পদদলিত করে, কিন্তু ক্ষুধার্ত প্রাণের কাছে তিক্ত দ্রব্য সকলও মিষ্ট"। তারা চিন্তাও করতো না যে যাকোব ইতিপূর্বে দুবার বিবাহ করেছিল এবং ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে আছে। বারবারা তার মেয়েদের কাছ থেকে অন্যত্র বাস

**এইসব জটিল নানাবিধ সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। তারা পরিবারের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিতে পারে বা দিয়ে থাকে।**

করছে। তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তখন সব কিছুই মধুর।

পুরোহিত রূপে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

একক পিতা বা একক মাতা পুনরায় বিবাহ করতে পারেন। তারা বিশেষ দিনে মিলিত হওয়ার পূর্বে, তাদের কাছে বৈপরীত্য সম্পর্কে শক্তিশালী মনোভাবের কথা বর্ণনা করুন। তাদের বলুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে আবেগজনিত উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। তাদের বলুন এই আবেগ প্রায় অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠতে পারে। তাদের এ কথাও বলুন যে তারা চাইছে তাদের এই নূতন সম্পর্ক তড়িৎ-গতিতে তাদের দিকে এগিয়ে আসুক, যেন ঈশ্বর তাদের স্বপ্নে, দর্শনে ও সীমাহীন সমর্থনে, সাহসপূর্বক উপস্থিত থাকেন। তারা তখন বিচার বিবেচনাকে উপেক্ষা করবে, ভুলে যাবে তারা কে, সঙ্গীর মহিমা গাইবে, কিভাবে মিলিত হওয়া উচিত - তা ভুলে যাবে, নীতিকে সরিয়ে দেবে এবং (এই সময়ে) হয়তো তাদের সন্তানদেরও বিস্মৃত হবে।

তাদের শিক্ষা দিন, বিবাহ কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই সহনীয় হয়, যারা ধৈর্য্যশীল, ধীরে অগ্রসর হতে চায় এবং জ্ঞানপূর্বক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তারা কি আশা করছে, তা জানলে, তারা অসতর্কভাবে মিলিত হবে না, তাদের ভাবাবেগ দমন করতে পারবে এবং তাদের মিলিত হওয়ার অভ্যাস পরিবর্তিত করবে।

## পারিবারিক সংযোগ

ঠিক দ্রুত যেভাবে সৎ পরিবার যুক্ত হয়, তেমনই অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যই আদিপুস্তক ২:২৪ পদে বলা হয়েছে — "এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।"

বিবাহিত দম্পতিকে, পৃথক ও স্বাধীন থাকতে হয়, নিজেদের গৃহের সবকিছুর কর্তা তারাই। কল্পনা করুন কি ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি হবে, যদি দুইজন নর-নারী, তাদের পিতামাতার কর্তৃত্ব ত্যাগ না করে, পরস্পরকে বিবাহ করে। পরস্পরবিরোধী কর্তৃত্ব ও পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু প্রথম বিবাহ ও সৎ পরিবারের বৈপরীত্য বিচার করুন।

প্রথম বিবাহে নর ও নারী ইচ্ছাকৃতভাবে বহিঃস্থ সম্পর্ক ও কর্তৃত্ব থেকে পৃথক হয়; কিন্তু সৎ পরিবারের বহিঃস্থ সম্পর্ক আপনা থেকেই উপস্থিত হয়। প্রথম বিবাহে নরনারী স্বাধীন এবং সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। কিন্তু বিবাহের দিন থেকেই সৎ পরিবার, তাদের সন্তানদের কাছ থেকে স্বাধীন থাকতে পারে না এবং সেইজন্য তাদের বর্তমান সঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ থাকতে পারে না।

বহিঃস্থ সব সম্পর্ক থেকে পৃথক হলেই শান্তি আসতে পারে। পরস্পর বিরোধী সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই অসুবিধা ও বিপদ সৃষ্টি করে।

প্রথম বিবাহে স্বামী ও স্ত্রী 'এক দেহে' পরিণত হয় এবং সন্তানদের সঙ্গে একই জৈবিকক সম্পর্কে যুক্ত থাকে। বাবা-মা ও তাদের সন্তানেরা একটি একক পরিবর গঠন করে।

> যারা পিতা বা মাতা হয় নি, তারা সময় নিয়ে মিলিত হয় ও ধীরে ধীরে সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু একক পিতা/মাতা একবার একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেই পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়।

বিপরীত ক্রমে সৎ-পরিবারের সদস্যেরা জৈবিক ও অজৈবিক উভয় দিক দিয়েই অন্য বয়স্ক মানুষ ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। আর সন্তানদের জন্য বাবা মা এবং অন্য বাবা মার বাবামা, সকলেই সৎ-পরিবারকে নিজেদের মতামত অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করে। এইসব জটিল নানাবিধ সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী হয়ে থাকে। তারা পরিবারের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিতে পারে বা দিয়ে থাকে।

সমগ্র বাইবেলে ও সমগ্র ইতিহাসে এটি প্রমাণিত যে একাধিক স্ত্রী এবং একই বাবা বা মায়ের সন্তান নয়, এমন ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করছে ও পরিবারে নানা অশান্তি সৃষ্টি করছে যেমন সারা ও হাগার, ইশ্মায়েল ও ইস্হাক, লেয়া ও রাহেল, যাকোবের পুত্রগণ ও তাদের সৎভাই যোষেফ, রাজা দায়ূদের অশান্তি সৃষ্টিকারী সন্তানেরা, গিদিয়ণের ৭০ জন পুত্র, সিপ্তাহ ও তাঁর সৎ ভায়েরা, হান্না ও পানিন্না — আরও অনেকের নাম উল্লেখিত আছে। যদি সৎ ভাইবোনদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন হয়, তাহলে আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে সৎপরিবারে, যাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক নেই, তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক বজায় থাকবে?

বারবারা ও যাকোব এই ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। যাকোব বারবারার সন্তান-পালন পদ্ধ তিটাকেই সমালোচনা করত। মেয়েরা চাইত না যে যাকোব তাদের জীবনের ব্যাপারে অনুপ্রবেশ করুক। কিন্তু তাদের পূর্বপিতা, মেয়েদের জীবনযাপন বিষয়ে বারবারার সঙ্গে বিবাদ করত। আবার যেহেতু যাকোব বহু দিন তার সন্তানদের কাছ থেকে দূরে ছিল, তার পূর্ব স্ত্রীরা তদের সন্তানদের মন যাকোবের বিরুদ্ধ চারী করে তুলেছিল।

একক পিতা/মাতা ও সৎ পরিবারের মধ্যে কি সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব? যাকোব ও বারবারার মেয়েরা কি নিজেদের মধ্যে দয়াপূর্ণ ও যত্নশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে? পুরোহিত হিসাবে আপনি কি তাদের সাক্ষাৎ করতে পারেন? অবশ্যই পারেন।

কিভাবে পারেন আমি বলছি।

বাইবেলে বলা হয়েছে, ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতাকে সমাদর করবে, আমাদের শত্রুকেও ভালোবাসতে হবে, একগালে চড় মারলে অন্য গাল ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আপনার সময় ও প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির সঙ্গে, আপনাকে আরও একমাইল হাঁটতে হবে।

অতএব আমাদের নিম্নলিখিত কাজগুলি আমরা করতে পারি বা করা উচিত ঃ- প্রথমত ঃ একক পিতা/মাতা বা সৎপরিবারে বাবা-মাকে প্রতিটি সম্পর্ক স্পষ্টরূপে চিহ্নিত করতে হবে। প্রথম বিবাহের পরিবারে সকল সদস্যের মধ্যে একটা রক্তের যোগাযোগ থাকে। কিন্তু একক পিতা/মাতার সৎ পরিবারে, প্রতিটি জৈবিক ও অজৈবিক সম্পর্ক স্পষ্টরূপে স্বীকার করতে হবে।

বারবারা ও যাকোবের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যাদের পরিবারে মোট নয়টি পৃথক পৃথক মূল সম্পর্ক বর্তমান আছে ঃ

(১) বারবারার মেয়েদের তাদের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক, (২) বারাবারার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক, (৩) বারাবারা ও যাকোবের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক, (৪) যাকোবের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়ের সম্পর্ক, (৫) যাকোবের দুটি সন্তান তাদের মায়ের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে থাকে, (৬) যাকোবের তৃতীয় সন্তান তার মায়ের সঙ্গে সিয়েটেলে থাকে। রক্তের

যোগাযোগ নেই (অজৈবিক) এমন সম্পর্ক ঃ- (৭) বারবারার সঙ্গে যাকোবের তিন সন্তানের সম্পর্ক, (৮) যাকোবের সঙ্গে বারবারার সন্তানদের সম্পর্ক, সব শেষে (৯) এসব ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্ক, যাদের এখনও পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি।

এইসব পৃথক পৃথক প্রতিটি সম্পর্ক, যে কোন মুহূর্তে বারবারা ও যাকোবের স্থিতিশীল সম্পর্কে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে। বারবারা ও যাকোব যদি তাদের বিবাহিত জীবন শান্তিপূর্ণ রাখতে চায়, তাহলে তাদের এই প্রতিটি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে স্বীকার করে, তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ যখনই বারবারা ও যাকোব এই পারিবারিক সম্পর্কগুলি চিহ্নিত করবে, তখন প্রতিটি সম্পর্ক ব্যক্তিগতভাবে বারবারার ও যাকোবের বিরোধিত নয় কিন্তু স্বীকৃতির লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠবে। বারবারা ও যাকোব এই সম্পর্কগুলির কোনটিকেই বাধা দেবে না বা বিরোধিতা করবে না। এবং সৎপরিবরের মধ্যে ও চারিদিকে এরূপ সৎ পরিবারের প্রতিটি যোগসূত্র ও সম্পর্ককে যথোচিত শ্রদ্ধা ও সমর্থন করে, সবার কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হতে হবে।

বন্ধন ও যোগসূত্র স্বীকার করার অর্থ পিতামাতা ও সৎপিতামাতা, অন্য পিতামাতা ও সৎ পিতামাতাকে প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে দ্বিধা করবে না। স্বীকৃতির অর্থ, তারা অন্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে, তাদের নিজেদের পছন্দ মতো জীবনযাপন করতে দেবে। স্বীকৃতির অর্থ সমর্থন নয়। স্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, এক সেট (প্রস্থ) পিতামাতা, অন্য সেট পিতামাতার জীবনযাপনে ছন্দ ও সন্তানদের লালনপালন পদ্ধতি, সমর্থন করবে। কিন্তু তারা ও তাদের সন্তানেরা, রক্তের সম্পর্কগত পিতামাতা এবং সৎপিতামাতা ও তাদের সন্তানদের পারিবারিক অবস্থানকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে। প্রত্যেক পিতামাতা ও প্রত্যেক সৎ পিতামাতাকে সন্তানদের সু-মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে হবে। তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের অন্য পরিবারের লোকজনকে পছন্দ করতে পার, আবার নাও পার কিন্তু তোমার সন্তানদের মঙ্গল এবং নিজের সৎ পরিবারের শান্তি বৃদ্ধি করার মূল উপাদান হল, ঐ প্রতিটি বন্ধন ও যোগসূত্র।

সাধু পিতর বলেছেন, "তোমরা সকলে সমমনা, পরদুঃখে দুঃখিত ভ্রাতৃ-প্রেমিক, স্নেহবান ও নম্রমনা হও। মন্দের পরিশোধে মন্দ করিও না, এবং নিন্দার পরিশোধে নিন্দা করিও না বরং আশীর্বাদ কর, কেননা আশীর্বাদের অধিকারী হইবার নিমিত্তই তোমরা আহূত হইয়াছ" (১ পিতর ৩:৮,৯)। বাইবেল, বারবারা ও যাকোবকে দয়ালু, বিবেচক ও সাহায্যকারী হতে বলছে — এবং তাদের ছেলে-মেয়েদেরও একইভাবে কাজ করার উপদেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, বারবারা ও যাকোবের সৎ পরিবারের ৯টি পৃথক সম্পর্কের তুলনায়, এই লেখকের সৎ-পরিবারে ২৩টি পৃথক সম্পর্ক-বন্ধন ছিল। যখন আমরা প্রত্যেক পৃথক সম্পর্ককে চিহ্নিত ও স্বীকৃতিবাচক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি, আমরা কোন ছেলেমানুষী করছি না।

## মনের ভাব ধারা

প্রথম বিবাহের পারিবারিক সদস্যদের একই ধরনের মানসিক ভাবধারা থাকে তারা সকলে একই পরিবারের সদস্য।

যারা একক পিতামাতার গৃহে বা সৎ পরিবারে বাস করে, তাদের সবার মানসিক ভাবধার এক ধরনের হয় না। এমন কি পিতামাতা ও তাদের সন্তানেরা পৃথকভাবে চিন্তাভাবনা করে। একক মাতা তার পূর্ব স্বামীকে জীবনের একটা অংশ রূপে স্বীকার করে না কিন্তু তার পুত্র, তাকে তার পিতারূপে পূর্ণ স্বীকৃতি দেয়। পুনরায় বিবাহ করেছে যে পিতা, সে তার নূতন স্ত্রীকে তার পরিবারের অংশ রূপে স্বীকার করলেও, তার কন্যারা মনে করে — *ঐ মহিলা আমাদের মা নয়।*

এইসব মনোভাব মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে (হিতোপদেশ ২৩:৭)। সন্তানেরা কিভাবে চিন্তা করে এবং পিতামাতা কিভাবে চিন্তা করে, সেটাই তাদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। তথাপি, পিতা-মাতা হিসাবে, আমরা প্রকৃতিগত ভাবে মানতে চাই না যে, ছেলে-মেয়েরা আমাদের থেকে পৃথকভাবে চিন্তা করবে ও ব্যবহার করবে। আমরা চাই আমাদের সন্তানদেরও আমাদের ন্যায় মূল্যবোধ ও বিশ্বাস থাকবে। আর তা না থাকলেই আমরা বাধা দিই। এমনকি পৌল ও তাঁর এক মণ্ডলীকে বলেছিলেন — "খ্রীষ্ট যীশুতে সুসমাচার দ্বারা আমিই তোমাদিগকে জন্ম দিয়েছি। অতএব তোমাদিগকে বিনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও," (১ করিন্থীয় ৪:১৫,১৬)।

লূক ২ অধ্যায়ে, যীশু ও তাঁর পিতামাতার মধ্যের একই সমস্যার কথা বলা হয়েছে। মরিয়ম ও যোষেফের অজ্ঞাতসারে বালক যীশু মন্দিরে থেকে যান ও সেখানে বেশ কয়েকটি দিন অতিবাহিত করেন - যতদিন না তাঁর পিতামাতা তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই বিষয়ে যে বাক্যগুলি ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ্য করুন — যীশুকে আবিষ্কার করার পর মরিয়ম তাঁকে বললেন — "বৎস, আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করিলে?" দেখ, তোমার পিতা এবং আমি কাতর হইয়া তোমার অন্বেষণ করিতে ছিলাম।" এবং তিনি তাঁহাদের বলিলেন — "কেন আমার, অন্বেষণ করিলে? আমার পিতার গৃহে আমাকেই থাকিতেই হইবে, ইহা কি জানিতে না?" (৪৮, ৪৯ পদ)।

উভয়ের মনোভাব দেখুন এবং ব্যবহারের পার্থক্যটি দেখুন। মরিয়ম বলেছিলেন — 'তোমার পিতা ও আমি....।"

যীশু বলেছিলেন, "আমাকে আমার পিতার গৃহে থাকিতেই হইবে।" যীশু ও তাঁর মা, এখানে 'পিতা' শব্দটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করেছেন। মরিরম যোষেফের কথা বলেছেন কিন্তু যীশু তাঁর স্বর্গস্থ পিতার কথা বলছেন।

যথা যীশুর পরিবারে এই পৃথক মনোভাব ও ব্যবহারের কারণে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল, তখন আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে সেই সমস্যা আমাদের একক পিতার/মাতার গৃহে ও সৎ পরিবারেও দেখা দিতে পারে।

বারবারা ও যাকোবের সৎ পরিবারেও এই মনোভাবের পার্থক্য ভীষণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। দেখুন, কত বেশী ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মনোভাব তাদের পরিবারে ছিল — পিতামাতা পিতামাতার বিরোধিতা করছে, পূর্বের স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে দোষারোপ করছে, সন্তানেরা পিতামাতার বিরোধিতা করছে। এই ধরনের উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতি, পরিবারের সকলের বিশেষতঃ সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক।

প্রতিষেধক কি?

সবার মনোভাব বুঝে শ্রদ্ধা করতে হবে। সৎ-পরিবারের প্রত্যেকে, অন্য পরিবারের সদস্যদের প্রতি কিরূপ প্রত্যুত্তর দেবে, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করুন। তারপর এইসব মনোভাব নিয়ে বয়স্করা অন্যদের সম্মান করবে ও তাদের জন্য কাজ করবেন। এটা কিন্তু করা খুব কঠিন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বারবারা ও যাকোব, স্বীকার করবে যে বারবারার সন্তানেরা তাদের বাবা ও মা দুজনকেই ভালবাসবে কিন্তু তাদের যাকোবের প্রতি দয়ালু ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। তারপর তাদের এই মনোভাব বজায় রাখার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে। বারবারা অবশ্যই মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সেইসঙ্গে তাদের বাবার সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্ককে সমর্থন করবে। যাকোবও, বারবারা ও তার মেয়েদের মধ্যে পূর্বের ঘনিষ্ঠতা পুনঃস্থাপন করতে সব রকম চেষ্টা করবে। তাকে তার সৎ মেয়েদের সঙ্গে তাদের বাবার সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে হবে। এইভাবে বারবারার পরিচালনা ও যাকোবের নম্র ব্যবহার, তার মেয়েদের, যাকোবকে, পরিবারের একজন সদস্যরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক করে তুলবে।

বারবারাকেও, যাকোব, তার সন্তানদের ও তাদের মনোভাবের প্রতি নম্র হতে হবে। পরে অবশ্যই, যাকোব ও তার সন্তানদের বিভেদ ও বিদ্বেষ নিরাময়ের জন্য সাহায্য করতে হবে। তাকে যাকোবকে সমর্থন করতে হবে, যদি সে নিউ ইয়র্ক ও সিয়টেলে গিয়ে তার সন্তানদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাছাড়া বারবারাকে যকোবের পূর্ব-স্ত্রীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের মধ্যের সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের

মিশ্র পরিবার গুলির প্রতি পরিচর্য্যা করণের উপায়সমূহ
নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি মিশ্র পরিবার গুলির সম্পর্কে পরিচর্য্যা ও উপায়সমূহের যোগান দেয়ঃ
ইনস্টেপ মিনিষ্ট্রিস
InStepMinistries
http://www.instepministries.com/
সফল সৎ পরিবারগুলি
http://www.successfulstepfamilies.com/
প্রাণবন্ত সৎ পরিবারগুলির পরিকল্পনা
http://designingdynamicstepfamilies.com/

দীর্ঘ প্রচেষ্টা শুরু করতে হবে।

## সন্তান লালন-পালন করা বা না করা

এমন কি একটি অতি উত্তম পিতামাতাও একটি উত্তম সৎ পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সন্তানদের কিভাবে লালনপালন করবে, সে বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মতোবিরোধ, সৎ পরিবারে হয়তো অশান্তি আনয়ন করবে।

পিতামাতাই পরিবারের শৃঙ্খলা অবনমিত করে দেন — সৎ পিতামাতা সন্তানদের কাছে থেকে খুব বেশী দাবী করেন। ঠিক বা ভুল যাই হোক না কেন, সন্তানদের লালন পালন ব্যাপারে পিতামাতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি সন্তানদের লালন পালনের ব্যাপারে, পিতা বা মাতার কোন নীচু পদ্ধতি অবলম্বন করে, ও তার থেকে সরতে না চায়, তখন সৎ পিতা বা সৎ মাতার পক্ষে ঐ পথ থেকে সরে আসা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। এর অর্থ ঐ ব্যাপারে কিছু না বলা এবং সন্তানদের উপর তাদের পিতামাতার কর্তৃত্বই থাকবে, এই পদ্ধতিতে সম্মত থাকা। সৎ-পরিবারে সৎ পিতা/মাতার, সন্তানদের লালন পালনের বিষয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকা একটি অতি বড় সমস্যা।

অনেক সময়েই দেখা যায় সৎ পিতামাতা একটা সুন্দর বিবাহ নষ্ট করে ফেলেছে কারণ তারা নমনীয় মনোভাব নিয়ে, সৎ সন্তানদের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে না।

যীশু এই ধরনের নমনীয়তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন। যীশু মশীহ ও রাজা, তথাপি তিনি মশীহ বা রাজার অধিকার প্রয়োগ করেননি। বস্তুতঃ তিনি তার বিপরীতটাই বলেছিলেন। পৌল বলেছেন যীশু কোন ব্যক্তির প্রত্যাশা করেন নি, কিন্তু দাসের রূপ ধারণ করেন এবং মনুষ্যের সাদৃশ্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি 'তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না।' (মথি ১২:২০; ফিলিপীয় ২:৭)।

সৎ পিতামাতাগণ কি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে? সৎ পিতা বা সৎ মাতা কি তারা আইন সিদ্ধ অধিকার ত্যাগ করে, দাসের রূপ পরিগ্রহ করে, এ ব্যাপারে স্বামী বা স্ত্রীর কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেন? সৎ পিতা বা সৎ মাতা কি নিজের দাবী ও বলপ্রয়োগ ত্যাগ করে, স্বার্থত্যাগ ও সেবার মনোভাব দ্বারা সৎ ছেলেমেয়েদের মন জয় করতে পারে?

বারবারা ও যাকোব এই ধরনের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। বারবারা তার মেয়েদের লালন পালনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, যাকোব কি সেটা সমর্থন করে, নিজেকে এ ব্যাপারে গুটিয়ে নিয়েছিল? যাকোবের কাছে এই সমস্যা সমাধানের উপায় কি?

যাকোব এখানে পিতামহ/পিতামহী আদর্শ অনুসরণ করতে পারে, যে ব্যবস্থায় বাবা মা ছেলেমেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে এবং পিতামহ/পিতামহী তাদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে। যাকোব লালন পালনের দায়দায়িত্ব না নিয়ে, পিতামহের ন্যায় থাকতে পারে। এর ফলে বারবারা, যাকোবের অনুপ্রবেশ ছাড়াই সন্তানদের লালন পালন করতে পারবে। যদি সন্তানদের জন্য কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সব দায়িত্ব বারবারাকে বহন করতে হবে। অন্যদিকে যাকোব তখন তার সৎ কন্যাদের নিয়ে আনন্দ করতে পারে। সে তাদের যত্ন দিতে পারবে এবং ভালমন্দ মিশিয়ে তারা যা, সেইভাবেই তাদের গ্রহণ করবে। সে তখন বারবারাকে উৎসাহ দানের সর্বাপেক্ষা ভাল উৎসে পরিণত হতে পারে।

যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং পিতামহ/মাতামহীর ধারণা গ্রহণ করে, যাকোবকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, যেন তাদের পরিবার সুস্থ ও সুশোভিত হতে পারে।

## উপসংহার

পাপ আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করছে, যার ফলে আপন মণ্ডলীতে একক পিতা/মাতা ও সৎ পরিবারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নূতন পারিবারিক ব্যবস্থাকে গঠনমূলকভাবে সাহায্য করার জন্য আপনাকে পুনরায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

এখানে বুদ্ধি পূর্বক চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানযুক্ত সমর্থন একান্তভাবে প্রয়োজন। এরূপ পরিবারের সদস্যদের হৃদয় ভগ্নচূর্ণ, তারা অবিরত তীব্র ঘৃণার সম্মুখীন হয়। যীশু যাদের জন্য স্বার্থত্যাগ নয় কিন্তু যাদের উপর করুণাবর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, এরাই তার মূখ্য দাবিদার। পরিচর্য্যার বিভাগের শস্য পক্ক হয়েছে এবং শস্যচ্ছেদের সময় উপস্থিত। কিন্তু শ্রমিকদের সংখ্যা স্বল্প।

আসুন, আমরা তাঁর গির্জাকে পূর্ণ করার জন্য রাজপথে যাই-অলি-গলিতে যাই। ■

**ডোনাল্ড, আর. পারট্রিজ,**

*পি.এইচ.ডি. ক্যালিফোরনিয়ার প্লেজানটনের পরিবার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান কর্মকর্তা। তিনি ও তাঁর স্ত্রী জেনেথা, সাতটি সন্তানসহ একটি সফল মিশ্র সৎ পরিবারের পিতামাতা/সৎ পিতামাতাস্বরূপ খুবই গর্বিত। তাঁদের সাম্প্রতিকতম পুস্তটির নাম,*

আপনার সৎপরিবারকে ভালবাসা:

*'মিশ্র পরিবারকে লালন করার কৌশল, কিভাবে একক পিতা/মাতার ও মিশ্র পরিবারের অতি সন্তোষজনক সম্পর্ক গড়েতুলতে পারে সেই বিষয়ে সুপরামর্শ ও তথ্য প্রদান করা হয়।"*

*মিশ্র পরিবার সম্পর্কে আরও খবরাখবর জানার জন্য দেখুন*

www.blendingfamily.com.

# একজন বার্ণবা হওয়া একজন পৌলের অন্বেষণ করা, একজন তীমথিয়কে শিক্ষাদান করা।

— পল. আর. মার্টিন কর্তৃক রচিত

বর্তমান জগতে, ক্রমবর্ধমান যোগাযোগের অভাব ও বৃত্তিমূলক পরিচর্য্যার ক্রমশ-হ্রাস দেখা যাচ্ছে। অতএব এটি কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে পরিচর্য্যার সম্পর্কগত শক্তি গড়ে তোলার বিষয়টি পুনরায় বিচার করে দেখা প্রয়োজন। এখন পরামর্শদাতা, ক্ষুদ্রদল, গুচ্ছ বদ্ধতা, দায়িত্বশীল দল, প্রভৃতি শব্দ গড়ে উঠছে, যার ফলে অর্থবহ সম্পর্কের মনোভাব থেকে, কতকগুলি লক্ষণীয় বিষয়ের গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

পরিচর্য্যা উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত পারস্পরিক সম্পর্ক দাবি করে। অনুপোযুক্ত মনোভাব ও ব্যবহার বা দৃষ্টিভঙ্গির পচন সৃষ্টি হয়, যখন সেগুলি গোপন করে রাখা হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যতটা স্বীকার করি, তার থেকেও বেশী সময় এগুলি ঈশ্বরের লোকদের আত্মিক ও আবেগজনিত দিক থেকে পঙ্গু করে দেয়।

সম্ভবতঃ প্রভুর মণ্ডলীর নেতাদের প্রতি এক সময়োচিত আহ্বান হল, "আসুন ও জানতে দিন।" যীশুর আভ্যন্তরিক-বৃত্তে তিনজন বন্ধু ছিলেন। সমগ্র প্রেরিত পুস্তকে, পৌলের একাধিক বিশ্বস্ত পরিচর্য্যা সঙ্গীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জন ওয়েসলির একটি পবিত্র সংঘ ছিল, যাঁরা অতি সাধারণ প্রশ্ন, যেমন "তোমার রান কত?" বা "তোমার গল্ফের মোট স্কোর কত?" — এই ধরনের প্রশ্ন ছাড়াও অনেক ধারাবাহিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারতেন।

অনেক সময় আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি ঃ- কে প্রকৃতই আমাকে চেনে? আমার মনোভাব, আমার যুদ্ধ, আমার ব্যর্থতার কথা জানে?

কোন কোন পুরোহিত বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের দীর্ঘ মেয়াদী দায়িত্বশীল সম্পর্ক আছে। কিন্তু বাস্তবে তারা অপরকে যা বলতে চান, সেটুকুই জানা যায়। অনেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য জন-সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন, অন্যেরা ক্ষুদ্র দলে যোগদান করেন।

কোন বিশেষ সম্পর্ক দায়িত্বশীলতাকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। কারণ পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের দায়বদ্ধ করে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বশীল করে তুলতে পারি। একজন যদি স্বেচ্ছায় অন্যের বশ্যতা স্বীকার না করে, তাহলে প্রতারণাপূর্ণ জীবন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। স্বচ্ছতা, উন্মুক্ততা, সততা প্রভৃতি কারও উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, কারণ সেগুলি প্রভুর প্রতি ভয়ের মনোভাব থেকে আনতে পারে।

আজকের দিনে যখন খ্রীষ্টিয়ান পরিচারকের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাচ্ছে, তখন কতকগুলি মূল পরিচর্য্যা-সম্পর্ককে পুনরায় ভেবে দেখলে, ঐ জোয়ার ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রেরিতদের পুস্তকে উল্লেখিত পরিচর্য্যার আদর্শগুলি পর্য্যালোচনা করলে, তিনটি মূল পরিচর্য্যার সম্পর্ক ভেসে ওঠে। সম্ভবতঃ এইসব দৃষ্টান্তের প্রার্থনাপূর্ণ প্রয়োগ করে এবং আমাদের নিজেদের পরিচর্য্যা সম্পর্ককে পুনরালোচনা করলে, পবিত্র আত্মা আমাদের বাস্তব অবস্থাগুলি আলোকিত করে তুলবেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে খ্রীষ্টিয়ান নেতাদের অন্যান্য ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি দূর করা সম্ভব হবে।

## একজন বার্ণবা হওয়া

আমরা আশ্চর্য হয়ে ভাবি, যদি বার্ণবা না থাকতেন, তবে পৌলকে কি পাওয়া যেত? তখনও দম্মেশকের ধূলা পৌলের পাদুকায় লেগে আছে। যারা তখন পথে পথে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তাদের প্রতি পৌলের হত্যার হুমকি, তখনও বাস্তব হয়ে আছে; আর তখনই বার্ণবা পৌলকে প্রেরিতদের নিকটে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর সাক্ষ্যদানের সত্য নিষ্ঠা সমর্থন করলেন (প্রেরিত ৯:২৬,২৭)। বার্ণবাকে এই কাজ করতে হয়েছিল যেন

তাঁর এই উৎসাহ দানের কার্য দ্বারা পৌল ও তাঁর আহ্বানের পরিপূর্ণতার মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগসূত্রটি রচিত হয়। কয়েক বৎসর পর পৌলকে অন্বেষণ করার জন্য, পবিত্র আত্মা, বার্ণবাকে প্রেরণ করেছিলেন। (প্রেরিত ১১:২৫)। নিঃসন্দেহে বলা যায় দম্মেশকের পথের সাক্ষ্য, তখন অনেকেই ভুলে গেছে কিন্তু বার্ণবা ভুলে যান নি।

বার্ণবা, নিজেদের নাম জড়িয়ে রেখেছিলেন সেই কাজে, যিনি মনে হয় পরিচর্য্যাকার্যে উৎসাহিত করার জন্য কোন একজনকে খুঁজে বেড়াতেন। প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী তার্ষের তাম্বু-প্রস্তুতকারককে উপেক্ষা করে, অর্থবহ পরিচর্য্য কাজের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করেছিল। কিন্তু বার্ণবা তাঁকে মনে রেখেছিলেন। বার্ণবার প্রভাবের কারণে পৌল আন্তিয়াখিয়া মণ্ডলীতে একটি স্থানলাভ করেছিলেন এবং তাঁকে একটি বিশ্বস্ত সম্পর্ক ও শ্রদ্ধাশীল শিক্ষা পরিচর্য্যা বিভাগ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন-(প্রেরিত ১:২৬, ১৩:১,২)।

শুধুমাত্র এই একবারই বার্ণবা এইরূপ প্রথম-পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। জনমার্ককে স্মরণ করুন (প্রেরিত ১৫:৩৭)? তাঁর অতীতের সমস্ত ভুলভ্রান্তি বা ব্যর্থতা স্বত্ত্বেও, বার্ণবা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কতজন পরিচারকের একজন আজকের-দিনের বার্ণবাকে প্রয়োজন, যেন তিনি তাদের পাশে এসে, তাদের পরিচর্য্যার সুযোগ দান করেন? কতজন পরিচারক তাদের ব্যর্থতার কারণে পথপার্শ্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে আছেন? তাদের মণ্ডলী বৃদ্ধিলাভ করছে না। তাদের অর্ন্তভুক্তির জন্য যথেষ্ট জনসমর্থন তাঁরা পাচ্ছেন না। কর্মসূচী নষ্ট হয়ে গেছে। বিবাহ বা পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে বার্ণবার ন্যায় কোথায় সেই ভ্রাতা বা ভগিণী, যিনি বিস্মৃত কর্মীর অন্বেষণ করবেন, ঐশ্বরিক আহ্বানে বিশ্বাস করে, সর্বোত্তমের আশা করবেন?

একবিংশ শতাব্দীতে বার্ণবার ন্যায় মনোভাব সম্পন্ন অনেক বেশী সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন। আহ্বান পরিত্যাগ করা ক্ষতিকর। বার্ণবার ন্যায় হবেন। অন্যের সাফল্যের ছায়ায় নীরব ক্লেশভোগীরা লুকিয়ে আছেন। একজন বার্ণবা হন। আমাদের সামনেই সেই চ্যালেঞ্জ। উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত ও অবহেলিতদের নিখুঁতভাবে বিচার করুন। একজন বার্ণবা হন। ব্যর্থ, নিরুৎসাহ ব্যক্তির অন্বেষণ করুন। একজন বার্ণবা হন। আমাদের পরিচর্য্যাকর্মীদের ধরে রাখতে পারলে, অবশ্যই বৃত্তিমূলক পরিচর্য্যার অধঃগতি রোধ করা যাবে।

## একজন পৌলের অন্বেষণ করা

আজকের দিনে বিশ্বস্ত পরামর্শদানের বিষয়ে অনেক কথা শুনতে পাওয়া যায়। একবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার দ্বারা, এই প্রয়োজনীয়তা, নিঃসন্দেহে আরও তিক্ত হয়ে উঠছে। পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে যার ফলে পিতার সঙ্গে পুত্রদের ও কন্যাদের একটা সুদূর বা অস্তিত্বহীন সম্পর্ক গড়ে উঠছে, নেতাদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর একটা নঞর্থক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অতীত কালে পুত্র, পিতার সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করত। শুধু দক্ষতা ও যোগ্যতা নয় কিন্তু তার সঙ্গে ব্যবহার ও মূল্যবোধও শিখে নিত। কিন্তু আজকের দিনে এটা কোথায় আর ঘটছে? শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

পরীক্ষাগারের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে বাস্তব জীবন পৃথক। শুধুমাত্র শিক্ষাই মানুষের জীবন গড়ে তুলতে পারে না। ঠিক যেমন বিমানের দুটি পাখা থাকে, বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে প্রকৃত জ্ঞানের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

নুতন নিয়মের সেই সব ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করুন, যাঁরা প্রেরিত পৌলের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তীত, অনিসীম, লূক ও সীল কি একটি সাধারণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? সম্ভবতঃ নয়। বরং তাঁরা শাস্ত্র সম্পর্কে মূল জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, যখন তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রচারাভিযান করতেন।

একবিংশ শতাব্দীর পৌল কে? আপনি যার অন্বেষণ করছেন? লক্ষ্য করে দেখা গেছে, একটা স্বাভাবিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পরামর্শ দান করলে, সেটাই সবথেকে ভালভাবে সুসম্পন্ন হয়। পরামর্শদান তখনই সব থেকে ভাল হয়, যখন কোন একজন গাঠনিক কাজ করতে ইচ্ছুক হয়।

"আপনি কি আমাকে পরামর্শ দেবেন?" — সম্ভবতঃ এটা সঠিক প্রশ্ন নয়। পরামর্শদান তখনই সম্ভব হয়, যখন আমরা দেখি, শুনি, কাজ করি, অনুসরণ করি, শিখি, পড়ি, সংগ্রহ ও প্রতিযোগিতা করি।

এলিয়র সময়ে পদ্ধতিটি ছিল — "তাহারা দুইজন একসঙ্গে চলিলেন" (২ রাজাবলি ২:৬)। এলিয়কে সম্মত করার জন্য ইলীশায় বলেছিলেন — "জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য এবং আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি আপনকে ছাড়িব না,"।

প্রত্যেক পরিচর্য্যা কর্মীর এমন একজনকে অন্বেষণ করা দরকার যিনি জীবনের বা পরিচর্য্যার কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শী। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিবিদ্যা ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ। সমগ্র পৃথিবী এখন, পূর্বকালীন ও বর্তমান-মুদ্রণ ব্যবস্থা-টেপস্, সিডি, ইন্টারনেট, সভা সমিতি ও নেট ওয়ার্ক দ্বারা আমাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে। এরফলে যে কোন পরিচর্য্যা কর্মী, তিনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, যে কোন স্থানের, যে কোন খ্রীষ্টিয়ান নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

পরামর্শদান, একজন অন্য কারও জন সম্পন্ন করতে পারে না। এটি পরিশ্রম সহকারে অন্যের জীবন ও পরিচর্য্যা অন্বেষণ করার ফল। অতএব একজন পৌলের অন্বেষণ করুন। চারিদিকে দেখুন। এমন কারণ অন্বেষণ করুন, যাকে আপনি শ্রদ্ধা করেন। প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আপনাকে এমন এক প্রভাবশালী ব্যক্তির দিকে পরিচালিত করেন, যিনি আপনার জীবনকে উপযুক্তভাবে প্রভাবিত করতে পারবেন।

এখানে পৌলকে অন্বেষণ, একমাত্র তরুণ পরিচর্য্যা কর্মীর কাজ নয়। সারা জীবন ব্যাপী শিক্ষা গ্রহণ করে, সকলেই উপকৃত হতে পারেন। একজন পৌলের অন্বেষণ করুন। সম্ভবতঃ পরিচর্য্যা বিভাগগুলির ক্ষয়ের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

## একজন তীমথিয়কে শিক্ষা দান করা

নূতন নিয়মে আমরা পরিচর্য্যা গঠনকারী সম্পর্কের যে তৃতীয় চাবিটি দেখতে পাই, সেটি শিক্ষণ কার্যের অর্ন্তভুক্ত। যখন একজন পরিচারকরূপে, আপনি একজন ইচ্ছুক, অভিপ্রেত অনুগামী লাভ করেন, তখন সময় নিয়ে, কর্মদক্ষতা নিয়ে তাকে শিক্ষণ দিতে শুরু করেন।

শিক্ষণ একটি বৃত্তীয় কার্যপন্থা, যার মধ্যে উপদেশ, প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ অর্ন্তভুক্ত থাকে। এই কার্যপন্থায়, শিক্ষাদান/উপদেশ দান, শিক্ষণের পদ্ধতিতে একটি মাত্র উপাদান। শিক্ষণ প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণের আরও বেশী সুযোগ দেয়। তখন মূল্যবান সহায়ক জ্ঞান দেওয়ার জন্য আরও উপদেশ দিতে হয় - আর এইভাবে বৃত্তটি অব্যাহত থাকে।

## সম্ভাবনাপূর্ণ পরামর্শ তালিকা

আপনি হয়তো ভাবছেন, অন্য লোকদের পরামর্শ দানের জন্য আপনাকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দান করতে পারলে, আপনি আপনার যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে পারবেন ঃ-

- আপনি কি ধৈর্য্যশীল? আপনি কি ভবিষ্যতের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখতে পান?
- আপনার যোগ্যতার ক্ষেত্র কি? কোন বিষয় আপনি দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং আপনার পারদর্শীতার বিশেষ ক্ষেত্র কোনটি?
- আপনার পারস্পরিক দক্ষতা কতটা বলশালী? অন্যদের সঙ্গে কি আপনার সুস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক আছে?
- আপনি কি পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দেন ঃ অপর লোকেরা যখন গড়ে ওঠেন, আপনি কি দীর্ঘকাল তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সর্মথ্য আছেন?
- আপনি কি ঝুঁকি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক?
- অপর কারও বৃদ্ধির জন্য সাহায্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আপনি কি ইচ্ছুক আছেন?
- আপনার চরিত্র কি প্রতিযোগিতা করার জন্য? ঈশ্বর কি অপর কোন ব্যক্তিকে আপনার ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, ভাষা ও আচার-আচরণ অনুসরণ করতে সমর্থন করেন?
- আপনি কি অপরের জন্য কিছু সময় ব্যয় করতে ইচ্ছুক?
- আপনার অলক্ষিত এমন কোন পাপ বা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি কি আছে, যা অপর ব্যক্তির সঙ্গে আপনার সম্পর্ক সম্ভবতঃ নষ্ট করে দিতে পারে?
- আপনি কি আপনার জীবনের উপর খ্রীষ্টের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন? আপনি কি সর্বক্ষেত্রে তাঁর গৌরব করার জন্য সর্বতোভাবে দায়বদ্ধ আছেন?

হাওয়ার্ড ও উইলিয়াম হেনড্রিক কর্তৃক রচিত প্রবন্ধ - 'লৌহ যেন লোহাকে ধারালো করে' (As Iron Sharpens Iron) থেকে উদ্ধৃত (মুডি প্রেম ১৯৯৫)। সম্মতি নিয়ে ব্যবহৃত।

আমাদের আজকের দিনের পরিচর্য্যা কাজে, অভিপ্রেত শিক্ষণের প্রয়োজন। দক্ষতা ভালভাবে অর্জন করতে হয় এবং যোগ্যতাকে আরও বেশী নিখুঁত করে তুলতে হয়। বহু তরুণ তীমথিয়, সাহসিকতার সঙ্গে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে চান। তাদের ভালভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

যখন প্রাথমিকভাবে একজন তরুণ কর্মী শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে, কার্যকরী হয়ে উঠেন, তখন সেই কাজের সঙ্গে যুক্তভাবে নানা ঘটনা ঘটতে পারে। যিনি শিক্ষণ প্রদান করেন, তিনিও নানাভাবে উপকৃত হতে পারেন। শিক্ষক যখন অপরকে নীতিগুলির কথা বলেন, তখন শিক্ষকের মনে ও হৃদয়ে যেগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠে ফলে বিশ্বাস শক্তিশালী হয় এবং তিনি শিক্ষণকার্যে দৃঢ়বদ্ধ হন। এর সঙ্গে অতিরিক্তরূপে, যিনি শিক্ষণ দিচ্ছেন তাঁর জীবনেও কিছু দায়িত্বশীলতা প্রযুক্ত হতে পারে। "বরং আমার নিজ দেহকে প্রহার করিয়া দাসত্বে রাখিতেছি, পাছে অন্য লোকেদের কাছে প্রচার করিবার পর আমি আপনি কোন ক্রমে অগ্রাহ্য হইয়া পড়ি" (১ করিন্থীয় ৯:২৭)। এছাড়া দেখা যায় যাঁরা শিক্ষণ দেওয়ার কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করেন, আর তাঁদের প্রভাবিত কর্মীগণ যখন ঈশ্বরের কাছে ফলপ্রসূ হন, তাঁদের হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। বৃদ্ধ প্রেরিত যোহন, তাঁর বন্ধু গায়েরকে বলেছিলেন — "আমার সন্তানগণ সত্যে চলে, ইহা শুনিলে যে আনন্দ হয়, তদাপেক্ষা মহত্তর আনন্দ আমার নাই।" (৩ যোহন ৪ পদ)।

সুশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীগণের মধ্যে তাদের পরিচর্য্যা বিভাগকে দীর্ঘস্থায়ী করার একটা উত্তম সম্ভাবনা থাকে, ঠিক যেমন, ম্যারাথন দৌড়ে শিক্ষণ প্রাপ্ত দৌড়বিদের প্রতিযোগিতা উত্তমরূপে শেষ করার সম্ভাবনা প্রচুর। তখন তীমথিয়কে শিক্ষণ দান করুন। শিক্ষণের পদ্ধতি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যজনও শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন ও সত্যকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আর সেই সঙ্গে পরিচর্য্যায় একটা আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

## উপসংহার

যদি প্রত্যেক পরিচারক একজন বার্ণবা হওয়ার, একজন পৌলকে অন্বেষণ করার ও একজন তীমথিয়কে শিক্ষণ দানের চেষ্টা করেন, তাহলে আশেপাশে বা সামনে যারা আছেন, এমন বহু পরিচর্য্যা কর্মী প্রত্যক্ষভাবে পরিচর্য্যা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শের অন্বেষণ করে, পরিচারকগণ জীবনব্যাপি শিক্ষার্থী হতে পারেন এবং পরিচর্য্যা কাজে অন্যদের আকর্ষণ করার জন্য উত্তম রূপে প্রস্তুত হতে পারেন। যখন তরুণ কর্মীদের সুপরামর্শ দেওয়া হয়, তাঁদের পরিচর্য্যা কাজে আরও কার্যকরী হয়ে ওঠেন। যাঁরা নিজেদের শিক্ষণ দানের জন্য উৎসর্গ করেন, তাঁরা নিজেদের, "খ্রীষ্ট যীশুকে ঈশ্বরের কৃত উর্দ্ধ দিকস্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য", (ফিলিপীয় ৩:১৪) আরও বেশী উৎসাহিত ও সুরক্ষিত হয়ে ওঠেন। উত্তমরূপে প্রস্তুত হয়ে এবং বহুদিন যাবৎ যে সব পরিচারক, পরিচর্য্যা কাজে অন্যদের আকর্ষণ করছেন, তাদের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, তাঁরা পরিচর্য্যায় সংখ্যা-হ্রাস প্রবণতার উপর গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক প্রভাব আনয়ন করতে পারেন। একজন বার্ণবা হবেন, একজন পৌলের অন্বেষণ করবেন এবং একজন তীমথিয়কে শিক্ষা দান করবেন। ■

**পল. আর. মার্টিন** *ইলিনয়েমের রেডফোর্ড নামক স্থানের প্রথম এসেম্বলি-অফ-গড চার্চের প্রধান পুরোহিত। ইলিনয়েস জেলার সমস্ত এসেম্বলি-অফ-গড চার্চের প্রাক্তন পরিদর্শকও ছিলেন।*